উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 12 April 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 322

শাস্ত্রীয় সংগীতের মনোরম উপস্থাপনা

গভীর দুঃখকেও এতটা খুশি দাও যাতে সে হাসতে শুরু করে। অরিজিৎ সিংয়ের এই গানটা (গম কো ইতনা খুশি দো কি ও মুসকুরানে লগে) যদি কেউ শুনে থাকেন তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন মধুবন্তী রাগের মাহাত্ম্য। এই রাগে খুব শান্ত প্রকৃতির মিষ্টি প্রেমের প্রকাশ ঘটানো হয়। এটি সাধারণত বিকেল চারটা থেকে রাত আটটার মধ্যে গাওয়া হয়ে থাকে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে এই রাগ পরিবেশন করে সকলকে অনবদ্য গায়কিতে আপ্লুত করলেন বিশিষ্ট ধ্রুপদি সংগীতশিল্পী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'পঞ্চম'-এর উদ্যোগে এখানে রাষ্ট্রীয় সংগীতের আসর বসেছিল। এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ ঠুংরি পরিবেশন করেন ধিয়া সেনগুপ্ত, ইমন রাগে হৃদয় ছুঁয়েছেন অর্কপ্রভ বিশ্বাস। এছাড়াও তাঁদের পরিবেশনায় নজর কেড়েছেন প্রত্যাশিতা মিত্র চাকি, রিয়াংকা দাস, রুনকি দত্ত, সুনীতা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা কর্মকার ও মমতা ভট্টাচার্য। সূচনায় মঙ্গলদীপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অভয়া বসু, কাকলি বসু, দীপক দাস, অখিল বিশ্বাস, পল্লব বসু ও আনন্দ প্রসাদ।

দু'ভাগের এই অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে ছিল ছোটদের সরগম পরিচয়। সমবেত

সংগীত পরিবেশন করে সান্নিধ্য, শৌর্য, শ্রেয়া, শ্রেয়ান, শিঞ্জনি, সায়ন্তনী, পৃথা ও রণিতা। সঙ্গে কিবোর্ডে সহযোগিতা করে সূর্যাংশু। এরপর একক রাগভিত্তিক নজরুলগীতি, রাগপ্রধান, ভজন, ঠুংরি, দাদরা পরিবেশনে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন নবনীতা, শিপ্রা দেবরায়, আবিরা বাগচী, সমৃদ্ধ চক্রবর্তী। আর একক অনুষ্ঠানে রাগ- মারুবেহাগ, ইমন, তোড়ি, হংসধ্বনি, কৌশিকধ্বনি, বৃন্দাবনী সারং, মেঘ পরিবেশন করেন সুমিতা মজুমদার, বিদিশা দেব, সুচরিতা পাল চট্টোপাধ্যায়, অসীম বসাক। সবার সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন বিশিষ্ট তবলাবাদক রানা সরকার। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন মৌমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতুজা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মৌমিতা আচার্য। -- *ছন্দা দে মাহাতো*

ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকারের সমাবর্তন

জমজমাট।। *শিলিগুড়িতে কলকাতার সন্তোষপুর ভিন্নরূপের প্রযোজনা 'অন্তরতম' নাটকের একটি দৃশ্য।*

অনন্যা।। *সংগীত পরিবেশনায় জয়তী চক্রবর্তী। ছবি : বাপ্পা রাহা*

শিলিগুড়িতে সারস্বত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান বলে পরিচিত মিত্র সম্মিলনী। এই সংস্থা সম্প্রতি ১১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দু'দিন ধরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করল দীনবন্ধু মঞ্চে। এই অনুষ্ঠানে আর একবার উদ্ভাসিত হল শতবর্ষ অতিক্রান্ত পথ পরিক্রমায় সংস্থার অতীত গৌরব ও বোধের ঝলক। একইসঙ্গে সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ঘোষিত হল নবীন প্রবীণ প্রজন্মের মেলবন্ধনে সংস্থাকে নতুন দিগন্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত শপথ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শহরের মহানাগরিক গৌতম দেব। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিলিগুড়ির প্রাক্তন মহানাগরিক অশোক ভট্টাচার্য ও উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। প্রথম পর্বে প্রয়াত বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল গুণীজন সংবর্ধনাও।

মঞ্চে অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন মিত্র সম্মিলনীর উপদেষ্টামণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজিত রাহা এবং সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য সহ সব কর্মকর্তা। প্রথম দিনের দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্মারক বক্তৃতা এবং তৃতীয় পর্বে কলকাতার সন্তোষপুর ভিন্নরূপের দাগ রেখে যাওয়া নাট্য প্রযোজনা 'অন্তরতম'। অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মারক বক্তৃতায় অনেক বিষয়কে ছুঁয়ে গেলেও জন্মশতবর্ষকে মনে রেখে বিশেষ আলো ফেলেন বাংলা সংগীতজগতের উজ্জ্বল সুরস্রষ্টা, কবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক সলিল চৌধুরীর সৃষ্টির ওপর। বিশেষ করে চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন সলিল চৌধুরীকে কীভাবে অন্য ধারার সংগীতে সৃজনে সাহায্য করেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং এদেশের লোকসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতকে কীভাবে মিলিয়েছেন তারও কিছু উজ্জ্বল উদাহরণ শ্রোতাদের সামনে রাখেন। সব মিলিয়ে তাঁর আলোচনায় বুঁদ হয়ে শোনার মতো রসদ ছিল।

কলকাতার সন্তোষপুর ভিন্নরূপের নাটক 'অন্তরতম' সরাসরি উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে ধাক্কা মেরেছে। এই নাটকের নাট্যকার তথা পরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিপুণ শিল্পীর মতোই মানুষের ভাবনার রঙে তুলি চুবিয়ে রূপক গল্পের আড়ালে জীবনের অনবদ্য ছবি এঁকেছেন। আমাদের প্রত্যেকের মনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আরেকজন 'আমি'কে সামনে এনে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কলকাতার বড় দলগুলির তারকাখচিত নাটকের পাশাপাশি যে এমন ভালো নাটক হতে পারে তা না দেখলে বোঝা যেত না। অভিনয়ে প্রত্যেকটি অভিনেতা, অভিনেত্রী ছিলেন নিজ নিজ চরিত্রে উজ্জ্বল ও যথাযথ।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা গানের অর্ঘ্য উপুড় করে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী। তাঁর গানের ভিত্তি যতটা গহীন ও অতল, চলন ততটাই মিষ্টি, সহজ এবং সরল। তিনি মহাকাল মন্ত্রে যেমন শ্রোতাদের মনের গভীরে ডুব দিতে পারেন, তেমনি ভালোবাসার গান ও গজলে হৃদয়ের এ-কুল ও-কুল দুই কুলই ভাসিয়ে দিতে পারেন। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের যে গানের বিশেষ সংরক্ষিত কামরায় রাখতে হবে দীনবন্ধু মঞ্চের নিবেদনে সেই ধারণাও তিনি ভেঙে দিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের নাটক ছিল সুদীপ রাহার নির্দেশনায় মিত্র সম্মিলনীর নিজস্ব প্রযোজনা 'অসমাপ্ত'। সম্পত্তির লোভে সন্তানদের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন এখন প্রতিদিন সংবাদপত্রের খবর। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই নাটক ইতিমধ্যেই শহরে সাড়া ফেলেছে এবং তা নিয়ে আগেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের থিমকে সামনে রেখে এই সমাবর্তনের সঞ্চালনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে সহায়তা করেছেন কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রদীপ মিত্র, প্রদীপ দে, আশিস ধর, শান্তা মিত্র, অমলেন্দু রাহা, বিভাস দাস, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, সুদীপ রাহা ও নাট্য সম্পাদক অংশুমান ভট্টাচার্য।

–ছন্দা দে মাহাতো

ইন্দ্রায়ুধের আয়োজনে

কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কিছুদিন আগে কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ নাট্য গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়ে গেল ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসব-২০২৫। বরাবরের ধারা বজায় রেখে সদস্যরা কণ্ঠ মেলান 'ইন্দ্রায়ুধ সংগীতে'। অনুপ মজুমদার শোনান স্বাগত কথা। নীলাদ্রি দেবের সম্পাদনায় ইন্দ্রায়ুধ পত্রিকা প্রকাশ হল রীতি, ঐতিহ্য অনুসরণ করে। বিশিষ্ট কলমচিদের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এ পত্রিকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। প্রথম সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত, অমিত ঘোষ নির্দেশিত 'জ্বালা', আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজন প্রযোজিত 'দংশক'। রাজীব রায় নির্দেশনার কাজ করেছেন। ইন্দ্রায়ুধ সম্মাননা-২০২৫ অর্পণ করা হয় নাট্যজন বিদ্যুৎ পালকে। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি ঋত্বিক প্রযোজিত 'সম্পাদক' ছিল বেশ ভালো। শুভঙ্কর গোস্বামীর নির্দেশনায় নাটকটির কুশীলবরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। এরপরে নটরাজ দাসের নির্দেশনায় আমরা অমলকান্তি, টাকি প্রযোজিত 'মানুষের ডিম' দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। তৃতীয় সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় বামদেব সিনহা নির্দেশিত আগরপাড়া সানশাইন প্রযোজিত 'স্কন্দমঙ্গল'। এরপরে চন্দননগর না না-talk প্রযোজিত 'আগুনের দিনলিপি' দর্শকদের দিয়েছে ভাবনার খোরাক। ইন্দ্রনীল মৈত্র নির্দেশিত নাটকটির কুশীলবদের পরিশ্রম সত্যিই কুর্নিশযোগ্য। চতুর্থ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় রানিকুঠি জিয়নকাঠি, কলকাতা প্রযোজিত 'আত্মরতি'। কল্লোল মুখোপাধ্যায় ছিলেন নির্দেশনায়। এরপর সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অর্কিড, উত্তরপাড়া, হুগলি মঞ্চস্থ করে 'ফোর আওয়ার্স'।

পরে রবীন্দ্র ভবন বহিরাঙ্গনে গণদর্শকমুখী নাট্য মঞ্চায়নের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন দেবব্রত আচার্য, কল্যাণময় দাস, বিদ্যুৎ পাল, শান্তনু দাস; কথা সমন্বয়ে ছিলেন অনুপ মজুমদার। উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় কৃষ্ণনগর রূপকথা প্রযোজিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (ত্রিষিত মৈত্র নির্দেশিত)। একটা অন্যরকম ভাবনার এ প্রযোজনা দর্শকদের কাছে ছিল বিরাট পাওনা। অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক সঞ্চালনার কাজ সুচারুরূপে সেরেছেন অনুপ মজুমদার এবং দেবাশিস চক্রবর্তী। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

সম্মানিত তিন

উত্তরাপনের আয়োজনে কিছুদিন আগে নারী দিবস ও বসন্ত বরণ উৎসব একসঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হল উত্তরাপনের কার্যালয় শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে, কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে ভাগ করা হয়- প্রথম পর্বে নারী দিবস, দ্বিতীয় পর্বে বসন্ত বরণ। গান, গল্প, কবিতায় ঠাসা এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী মৈত্রী ভট্টাচার্যের গানে। এই অনুষ্ঠানে 'শিখা ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান'–এ সম্মানিত করা হয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী মৈত্রী ভট্টাচার্য, সমাজসেবী শর্মিষ্ঠা দত্ত এবং কবি, সাহিত্যিক সম্পা পালকে। অনুষ্ঠানে শামিল হন লোপামুদ্রা বাগচী ভৌমিক, শুভ্রা চক্রবর্তী, পার্থ সরকার, শিশুশিল্পী ঐষিক ঘোষ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কথামালায় জুড়ে রাখেন দেবাশিস ভট্টাচার্য।

অম্বরীশের আরও ৩

কবি ও গদ্যকার অম্বরীশ ঘোষের তিনটি বই প্রকাশিত হল আলিপুরদুয়ার পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে। এগুলি হল কাব্যগ্রন্থ 'বিপন্ন অস্তিত্বের শেকড়', লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বই 'উত্তরবঙ্গের বীরাঙ্গনা কথা' ও কিশোর উপন্যাস 'সুহানের আশ্চর্য পুকুর'। 'উত্তরবঙ্গের বীরাঙ্গনা কথা' বইটি নিয়ে আলোচনা করেন পরিমল দে এবং 'সুহানের আশ্চর্য পুকুর' বইটি নিয়ে আলোচনা করেন নীলাদ্রি দেব। বিশিষ্ট বাচিকশিল্পীরা আবৃত্তি করে শোনান 'বিপন্ন অস্তিত্বের শেকড়' বইটি থেকে। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, রাজ্য নাট্য অ্যাকাডেমির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পরিতোষ সাহা, সাহিত্যিক পরিমল দে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ। সমাজ, শিক্ষা ও বই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন দেবব্রত রায়, সৌরভ চক্রবর্তী, অনির্বাণ নাগ। সুপরিচিত কবি ও কথাকারদের মধ্যে উত্তম চৌধুরী, মীরা আচার্য, দেবাশিস ভট্টাচার্য, শৌভিক বণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছিল আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দুই নাটকের অনন্য সন্ধ্যা

রুদ্ধশ্বাস।। *কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'ফিরে দেখা' নাটকের একটি দৃশ্য।*

গণবিবাহের মধ্যে দিয়ে অন্ধ শ্যালিকা পঞ্চীর সঙ্গে বিয়ে হয় অন্ধ নীলকণ্ঠের। নীলকণ্ঠ দৃষ্টিহীন হলেও গন্ধ শুঁকেই সবকিছু বলে দিতে পারে। অপরদিকে, পঞ্চী ধর্ষিতা হলেও সে ধর্ষককে চেনে না। এরকম একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বর্গীয় মনোজ মিত্রের রচিত নাটক 'গন্ধজালে'। কিছুদিন আগে মৃত্তিকা নাট্য সংস্থা উপহার দিল বিখ্যাত নাট্যজন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের দুই নাটকের এক অনন্য সন্ধ্যা। 'গন্ধজালে' নাটকটি ছিল এই সন্ধ্যার অন্যতম প্রযোজনা। ঘণ্টাখানেকের এই নাটকটি মসৃণভাবে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। অসাধারণ রচনা এবং ছিমছাম রচনাকেন্দ্রিক মঞ্চসজ্জা যেন দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। পরবর্তী নাটক 'ফিরে দেখা' সাধারণ, নির্ভেজাল মধ্যবিত্ত, ভীতু বিমলবাবুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গভীর রাতে হঠাৎই তিনি স্ত্রীর পাশে মারা যান। শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার মৃতদেহকে ঘিরে স্ত্রী-প্রতিবেশী-রাজনীতি-ডাক্তার এবং জ্যোতিষের ট্র্যাজিক উপস্থাপন এই নাটকের অন্যতম বিষয়। কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ফিরে দেখা' নাটকটি দেখতে দর্শকাসন ছিল ভর্তি। নাটকটিতে নাটককার নিজে অভিনয় করেছেন। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া এই নাটকটি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে অভিনয় করে আসছেন বলে নাটককার উৎসব শেষে জানিয়েছেন।

কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কিছুদিন আগে 'মৃত্তিকা নাট্য উৎসব ২০২৫'-এর উদ্বোধন করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি, কবি সুবীর সরকার প্রমুখ। দুটি নাটক ছাড়াও মাঝে বিরতির সময় দর্শকদের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে মৃত্তিকা আয়োজন করে শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠানের। গুণী শিল্পী সৌপর্ণা সরকারের শাস্ত্রীয় সংগীতের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ হয় দর্শক ও শ্রোতা। এছাড়া রূপম বিশ্বাসের ভাওয়াইয়া গানের সুর উপভোগ করেন সকলে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নাট্যদলের অষ্টম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয় বলে জানান মৃত্তিকার কর্ণধার দেবলীনা বিশ্বাস। *–দেবদর্শন চন্দ*

এপ্রিল মাসের বিষয়

অকপট মুহূর্ত

(স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

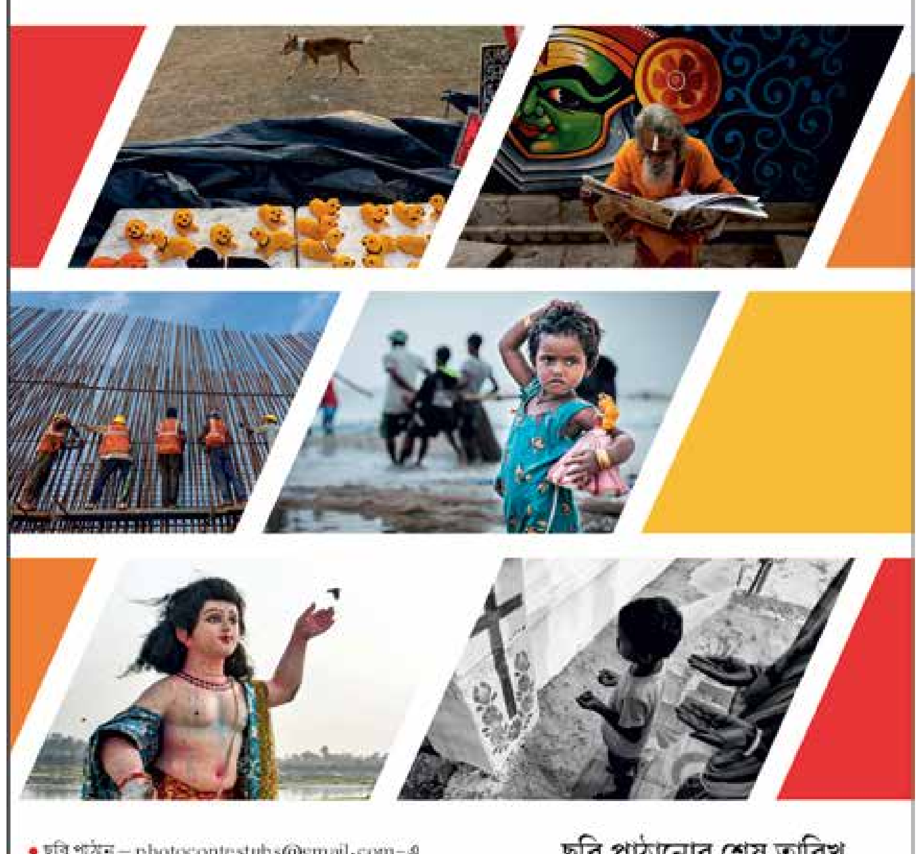

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com–এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ

২১ এপ্রিল, ২০২৫

ছবি : সৌগত মহন্ত, দিলীপ দে সরকার, গৌরব বিশ্বাস, দুর্জয় রায়, অরিন্দমকুমার চন্দ ও নীহাররঞ্জন সরকার।

বইটই

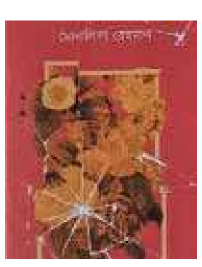

বিষাদই সত্য

'জেনে গেছি কীভাবে আনন্দ পেতে হয়/রক্তক্ষরণের দাগ কেমন করে মুছে যায়/জন্মদাগের স্মৃতি আগলে/তীব্র দহনেও সুখে থাকতে হয়।' মোনালিসা রেহমান এভাবেই জীবনের নির্মম বাস্তবকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা 'দাহ্য' কবিতায়। ঠাঁই পেয়েছে তাঁর লেখা **কফিনে পেরেক পুঁতেছি** বইয়ে। সেই বইয়ে সঙ্গী আরও ৩৯টি এমন মর্মস্পর্শী কবিতা। এমনই আরেক কবিতার দুটি লাইন, 'দংশন করেছি ভালোবাসায়/ বিষ এখন লীলা করে।' মোনালিসার দৃষ্টি ও অন্তর এভাবেই প্রতিনিয়ত নিজস্ব অবস্থান ছাড়িয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এটি কবির সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। রোকুর সৃষ্ট প্রচ্ছদটি একটু অন্যরকমের।

গভীর ভাবনা

শতবর্ষে গীতাঞ্জলি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক চিন্তাধারা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে শুরু করে তসলিমা নাসরিনের লজ্জা। উল্লেখযোগ্য নানা বিষয়। প্রবন্ধ হিসেবে এসব নানা প্রকাশনীর মাধ্যমে পাঠক দরবারে বেশ করেছেন পবিত্রভূষণ সরকার। সেই সমস্ত প্রবন্ধকেই এক জায়গায় জড়ো করে **এই সময়ের কথামালা** নামে পাঠকদের উপহার দেওয়া হয়েছে। লেখক শিক্ষকতা করতেন। পড়ানোর পাশাপাশি প্রচুর পড়াশোনাও করতেন। তা কতটা গভীর তা এই বইটি পড়লেই পরিষ্কার। প্রতিটি লেখা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সৃষ্ট। হিমাংশু সিংহের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ চোখ টানে।

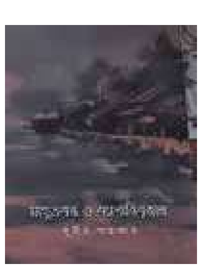

হাতি ও হাট

সুবীর সরকার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি। বাংলা ভাষার প্রায় সমস্ত প্রকাশনীতে নিয়মিত লেখালেখি করেন। সুবীরের বহু বই ইতিমধ্যেই পাঠক প্রশংসিত। তাঁর নতুন বই **মাহুতবন্ধু ও ব্যাপারিবৃত্তান্ত**। মাহুতদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বই লেখার এই ভাবনা বেশ অন্য ধরনের। বইটি মোট চারটি পর্বে বিভক্ত। মাহুতবন্ধু, হাটপুরাণ লোকপুরাণ, ব্যাপারিবৃত্তান্ত এবং ও মোর সারিন হস্তির মাহুত রে...। যাঁরা হাতি ভালোবাসেন, তাঁদের তো বটেই, অন্যদেরও এই বইটি বেশ ভালো লাগবে। হাট নিয়ে অনেকের মনে থাকা নানা ধরনের প্রশ্নের সহজ উত্তরও জোগাবে।

মধ্যযুগের সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এর প্রতি বাংলা সাহিত্যের পড়ুয়াদের সেভাবে টানটা আর কোথায়! অথচ ঠিকমতো পড়লে বাংলা সাহিত্যের এই পর্ব কিন্তু খুবই মনোগ্রাহী। আবদুল্লা রহমান ও মিঠুন থান্দার মিলে তাই যৌথ সম্পাদনায় পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন **প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বহুমাত্রিক অন্বেষণ**। রয়েছে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সমাজ ও সংসার জীবনের মতো নানা উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ অনেক কিছুই। অলি আচার্য থেকে শুরু করে বাবলু হকদের লেখা। সংগ্রহযোগ্য সংকলন। ছিমছাম প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়।

ছন্দের টানে

বাইরেটা কুঁচো, কিন্তু ভিতরটা অনন্ত, গভীর। উজ্জ্বল আচার্যের লেখা কবিতার বই **পারমাণবিক**-এর বিষয়ে লিখতে গিয়ে কল্যাণময় দাস এভাবেই তাকে বর্ণনা করেছেন। যথার্থই বর্ণনা। দু-লাইন, চার-লাইনের কবিতাগুলি বেশ মনোগ্রাহী। এমনই একটি লেখা, 'যদি কোনওদিন হয় মাতৃভাষা বিপন্ন/ জেনে রেখো সেদিন জুটবে না কিন্তু অন্ন।' উজ্জ্বল পেশায় চিকিৎসক। নেশায় সংস্কৃতিকর্মী। আরও বেশি করে সাহিত্যকর্মী। গল্প লেখার হাতটি বেশ ভালো। কিন্তু কবিতা লেখাতেও যে কম যান না, তার প্রমাণ এই খুদে বইটি। শ্রীহরি দত্তের আঁকা প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,১৫৭.২৬ (+১৩১০.১১)
নিফটি : ২২,৮২৮.৫৫ (+৪২৯.৪০)

প্রয়াত আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা
প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা (৮০)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করেছেন। শুক্রবার সমস্ত সরকারি অফিসে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়। ›› ১০

নিজের কেন্দ্রে আবেগঘন মোদি
নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে ৩৯০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ›› ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২২°	২১°

বিধ্বংসী নারায়ণ, নতুন লজ্জা ধোনিদের ›› ১৩

শিলিগুড়ি ২৯ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 12 April 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 322

সাদা চোখে সাদা কথায়

আশ্বাস যেন শিক্ষকদের উপহাস না হয়ে ওঠে!

গৌতম সরকার

ধম্মে সইবে না। সইছেও না। শিক্ষকের গায়ে হাতে তাই তৃণমূলের অন্দরেও বেসুর। নেতৃত্ব রাম-বামের প্ররোচনার সাফাই দিচ্ছে। যাদবপুরে ওমপ্রকাশ মিশ্রকে লাথির খবর হয়নি বলে মিডিয়াকে গালাগাল দিচ্ছে। ভিডিও প্রকাশ করে তাদের ওপর আগে হামলার যুক্তি দিচ্ছে পুলিশ। তাতে ভোলানো যাচ্ছে না তৃণমূলের অনেককে। দলের সদস্য শিক্ষকরা তো ননই। কেউ প্রকাশ্যে বলছেন। কেউ ভেতরে ভেতরে গুমরোচ্ছেন।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনেও এতটা অসন্তোষ তৃণমূলে ছড়ায়নি। শান্তনু সেন, সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো দু'একজন প্রতিবাদ করেছিলেন। এর বেশি নয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে এই প্রথম তাঁর দলের অন্দর থেকে এতটা প্রতিবাদ ঠিকরে বেরোচ্ছে। তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার 'পুলিশের এই নির্লজ্জ ব্যবহার'-এর জন্য সংবাদমাধ্যমে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

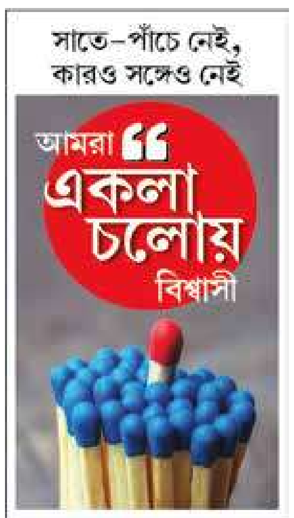

তাঁর দল পেছনে বিরোধীদের চক্রান্ত দেখছে। ভাস্কর কিন্তু পুলিশকে অনুরোধ করছেন, 'অন্য রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলবেন না।' একই জেলায় তৃণমূল শিক্ষা সেলের সর্বোচ্চ নেত্রী শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর রাগ, ক্ষোভ, হতাশা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমের পোস্টে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রেখে তাঁর কাছে অন্যায়ের বিচার চেয়েও শর্মিষ্ঠা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'ওঁরা ক্রিমিনাল না। ওঁরা শিক্ষক... যাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। ওঁরা বোমাবাজি করেন না।'

স্পষ্ট উচ্চারণে তৃণমূলের এই শিক্ষক নেত্রী লিখেছেন, 'পুলিশের... এই লাথি এবং লাঠি আমাকেও আহত করল।' লক্ষণীয়, লাঠির চেয়েও জোর পড়ছে লাথিতে। শিক্ষককে পদাঘাত! তৃণমূল নেতৃত্ব বা পুলিশ যতই ব্যাখ্যা দিক,

এরপর সাতের পাতায়

উদ্বেগ বহাল...

যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশে রাজি সরকার

এসএসসি ভবনের উদ্দেশে চাকরিহারাদের মিছিল। শুক্রবার সল্টলেকে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ এবং ওএমআর শিটের 'মিরর ইমেজ' আপলোডের আশ্বাস দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যদিও আইনি জটিলতা না থাকলেই সেটা সম্ভব বলে তিনি শুক্রবার জানান চাকরিহারাদের। আড়াই ঘণ্টারও বেশি তাঁর সঙ্গে বৈঠকে কিছুটা আশ্বস্ত মনে হয়েছে চাকরিহারাদের। তাঁদের প্রতিনিধি মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোনও জটিলতা না থাকলে ২১ এপ্রিলের মধ্যে ওএমআর শিট প্রকাশ করা হবে।

তবে ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সম্পর্কে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের বক্তব্য, ওই ইমেজ এসএসসি'র কাছে নেই। সিবিআই যেটা উদ্ধার করেছে, আইনি জটিলতা না থাকলে সেটা প্রকাশ করতে আপত্তি নেই।' তবে যতক্ষণ না রাজ্য সরকার এই দুই প্রতিশ্রুতি পালন করছে, ততক্ষণ তাঁরা স্বস্তি পাচ্ছেন না বলেও জানিয়ে দিলেন চাকরিহারারা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাস্তাতেই থাকতে নিজের অনড় অবস্থান জানিয়েছেন তাঁরা।

বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'চাকরিহারাদের দাবির সঙ্গে আমাদের কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। আইনি জটিলতা না থাকলে তাঁদের দুটি দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব। আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি।' চাকরিহারাদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমি এতে কোনও বিরোধ পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে থাকাটাই স্বাভাবিক। আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি, রাজ্য সরকার এবং এসএসসি খুব দ্রুত রিভিউ পিটিশন করবে। যোগ্য চাকরিহারারাও রিভিউ পিটিশন করবে বলে আমরা আশা করি।'

চাকরিহারাদের ১৩ জনের প্রতিনিধি ওই বৈঠকে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সব বক্তব্য বলার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান। তবে আগামী মাসের বেতন পাওয়া সম্ভব কি না, তা নিয়ে যে উৎকণ্ঠা গোপন করেননি আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। মেহবুবের কথায়, 'সরকার

এ ব্যাপারে স্পষ্ট উত্তর দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে। তবে বেতন পোর্টাল যে খুলেছে- এটাই স্বস্তির। সরকার জানিয়েছে, তারা এ নিয়ে আইনি পরামর্শ নিচ্ছে। আমরাও আইনি পরামর্শ নিচ্ছি।'

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতি ব্রাত্য শুক্রবারও স্কুলে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের বিষয়টি মানবিকভাবে দেখছেন।' কিন্তু চাকরিহারারা এখনই স্কুলে যেতে নারাজ। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, 'যতক্ষণ না রাজ্য সরকার আমাদের সমস্ত দাবি পূরণ করছে, ততক্ষণ আমরা স্বস্তিতে থাকতে পারছি না।'

শুক্রবার দিনভর আন্দোলন চলেছে। সল্টলেকের করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন চাকরিহারারা। বিকাশ ভবনেও যান তাঁরা। তাঁদের আন্দোলনের সমর্থনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিতে সিবিআই দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। অনশনরত শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের প্রতিনিধিরা। শনিবার থেকে মেডিকেল ক্যাম্প করা হবে বলে জানান তাঁরা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কাটোয়ায় চাকরিরত শিক্ষকরা এদিন প্রতিবাদ জানান। চাকরিহারাদের পক্ষে মেহবুব মণ্ডল অবশ্য জানান, অনশনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন, রাজনৈতিকভাবে কয়েকজন অনশন করছেন।

'গো ব্যাক' শুনেও সমাবেশে অভিজিৎ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি যেন। চাকরিহারাদের আন্দোলনেও বিরোধীদের জন্য দরজা বন্ধের ইঙ্গিত মিলল। বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান উঠল চাকরিহারাদের সমাবেশ থেকে। মুখে অনেক কথা বললেও আদালতের নির্দেশে চাকরি হারানোদের মিছিল বা সমাবেশে এখনও বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস নেতাদের তেমনভাবে দেখা যায়নি।

ব্যতিক্রম তমলুকের সাংসদ। দু'দিন ধরে তিনি চাকরিহারাদের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসে গিয়েছেন। সমাবেশে হাজির হয়েছিলেন বৃহস্পতিবারও। সেখানে দেখা গিয়েছিল শুধু বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। কিন্তু শুক্রবার বাধা পেলেন অভিজিৎ। বিচারপতি থাকাকালীন যিনি চাকরিতে বঞ্চিতদের কাছে প্রায় 'ভগবান' হয়ে উঠেছিলেন। শুক্রবার বিকেলে সেই অভিজিৎ চরম অস্বস্তিতে পড়লেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের বাইরে। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন আন্দোলনকারী 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন।

তিনি কী আইনি পদক্ষেপের চেষ্টা করেছেন, সেই প্রশ্ন তোলেন অনেকে। বিক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ কিছুটা সরে গেলেও স্লোগান চলতে থাকে। সেসময় বিকাশ ভবনে চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক চলছিল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। অভিজিৎ দু'ঘণ্টার মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না করলে বড় মাপের আন্দোলনের হুমকি দিতে থাকেন। তিনি বলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিক রাজ্য সরকার। স্কুল সার্ভিস কমিশন আইনের ১৮ নম্বর ধারায় সেই সংস্থান রয়েছে।

প্রকাশ্যে 'গো ব্যাক' স্লোগানকে আমল দিতে না চেয়ে প্রাক্তন বিচারপতি অভিযোগ করেন, 'যাঁরা স্লোগান দিয়েছেন, তাঁরা আদতে চাকরিহারা নন। তাঁরা এসইউসি এবং সিপিএমের দালাল। আন্দোলনের দখল নিতে চান ওঁরা। আমি যখন আরজি কর আন্দোলনে গিয়েছিলাম, তখনও আমাকে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় না তাঁরা প্রকৃত শিক্ষক। শুধু দালালি করতে হাজির হয়েছেন।' স্লোগান দিয়ে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না বলে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। রাত ১২টা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন বলে জানান।

এই স্লোগান প্রসঙ্গে চাকরিহারাদের প্রতিনিধি মেহবুব মণ্ডলের সাফাই, 'অভিজিৎবাবুর মনে রাখা উচিত, চাকরিহারাদের মানসিক অবস্থা কী? অনেকেই আমাদের পাশে থাকার কথা বলছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা কি কেউ আইনিভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন? নাকি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসব বলছেন?'

এরপর সাতের পাতায়

এপ্রিল থেকে নতুন রূপে কর্মসূচি

আইপ্যাকের নিয়ন্ত্রণে 'ভূত' খুঁজবে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে আইপ্যাকের নতুন টিম দায়িত্ব নিয়েছে। তাই ভুয়ো ভোটার ধরতে রাজ্যজুড়ে শাসকদলের বাড়ি বাড়ি ভোটার কার্ড পরীক্ষার কাজ আপাতত স্থগিত। আইপ্যাকের নির্দেশ মেনে এই কাজ অন্যভাবে অন্য মোড়কে বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে

নয়া অ্যাপ
- পয়লা বৈশাখের পরই নতুন মোড়কে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ
- ইতিমধ্যেই আইপ্যাকের প্রযুক্তিগত সহায়তায় অ্যাপ তৈরি হয়েছে
- উত্তরবঙ্গে তালিকা সংশোধনের কাজে তদারকি আইপ্যাকের বিহার-ঝাড়খণ্ড-দিল্লির টিমের
- প্রথমে বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ হবে

শুরু হবে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য আইপ্যাকের প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। আপাতত নির্দেশ মেনে বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) তালিকা তৈরি করে আইপ্যাকের কাছে পাঠাতে হচ্ছে। বিএলএ'দের নিয়ে আইপ্যাক বিধানসভাভিত্তিক ভোটার তালিকার তথ্য যাচাইয়ের প্রশিক্ষণ দেবে। এককথায় বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক ফের কর্পোরেট ধাঁচেই তৃণমূলকে পরিচালনার চেষ্টা করছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'আইপ্যাকের নির্দেশমতো আমরা শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অধীনে থাকা পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ১,০১১ জন বিএলএ'র নামের তালিকা তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছি। দু'-তিনদিনের মধ্যেই বিধানসভাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে। নির্দেশমতো আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ভূত সরানোর বার্তা দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুয়ো ভোটার খুঁজতে মমতার নির্দেশে মার্চ মাসের প্রথম থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভোটার কার্ড মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছিল তৃণমূল। উত্তরবঙ্গেও জেলাগুলিতে এই কাজ শুরু হয়েছিল। শাসকদলের এভাবে ভোটার কার্ড পরীক্ষার প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরব হয়েছিল। বিরোধীদের দাবি, এভাবে একটি রাজনৈতিক দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের ভোটার কার্ড চাইতে পারে না। এটা একমাত্র নির্বাচন কমিশন বা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা প্রশাসনের কাজ।

রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তৃণমূল এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের নির্দেশেই ভুয়ো ভোটার খুঁজতে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে। বিতর্ক এড়িয়ে আইপ্যাকই অ্যাপ তৈরি করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই কাজ করাবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই আইপ্যাকের নতুন টিম বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব নিয়েছে। উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত টিমের কর্মীদের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বিহার-ঝাড়খণ্ড-দিল্লির টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

দলীয় সমর্থকদের মাঝে শুভেন্দু।

মোথাবাড়িতে নগদে ক্ষতিপূরণ শুভেন্দুর

মালদা ব্যুরো

১১ এপ্রিল : নগদে ক্ষতিপূরণ শুভেন্দু অধিকারীর। মোথাবাড়িতে দুই গোষ্ঠীর গণ্ডগোলে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে শুক্রবার টাকা তুলে দিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই টাকার পরিমাণ বিভিন্ন রকম। ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা পেলেন কেউ। কারও হাতে এল ৫০,০০০ টাকা। শুভেন্দু জানালেন, যাঁর যা ক্ষতি হয়েছে, টাকার অঙ্কে তাঁর অর্ধেক দেওয়া হল। তিনি বলেন, 'আরও দেওয়ার চেষ্টা করব আগামীতে।'

আর্থিক সাহায্য
- আদালত সম্মতি দেওয়ায় শর্ত মেনে মোথাবাড়িতে
- ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ন্যূনতম ৫ হাজার, সর্বাধিক ৫০ হাজার টাকা
- মোথাবাড়ির ১০৫টি পরিবারকে এই সাহায্য
- ভবিষ্যতে আরও সাহায্যের আশ্বাস শুভেন্দুর

এই উদ্যোগ অবশ্য দলগতভাবে বিজেপির নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোথাবাড়ির বাসিন্দাদের একাংশের পাশে দাঁড়ালেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। গণ্ডগোলের পর থেকেই তিনি মোথাবাড়ি আসতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন। আদালত সম্মতি দেওয়ায় নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ঘটনার ১৫ দিন পর শুক্রবার মোথাবাড়ি পৌঁছান তিনি।

মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন অবশ্য কটাক্ষ করে বলেন,

এরপর সাতের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

পরিষেবা? সে তো অলীক কল্পনা
›› চারের পাতায়

স্কুলের জমিতে প্রোমোটিং
›› ছয়ের পাতায়

বসন্তের বিদায়লগ্নে তুষারপাত
›› সাতের পাতায়

ট্রেন ও বাসের যাত্রীরা সমস্যায়

ওয়াকফের জেরে রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ

অবরোধ চলছে সুতিতে। আগুন ও ধোঁয়ার মাঝে বিভ্রান্ত মানুষ।

নিউজ ব্যুরো

১১ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদ জেলা। শুক্রবার দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হল সুতি, নিমতিতা, ধুলিয়ানে। একটা সময় মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়ল রাস্তায়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায় রাস্তা।

১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ, রেল রোকো থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি, পালটা গুলি, বাদ গেল না কোনও কিছুই। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক কিশোর হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েন ট্রেন ও বাসের যাত্রীরা। প্রচুর ট্রেন আটকে যায়, ঘুরিয়ে দিতে হয় অন্য পথে। বাসের ক্ষেত্রেও একই ছবি। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

সুতিতে অন্তত ৩০টি দোকান ও তিনটি শপিংমল লুঠপাটের খবর মিলেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আরও কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। রাতে সামশেরগঞ্জে পুলিশের পাশাপাশি বিএসএফও টহল দিতে শুরু করে। তবে, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুরে পুলিশের দুটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সরকারি বাস জ্বলছে। সুতিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ। বন্ধ ট্রেন চলাচল।

এই ঘটনার মাঝেই ধুলিয়ানে স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমানের অফিসে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা।

এরপর সাতের পাতায়

হনুমান জয়ন্তীতেও পুরুতমশাইয়ের আকাল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : পরনে নামাবলি, ধুতি। সকাল সকাল সাইকেলে চেপে ঠাকুরমশাই রওনা দিয়েছেন দত্তবাড়ির উদ্দেশ্যে। সরস্বতীপুজো কিনা। সেখান থেকে আরও আট বাড়ি যেতে হবে। 'বুকিং' হয়ে রয়েছে যে। কিন্তু মাঝপথেই থামতে হল পুরুতমশাইকে। মিত্তিরবাড়ির বড়দা রীতিমতো ব্যারিকেড করে তাঁর পথ আটকালেন। একটাই আবদার, 'আমার বাড়ির পুজোটা আগে করে দেন... দক্ষিণা না হয় একটু বেশিই নেবেন।' ঠাকুরমশাই এবার যান কোথায়! অগত্যা মিত্তিরবাড়ির বাগদেবীই আগে পুষ্পাঞ্জলি পেলেন।

বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে সরস্বতী কিংবা লক্ষ্মীপুজোর সকালে পুরোহিতকে ধরে টানাটানির দৃশ্যটা প্রতিবারই দেখা যায়। কিন্তু এবার হনুমান জয়ন্তীতেও এই ছবি ধরা পড়তে চলেছে। অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো হনুমানের আরাধনাতেও পুরোহিতদের দু'দণ্ড বিশ্রামের জো থাকবে না। এ-বাড়ি থেকে ও- বাড়ি, ছুটে বেড়াতে দেখা যাবে ঠাকুরমশাইদের। শনিবার হনুমান জয়ন্তীর প্রাক্কালে শহর শিলিগুড়ির ছবিটা অন্তত তাই বলছে।

এখন বাড়ি বাড়ি সংকটমোচনকারী হনুমানের পুজো আয়োজিত হচ্ছে। মূলত শহরের অবাঙালি পরিবারে এই পুজোর চল আগে থেকে থাকলেও এখন বাঙালিরাও সমানতালে পবন-পুত্রের আরাধনায় ব্রতী হচ্ছেন। চাহিদা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, যাঁরা পুজো করতে পারছেন না, তাঁরা পুরোহিত ডেকে বাড়িতে হনুমান ঝান্ডা লাগাচ্ছেন। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হল শহরের বিভিন্ন হনুমান মন্দিরে ঘুরে। প্রত্যেকটি মন্দিরে বহু মানুষ এসে পুরোহিতের খোঁজ করছেন।

এই যেমন প্রধাননগরের বাসিন্দা সৌরভ শাহ। বরাবর তাঁর বাড়িতে হনুমান জয়ন্তী পালন হয়। বলছিলেন, 'এবার পাড়ার প্রত্যেক পুরোহিতকে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কাউকে ফাঁকা পাচ্ছি না। মাল্লাগুড়ি, চাঁদমণির মন্দিরেও ঘুরে এলাম, কাল পুজো করবে এমন কাউকে পেলাম না। আপাতত খোঁজ চলছে। বিশ্বাস করুন, এমন পরিস্থিতিতে আগে পড়তে হয়নি।'

হনুমান জয়ন্তীতে আচার-অনুষ্ঠান কিছুটা আলাদা। মূর্তিপুজোয় বেশি সময় ব্যয় হয়। একটা বাড়িতেই যদি পুরোহিতকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়, তাহলে সারাদিনে খুব বেশি বাড়িতে ঘোরা হবে না। এই ভেবে ঠাকুরমশাইরাও ঝান্ডা লাগানো পুজোর দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

সেজে উঠেছে সুকনার হনুমান মন্দির। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

বেশ কয়েকবছর ধরে হনুমান জয়ন্তীতে জ্যোতিনগরের সাহা পরিবার সকালে পুজো সেরে সন্ধ্যায় দুঃস্থদের খাবার বিলি করে আসছে। এদিন মহাবীরস্থানে পুজোর সামগ্রী কেনার ফাঁকে সেই পরিবারের সদস্য পরিমল সাহা বললেন, 'গত কয়েক বছরে হনুমানপুজোর সংখ্যা যে বেড়েছে এটা এবার টের পেলাম। পুরোহিত জানালেন, অনেক ঝান্ডা লাগানো পুজো রয়েছে। মূর্তিপুজোয় বেশি সময় লাগে, তাই তিনি আসতে পারবেন না।' বাজার শেষ করে মহাবীরস্থানে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের খোঁজ করবেন বলে জানান তিনি।

> এবার পাড়ার প্রত্যেক পুরোহিতকে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কাউকে ফাঁকা পাচ্ছি না। আপাতত খোঁজ চলছে। বিশ্বাস করুন, এমন পরিস্থিতিতে আগে পড়তে হয়নি।
>
> **সৌরভ শাহ**
> প্রধাননগরের বাসিন্দা

কেউ শেষ মুহূর্তে পুরোহিতের খোঁজ করেও পাচ্ছেন না। কেউ পুরুতমশাই পাচ্ছেন বটে, কিন্তু বেশি সময় ধরে পুজো সম্ভব নয় বলে সাফ জবাব আসছে। ৩০ বছর ধরে পুজো করে আসছেন পুরোহিত ভবেশ ভট্টাচার্য। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'আগে সরস্বতী,

এরপর সাতের পাতায়

কুস্তিতে কিস্তিমাত আলিপুরদুয়ারের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ এপ্রিল : নবম রাজ্য গেমসের কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জপদক জিতলেন আলিপুরদুয়ার জেলার চার তরুণ। এঁরা প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বাসিন্দা। রাজ্য স্তরের এই প্রতিযোগিতায় রজনী রায় নামে এক তরুণ গ্রিকো-রোমান স্টাইলের ৭২ কেজি বিভাগে রুপোর পদক জিতেছেন। এছাড়া ৭৪ কেজি বিভাগের ফ্রি স্টাইলে সৌরভ বর্মন, ৮৬ কেজি ফ্রি স্টাইল বিভাগে নন্দগোপাল দাস ও ৬০ কেজির গ্রিকো-রোমান বিভাগে নিমাই দাস ব্রোঞ্জপদক জেতেন। সুরজিৎ মোদক নামে আরেক তরুণ ৬০ কেজি বিভাগের ফ্রি স্টাইলে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। পাঁচজন কুস্তিগিরের মধ্যে চারজনই পদক নিয়ে ফেরায় উচ্ছ্বসিত গোটা জেলার ক্রীড়া মহল।

ওই চার তরুণ পেশাদারি পদ্ধতিতে কুস্তি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি। আন্তর্জাতিক কুস্তি কোচ এবং রেফারি নন্দন দেবনাথ কুস্তির বিভিন্ন কায়দা, নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে ওই চার তরুণকে পাঠাতেন। তিনি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকেন। ভিডিওগুলি দেখে রজনী, সৌরভ, নিমাই ও নন্দগোপাল মাঠে গিয়ে চর্চা করতেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা থানার অন্তর্গত বিন্দিপাড়া গ্রামে সৌরভের বাড়ি। বাবা জিতেন্দ্র বর্মন পেশায় দিনমজুর। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসঙ্গী। সংসারের অভাব দূর করতে সৌরভ একটি নার্সিংহোমে সামান্য বেতনের চাকরিও করেন। সৌরভের কথায়, 'আমাদের এলাকায় কুস্তি প্রশিক্ষণের কোনও পরিকাঠামো নেই। নন্দন স্যারের ভিডিও দেখে আমরা নিজেদের মতো করে শিখে প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম। তাই আমাদের কাছে এই জয় বেশ আনন্দের।' আবার ওই ব্লকেরই সাউথপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নিমাই। তাঁর বাবা সুধীর দাসের সামান্য কিছু জমি রয়েছে। রজনী এবং নন্দগোপালের পারিবারিক

রাজ্য গেমসে পদক জয়ী চার তরুণ।

> আমাদের এলাকায় কুস্তি প্রশিক্ষণের কোনও পরিকাঠামো নেই। নন্দন স্যারের ভিডিও দেখে আমরা নিজেদের মতো করে শিখে প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম। তাই আমাদের কাছে এই জয় বেশ আনন্দের।
>
> **সৌরভ বর্মন** *প্রতিযোগী*

অবস্থা প্রায় একই রকম।

তরুণদের প্রশিক্ষক নন্দন এব্যাপারে বলেছেন, 'আমি যখনই গ্রামে গিয়েছি ওই চারজনের মধ্যে কুস্তির প্রতি ভালোবাসা এবং আগ্রহ দেখতে পেয়েছি। তাই ওঁদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।' পাশাপাশি কুস্তি প্রতিযোগিতায় ডাইরেক্টর অফ কম্পিটিশন পদেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

ইউরোপে যাচ্ছে মালিগাঁওয়ের কার্পেট

তবু কমেই চলেছে শিল্পী

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১১ এপ্রিল : ইতালি, সুইজারল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশগুলিতে যাচ্ছে কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রামের তৈরি কার্পেট। অথচ সেইসব হস্তশিল্পীদের নেই রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র। গত বারো বছর ধরে কার্পেট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েও সরকারি কার্ড না মেলায় অনেকেই ছাড়ছেন পেশা, অভিযোগ শিল্পীদের।

কুশমণ্ডির মালিগাঁও, লোহাগঞ্জ, ডিকুল গ্রাম ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একাধিক জায়গায় তৈরি হচ্ছে বহুমূল্য কার্পেট। মালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা বরুণকুমার মণ্ডল বলেন, 'বারো বছর আগে বেনারস থেকে কার্পেট তৈরি শিখে গ্রামে ফিরে এসে বুনন শুরু করেন মলয় রায়। সেখান থেকে শুরু হয়ে আজ আমার নিজের তাঁতের সংখ্যা ১৪টি। কাজ করেন শতাধিক মহিলা।' কার্পেট তৈরির কারিগররা সকলেই মহিলা। বেনারস থেকে সুতো এবং নকশা আসে। সেই সুতো সাজানো হয় তাঁতে। এরপর নকশা তোলার সুতোয় ধীরে ধীরে তৈরি হয় চোখ ধাঁধানো কার্পেট। নকশাকাটা কার্পেটগুলির সাইজ হয় এক ফুট বাই দুই থেকে পনেরো ফুট বাই বারো ফুট। একটি বড় কার্পেট তৈরি করতে সময় লাগে একমাস। পাঁচজন মহিলা শিল্পী আট ঘণ্টায় কার্পেট তৈরি করতে পারেন বড়জোর ছয় ইঞ্চি। একটি বড় কার্পেটের বাজারমূল্য দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা। এক বেঞ্চে বসে রোজ আট ঘণ্টা ধরে একমাসে একটি বড় কার্পেট তৈরি করেন জ্যোৎস্না তরফদার, কল্যাণী রায়দের মতো পাঁচজন মহিলা।

সৃষ্টিতে মগ্ন কুশমণ্ডির মালিগাঁও গ্রামের মহিলারা।

কার্পেট কারিগরদের অন্যতম শিল্পী সজনী মণ্ডল বলেন, 'আমরা ১২বছর ধরে কার্পেট তৈরি করে আসছি। আমাদের বাড়িতে জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার সকলে এসেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন আমাদের শিল্পী কার্ড হবে। কিন্তু বছর ঘুরে গেলেও আমাদের হস্তশিল্পী কার্ড হয়নি। শিল্পী কার্ড হচ্ছে না বলে অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।'

এমনটা অভিযোগ জ্যোৎস্না তরফদার, কল্যাণী রায়দেরও। এই প্রসঙ্গে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। কয়েকজনকে কার্ড ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। বাকিরাও পাবেন।'

কর্মখালি

Wanted medical typist and marketing person for reputed diagnostic centre in Sevoke Road. M : 9593006372. (C/116031)

TEACHER WANTED

Maulana Azad International School, Katihar 854317 (English Medium) needs Science Teacher for senior classes, Must be fluent in English. Send cv to : mais.dalkhola@gmail.com or call : 7001741552, Visit : www.maischool.in (C/116039)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 97751-37242. (C/116030)

বিক্রয়

A 2 BHK flat available for sale located in Swamiji Sarani, Hakimpara, Siliguri, Contact - directly, if interested.No Brokers will be entertained. M. No. - 98324-75600. (C/116032)

শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গিতে ২ কাঠা খতিয়ান জমি বিক্রয় হবে। দাম - তিন লাখ প্রতি কাঠা। যোগাযোগ- 74329-32821. (C/116105)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৩৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৩৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Affidavit

I, Fajlur Rahaman, S/o. - Kalimuddin, D.O.B-05.07.1968, residing at vill- Kanua, P.O. - Isadpur, P.S.- Chanchal, Dt. Malda (WB) henceforth be known as Fajlur Rahaman vide an affidavit before Executive Magistrate at Chanchal, dated 08.04.25. That 'Fajlur Rahaman, S/o. Kalimuddin' & 'Fajluddin, S/o- Kamruddin' are the same and one identical person. (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 16-12-2024 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sanjit Saha এবং Babla Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/115003)

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কম খরচে নববর্ষে প্রিয়জনকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে আজই চলে আসুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।

এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও ৯০৬৪৮৪৯০৯৬ 'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন

বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৫

ই-২৯০১২/১/২০২৩ ইএসটিটি এইচকিউ আই/৯২৫৬/২০২৫
ব্রহ্মপুত্র বোর্ড
জলশক্তি মন্ত্রণালয়
জলসম্পদ বিভাগ, আরডি এবং জিআর
বশিষ্ঠ গুয়াহাটি-২৯

কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি

আবেদনকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধিবদ্ধ সদস্য দ্বারা সাংসদের অন্তর্ভুক্ত একটি ধারার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুত্র বোর্ড, গুয়াহাটি-২৯-এ নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।

পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনের স্তর
১. ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার	৩	এল-১৩
২. সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার	৬	এল-১২
৩. এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	১৭	এল-১১
৪. এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (যান্ত্রিক)	১	এল-১১
৫. অবর সচিব (ই)	১	এল-১১
৬. ঊর্ধ্বতন অ্যাকাউন্টস আধিকারিক	১	এল-১১
৭. অ্যাকাউন্টস আধিকারিক	১	এল-১০
৮. সেকশন আধিকারিক (সচিব)	৩	এল-৭
৯. ব্যক্তিগত সচিব	৪	এল-৭
১০. বিভাগীয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট	৩	এল-৭
১১. সহকারী	১২	এল-৬
১২. ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় করণিক	১৯	এল-৪

যোগ্যতার মানদণ্ড, বেতন, পদের সংখ্যা, আবেদনপত্র সম্পর্কিত যে কোনও বিস্তারিত বিবরণ বোর্ডের ওয়েবসাইট http://brahmaputraboard.gov.in/-এ উপলব্ধ। ইচ্ছুক আবেদনকারীদের ওয়েবসাইট পরিদর্শনের অনুগ্রহ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের প্রাপ্তির শেষ তারিখ এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে হতে হবে।

স্বাক্ষরিত
অবর সচিব (ই)
ব্রহ্মপুত্র বোর্ড

CBC 45108/12/0001/2526

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-01, Memo No-1384/BDO, dated-11.04.2025 & eNIT No-02, Memo No-1385/BDO, dated-11.04.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25.04.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from Office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

৭৮৩৫ কিলোওয়াট গ্রিড সংযুক্ত ছাদের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫ আরটি-৩, তারিখ : ০৮-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - রঙিয়া ডিভিশনে আবাসিক ভবনগুলিতে ৫ বছর এএমসি/সিএএমসি সহ ৭৮৩৫ কিলোওয়াট গ্রিড সংযুক্ত ছাদ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩৫,৫১,৪৬,৬০৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১৯,২৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১০_২০২৫/কে/৫২; তারিখ: ০৮-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ১০_২০২৫; কাজের নাম : নিউ জলপাইগুড়িতে- ফেজ- I-এ "স্টাফ কোয়ার্টারে বিভিন্ন স্টাফ সুযোগ-সুবিধার উন্নতি" -এর অধীনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুবিধার্থে রেলওয়ে কলোনিগুলিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,২২,৬৯,৪৯১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১১,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি ও সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-10/2025-26 Memo no. 131/JM Dated: 11/04/2025 (Tender ID: 2025_MAD_835503_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-11/2025-26 Memo no. 132/JM Dated: 11/04/2025 (Tender ID: 2025_MAD_835519_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-12/2025-26 Memo no. 133/JM Dated: 11/04/2025 (Tender ID: 2025_MAD_835534_1)
Last date of bidding (On line) dated:- 02/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

সশস্ত্র বাহিনী চিকিৎসা পরিষেবা
ARMED FORCES MEDICAL SERVICES

চিকিৎসা আধিকারিকের জন্য পদ (শর্ট সার্ভিস কমিশন)
FOR THE POST OF MEDICAL OFFICER (SHORT SERVICE COMMISSION)

আবেদনকারী যারা শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন, বলিষ্ঠ ভারতীয় নাগরিক পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা পরিষেবার একজন চিকিৎসা আধিকারিকরূপে (শর্ট সার্ভিস কমিশন)-এ যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ইন্টারভিউটি সংঘটিত হবে দিল্লিতে আনুমানিকভাবে **২০২৫ সালের জুন/জুলাই মাসে**।
শূন্যপদ : ৪০০ (৩০০ পদ পুরুষদের জন্য+১০০ পদ মহিলাদের জন্য)
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমবিবিএস
বয়সসীমা : আবেদনপ্রার্থী যারা এমবিবিএস ডিগ্রিধারী তাদের বয়স **৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫**-এর হিসেবে **৩০ বছরের** ঊর্ধ্বে হওয়া যাবে না। (শুধুমাত্র যারা **২রা জানুয়ারি ১৯৯৬** সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তারাই যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন), আবেদনপ্রার্থী যারা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তাদের বয়স **৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৫**-এর হিসেবে **৩৫ বছরের** ঊর্ধ্বে হওয়া যাবে না (শুধুমাত্র যারা **২রা জানুয়ারি ১৯৯১** সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তারাই যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন)। যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলি, আবেদনের পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য **১৯শে এপ্রিল ২০২৫**-এর এমপ্লয়মেন্ট নিউজ/রোজগার সমাচার এবং www.join.afms.gov.in-ওয়েবসাইট অনুসরণ করুন।
অনলাইন মাধ্যমে আবেদনপত্রে নিবন্ধীকরণের সূচনা ১৯শে এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১২ই মে ২০২৫ পর্যন্ত www.join.afms.gov.in-এ।

Applications are invited from physically fit and mentally robust Indian citizens, both male and female, desirous of joining the AFMS as Medical officers (Short Service Commission).
Interview will be conducted at **Delhi** tentatively in the month of **Jun/July 2025.**
Vacancy - 400 (300 for male + 100 for female)
Minimum Educational Qualification - MBBS
Age Limit - Candidate must not have attained the age of 30 years as on 31 Dec 2025 if holding an MBBS degree (only those born on or after 02 Jan 1996 are eligible) and must not have attained the age of 35 years as on 31 Dec 2025 if holding a PG degree (only those born on or after 02 Jan 1991 are eligible).
For Eligibility Conditions, Application Format etc see Employment News / Rozgar Samachar issue of **19 Apr 2025** and the website www.join.afms.gov.in.
Registration for online application will open from 19 Apr 2025 to 12 May 2025 on www.join.afms.gov.in

CBC 10601/11/0002/2526

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল**
সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আমি তোমার, ১০.০০ ঘরজামাই, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.১৫ শিবাজি, সন্ধে ৭.১৫ অপরাধী, রাত ১০.১৫ প্রেমী, ১.০০ বেদেনীর প্রেম
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৩৫ সন্তান, সন্ধে ৭.১০ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.০০ আরএক্স ১০০
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মেজবউ, দুপুর ২.৩০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.০০ বসন্ত বিলাপ, ১২.৩০ পাকা দেখা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একটু ছোঁয়া, সন্ধে ৭.৩০ পাকা দেখা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার, রাত ৯.০০ শুভ দৃষ্টি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২২ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.৪৮ স্পাইডার, রাত ৮.৩০ ধমাল, ১১.০৯ অপারেশন জাভা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৫ ক্র্যাক, দুপুর ১.৩২ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.০৬ বিজনেসম্যান-টু, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.২৪ হ্যাকড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩৮ পরমাণু, ২.৫৩ শুভ মঙ্গল সাবধান, বিকেল ৪.৩৬ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৩১ মণিকর্ণিকা, রাত ৯.০০ বস্তার : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ তুম্বড়
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪০ ক্যাসিনো রয়্যাল, বিকেল ৫.২০ চার্লিস অ্যাঞ্জেলস, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১০.২৫ স্পিড

কেলোর কীর্তি
সন্ধে ৭.১০ জলসা মুভিজ

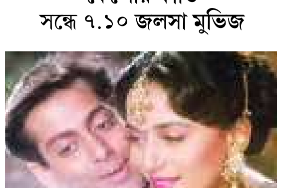
হম আপকে হ্যায় কওন
বেলা ১১.২২ জি সিনেমা এইচডি

ক্যাসিনো রয়্যাল
দুপুর ১.৪০ মুভিজ নাউ

বসন্ত বিলাপ রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। **বৃষ :** কোনও কাজ করতে গিয়ে হতাশ হতে পারেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। **মিথুন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় জটিলতা কাটবে। **কর্কট :** কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ঘরে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। **সিংহ :** অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। অফিসে আপনার দায়িত্ব বাড়বে। **কন্যা :** পৈতৃক সূত্রে কোনও সম্পদ পেতে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা :** জনহিতকর কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ। বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। **বৃশ্চিক :** উচ্চশিক্ষার সুযোগ মিলবে। মেয়ের বিদেশে চাকরির যোগ। **ধনু :** খুব সাবধানে গাড়ি চালান। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। **মকর :** দীর্ঘদিন বাদে প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **কুম্ভ :** নিজের ভুলে কোনও কাজ পণ্ড হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। **মীন :** দামি কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। শ্লেষ্মা ও জ্বরে ভোগার আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২২ চৈত্র, ১২ এপ্রিল, ২০২৫, ২৯ চ'ত, সংবৎ ১৫ চৈত্র সুদি, ১৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৫৩। শনিবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩৭। হস্তনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।২৭। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৮।১৩। বিষ্টিকরণ দিবা ৩।৪০ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, অপরাহ্ণ ৫।২৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৮ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।১৯ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৮ মধ্যে ও ৩।৫৮ গতে ৫।২৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৬।৫৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পূর্বে নিষেধ, অপারাহ্ণ ৫।২৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ২। ৪৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।১৯ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৫৩ গতে রাত্রি ৭।২৯ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। শ্রীশ্রীহনুমান জয়ন্তী। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২। ২১ গতে ৩। ৫৪ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

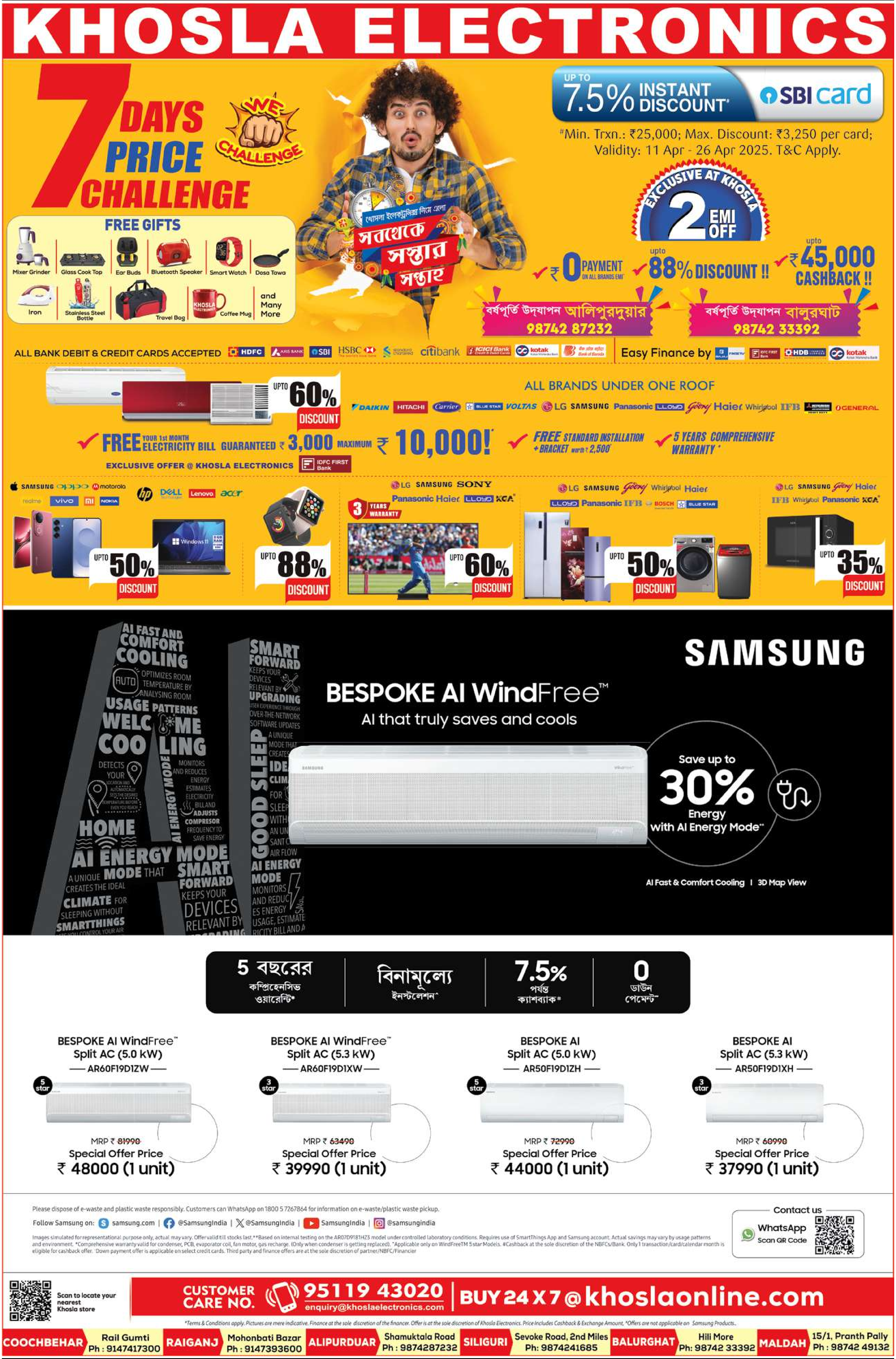
KHOSLA ELECTRONICS
7 DAYS PRICE CHALLENGE
WE CHALLENGE
FREE GIFTS
Mixer Grinder
Glass Cook Top
Ear Buds
Bluetooth Speaker
Smart Watch
Dosa Tawa
Iron
Stainless Steel Bottle
Travel Bag
Coffee Mug
and Many More
খোসলা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এলো
সবথেকে সস্তার সপ্তাহ
UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
*Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹3,250 per card; Validity: 11 Apr - 26 Apr 2025. T&C Apply.
EXCLUSIVE AT KHOSLA
2 EMI OFF
₹0 PAYMENT ON ALL BRANDS EMI*
upto 88% DISCOUNT !!
upto ₹45,000 CASHBACK !!
বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন আলিপুরদুয়ার 98742 87232
বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন বালুরঘাট 98742 33392
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
Easy Finance by
UPTO 60% DISCOUNT
ALL BRANDS UNDER ONE ROOF
FREE YOUR 1st MONTH ELECTRICITY BILL GUARANTEED ₹3,000 MAXIMUM ₹10,000!*
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY *
EXCLUSIVE OFFER @ KHOSLA ELECTRONICS
IDFC FIRST Bank
UPTO 50% DISCOUNT
UPTO 88% DISCOUNT
3 YEARS WARRANTY
UPTO 60% DISCOUNT
UPTO 50% DISCOUNT
UPTO 35% DISCOUNT
SAMSUNG
BESPOKE AI WindFree™
AI that truly saves and cools
Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View
AI FAST AND COMFORT COOLING
SMART FORWARD
AI ENERGY MODE
GOOD SLEEP
5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*
বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^
7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#
0 ডাউন পেমেন্ট~
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.0 kW) — AR60F19D1ZW — 5 star
MRP ₹ 81990
Special Offer Price ₹ 48000 (1 unit)
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.3 kW) — AR60F19D1XW — 3 star
MRP ₹ 63490
Special Offer Price ₹ 39990 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.0 kW) — AR50F19D1ZH — 5 star
MRP ₹ 72990
Special Offer Price ₹ 44000 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.3 kW) — AR50F19D1XH — 3 star
MRP ₹ 60990
Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)
Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.
Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia
Contact us
WhatsApp Scan QR Code
Scan to locate your nearest Khosla store
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

টুকরো খবর

প্রতিবাদ

চাকুলিয়া, ১১ এপ্রিল : দেশীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং তৃণমূল ভবিষ্যতে একসঙ্গে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু চাকুলিয়ায় ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিলে হাঁটতে আপাতত কোনও অসুবিধাই নেই দুই দলের নেতাদের। শুক্রবার চাকুলিয়া নাগরিক কমিটি মিছিল ডেকেছিল। মিছিলে দেখা গেল হাত এবং ঘাসফুল শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতাকে একসঙ্গে হাঁটতে। এদিন বিকেল ৩টায় পাটহাট্টি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় শিরশী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। অংশ নেন বহু ইমাম, সাধারণ মানুষ।

ধৃত দুই ভাই

নকশালবাড়ি, ১১ এপ্রিল : চুরি হয়েছিল এক বছর আগে। অবশেষে দুই অভিযুক্ত পাকড়াও হল। বছরখানেক আগে নকশালবাড়ি বিএসএনএল অফিস থেকে মূল্যবান তারের বান্ডিল চুরি যায়। দীর্ঘ এক বছর পরে উত্তর দয়ারামজোত এলাকা থেকে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সেঞ্জর আলম ও সাবির আলম। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সেঞ্জর ও সাবির নকশালবাড়ি থানার উত্তর দয়ারামজোতের বাসিন্দা। পরে ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুনর্মিলন

বাগডোগরা, ১১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চে শুক্রবার দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষ পুনর্মিলন উৎসব হল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান কান্তিলাল দাস, অধ্যাপক দীপা ভট্টাচার্য, কাইজার রহমান প্রমুখ। বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠক

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের বৈঠক হল দলীয় কার্যালয়ে। শুক্রবার ওই বৈঠকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক সম্মেলন ও দলীয় কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন, দলের নেতা অশোক রায় ও ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি মেহেবুব আলম।

কর্মশালা

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৫ দিনের রাজবংশী লোকনৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষ হল শুক্রবার। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের তরফে কয়েকশো মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

হেপাজত

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : চোপড়ার সোনারপুরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাহাত হুসেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা আদালত চারদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠায়।

ভবঘুরের মৃত্যু

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : চোপড়ার দলুয়ায় শুক্রবার এক ভবঘুরের মৃত্যু হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রায় ৪৫ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় ছিলেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে শুক্রবার হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চবিদ্যালয়ে রক্তাল্পতা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং আলোচনা শিবির হয়। ১১ জনকে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে চশমা দেওয়া হয়েছিল।

উৎসব

বাগডোগরা, ১১ এপ্রিল : ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত বাগডোগরা লোকনাথনগর হিন্দু মিলন মন্দিরে ১ বৈশাখ পালিত হবে প্রণবানন্দের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে অন্নকূট ভোগ, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ ইত্যাদি হবে। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, ১৪ এপ্রিল হবে আঁকা প্রতিযোগিতা, ১৫ এপ্রিল সকাল থেকে হবে দীক্ষা দান। দীক্ষা দেবেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন অরুণ ঝা।

পরিষেবা? সে তো অলীক স্বপ্ন

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

রামগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : গত সোমবার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ইসলামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (বিপিএইচসি) এসেছিলেন হাসিবুল রহমান। কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইরে থেকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানোর পরামর্শ দেন। পরামর্শ মেনে মঙ্গলবার স্ত্রীকে নিয়ে রিপোর্ট সমেত রামগঞ্জের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন হাসিবুল। সেদিন অন্য একজন চিকিৎসক ডিউটিতে ছিলেন। রিপোর্ট দেখে তিনি সন্তুষ্ট হননি। চিকিৎসক শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের নাম বলে সেখান থেকে ফের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে বলেন হাসিবুলকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে হাসিবুল বলেন, 'আল্ট্রাসনোগ্রাফি কি ইসলামপুরে সরকারি হাসপাতালে হতে পারত না?' এটা বলেই অসুস্থ স্ত্রী'র হাত ধরে চলে যান তিনি। ফের টাকা জোগাড় করতে হবে যে!

ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তো আল্ট্রাসনোগ্রাফি হয়। তাহলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীদের বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে কেন? বিএমওএইচ হিমজিৎ ঘোষ বললেন, 'এখানকার বহির্বিভাগের নথি দিয়ে ইসলামপুর হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাফি অনুমোদন করা হয় না। রোগীদের নতুন করে মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে টিকিট করাতে হয়।'

শুধু আল্ট্রাসনোগ্রাফি নয়, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্যার ফিরিস্তি দিতে বসলে মাসকাবারির ফর্দ হয়ে যাবে। প্রতিদিন মাত্র একজন চিকিৎসক বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগ সামালান। তাঁদেরই মধ্যে একজন চিকিৎসক অভিষেক চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, 'কিছু করার নেই। একজনকেই বহুদিক সামাল দিতে হচ্ছে।' চিকিৎসকের ঘাটতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ওষুধ সরবরাহের সমস্যা। এই যেমন সত্তোরোর্ধ্ব মজিরন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছেই একটি দোকান থেকে ওষুধ কিনছিলেন। অসহায় হয়ে বললেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বলল ওষুধ নেই। ছেলে অনেক কষ্টে সংসার টানে। ৩০০ টাকা দিয়েছিল। ২০০ টাকা ওষুধ কিনতেই চলে গেল! ভিতর থেকে পেলাম না।' পেশায় রাজমিস্ত্রি সুজালির আখতারুল তাঁর দেড় বছরের শিশুর ভিটামিন ট্যাবলেট পাননি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তিনিও বাইরে থেকে কিনতে বাধ্য হন।

অন্তর্বিভাগের ছবিটাও চমকে দেওয়ার মতো। সোমবার রাতে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন টিকরামগছের বাসিন্দা পিংকি খাতুন। ভোরে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। পরেরদিন দুপুরে পিংকির মা তমিজানি বলেন, 'রাত দুটো থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও চিকিৎসক মেয়ে ও সদ্যোজাতকে দেখতে আসেননি। যা করার নার্সরাই করছেন।'

বিপিএইচসিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ঢুলিগাঁয়ের বাসিন্দা মহম্মদ চইনুরের অভিজ্ঞতা, 'গত রবিবার আমার স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তিনদিনে পানীয় জল কিনে খেতে আমার ৫০০ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'সামান্য খাওয়ার জলটুকু পাওয়ার অধিকার আমাদের নেই?'

প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি জলপ্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছিল এখানে। অথচ ওই ১৫ লক্ষ টাকা জলে গিয়েছে বলে দাবি জনতার। এলাকার গ্রাম পঞ্চয়েত সদস্য সিদ্দিক আলম বলেছেন, 'জলপ্রকল্প অকেজো। এজেন্সিকে বলব বিষয়টা।' স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবার হাল যে শোচনীয়, তা-ও স্বীকার করেছেন সিদ্দিক। শাসকদলের সদস্য হয়েও সমস্যা মেটাতে পারছেন না কেন? তাঁর স্বীকারোক্তি, 'আমার ক্ষমতা সীমিত।' সমস্যার তালিকা এখানেই শেষ নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শৌচাগার রয়েছে, কিন্তু তালাবন্ধ। বহির্বিভাগে রোগীদের বসার জায়গা নেই। নেই ফ্যান। এখানে জেনারেটর রয়েছে। অথচ বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটর চলে না। শেডের ব্যবস্থাও তথৈবচ। স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী, পরিজন সকলেই ক্ষুব্ধ।

বিএমওএইচ বলছেন, 'কিছুদিন আগে সামান্য গ্যাসের ওষুধ স্টকে ছিল না। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আমরা ওষুধ সরবরাহ করতে পারছি না। আমাকে নিয়ে মাত্র পাঁচজন চিকিৎসক। যার মধ্যে দুজন ছুটিতে। আমি প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকি। ফলে মাত্র দুজন চিকিৎসক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিষেবা দিয়ে কোনওমতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র টিকিয়ে রেখেছেন।' সবমিলিয়ে স্বাস্থ্যে দুরবস্থার এক লজ্জাজনক ছবি ধরা পড়েছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই ছবিটা কি বদলাবে? তা সময়ই বলবে।

অব্যবস্থার ফিরিস্তি

- প্রতিদিন মাত্র একজন চিকিৎসক বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগ সামলান
- ওষুধ সরবরাহের সমস্যা রয়েছে, সাধারণ ভিটামিন ট্যাবলেট পর্যন্ত অমিল
- পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি জলপ্রকল্প অকেজো
- শৌচাগার রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তালাবন্ধ
- বহির্বিভাগে রোগীদের বসার জায়গা নেই, নেই ফ্যান
- জেনারেটর রয়েছে, অথচ বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটর চলে না

প্রেমিকার শ্বশুরবাড়িতে জুটল মার

পিরিতি কাঁঠালের আঠা

ধূপগুড়ি, ১১ এপ্রিল : প্রেমিকা পরস্ত্রী জেনেও প্রেমের টানে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং প্রেমিকাকে তার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হননি দিনহাটার এক তরুণ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি, উত্তমমধ্যম খেয়ে নিজের পরিবারের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে হয়েছে তাঁকে।

ঘটনার সূত্রপাত বছর তিনেক আগে। ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক গৃহবধূর সঙ্গে দিনহাটার তরুণের সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় থেকে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দুজন।

বৃহস্পতিবার দিনহাটা থেকে প্রেমিক সোজা ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন। গৃহবধূর সঙ্গে কোনওভাবে দেখা করে তাঁকে নিয়ে যেতে চান বলে জানান। আচমকা সামনে প্রেমিককে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন ওই বধূ। কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রেমিক চলে যাননি। রাতেই প্রেমিকা তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন, এই আশায় লুকিয়ে ছিলেন আশপাশে। রাতের দিকে ওই বাড়ির বাথরুমে ঢুকে লুকিয়ে ছিলেন।

সারারাত কাটলেও প্রেমিকের পরিকল্পনা সফল হয়নি। সকালে গৃহবধূর স্বামী বাথরুমে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ। প্রথমে চোর সন্দেহে মারধর শুরু হয়। পরে পুরো ঘটনা খোলসা হয়। গৃহবধূও প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নেন। এই সময় ওই তরুণ জানিয়ে দেন, প্রেমিকাকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি আর বাড়ি ফিরবেন না। এতেই গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তমমধ্যম দেন। শেষে ডাউকিমারি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনকেই থানায় নিয়ে আসে।

ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ না জানানোয় পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ওই গৃহবধূকে তাঁর মায়ের হাতে এবং তরুণকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু বেঁকে বসেছেন গৃহবধূর স্বামী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে মেনে নিতে নারাজ। এদিকে গৃহবধূ স্বীকার করেন,

ছবি : এআই

তিন বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় দুজনের। এর আগে গত দুর্গাপুজোর সময় প্রেমিক ধূপগুড়িতে এসে দেখা করেছিল। কিন্তু এবারে সে এসেই তাকে নিয়ে যাবে বলে দাবি করে। প্রেমিকার আপত্তি, 'ওর বাড়ি চিনি না, কিছুই জানি না।'

গ্রামের এক প্রতিবেশী বলেন, 'শুনলাম গৃহবধূর সঙ্গে তিন বছরের প্রেম ছিল। সেই থেকেই বাড়িতে এসে দেখাও করে। পরে বাথরুমে এসে লুকিয়ে ছিল। মারধরের পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।। গৃহবধূর স্বামী স্ত্রীকে মেনে নিতে চাইছে না। এটা ওদের পারিবারিক বিষয়। আমরা কিছুই বলতে পারব না।'

ডাউকিমারি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ আসেনি। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে তরুণ ও তরুণীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিয়ে রুখতে বান্ধবীকে নিয়ে থানায় নাবালিকা

বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল : বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতেই নজরবন্দি করে রাখা হচ্ছিল তাকে। নববর্ষ উদযাপনের পরেই, বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। ওই নাবালিকার আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে রয়েছে। শুক্রবার তাঁর দাদুর সঙ্গে বালুরঘাট শহরে ওষুধ কিনতে আসে নাবালিকা। এরপর এক

ছবি : এআই

বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে সটান থানায় ঢুকে পড়ে। প্রথমে কিছুটা আড়ষ্ট থাকলেও, উইমেন্স হেল্প ডেস্কের মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা ভয় কমে কিশোরীর। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় থানার সেকেন্ড অফিসার তথা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার গৌতম হাজরার কাছে। সেখানে গিয়েই কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে, 'স্যর আমাকে বাঁচান, কিছু করুন, আমি ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করতে চাই না।' তাঁকেই সমস্ত বিষয়টি খুলে বলে ওই ছাত্রী।

শুক্রবার সোজা বালুরঘাট থানায় এসে এভাবেই নিজের বিয়ে আটকাল এক কিশোরী। আসলে ১৭ বছর বয়সি ওই নাবালিকাকে জোর করেই বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে চেয়েছিলেন বাবা-মা। তবে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল কিশোরীর। শেষপর্যন্ত পাত্রস্থ হওয়ার আগেই কিশোরী সরাসরি বালুরঘাট থানায় পৌঁছে পুলিশি সহায়তায় নিজের বিয়ে আটকাল। ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের সৈয়দপুরে। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। কিশোরীর এমন সাহসিকতায় মুগ্ধ অনেকেই।

বোয়ালদারের একটি কৃষক পরিবারের কন্যা ওই কিশোরী আপাতত দশম শ্রেণির পড়ুয়া। বয়স এখন ১৭ বছর। মা এখন মাঠে কৃষকের কাজ করলেও, বাবা সম্প্রতি একটি রাইস মিলে কাজ পেয়েছেন। দিদির বিয়েও হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু কিশোরীর ইচ্ছে এখন বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দুজনে।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অনিমেষ রায়।

তৃণমূলের মিছিল

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১১ এপ্রিল : সিপিএম এবং বিজেপির ওপর প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার দায় চাপিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। দুই সংগঠনের যৌথ মিছিল বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে এদিন বিকেলে খড়িবাড়িতে মিছিল করে তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রম করে মিছিলটি। হাঁটেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। লিউসিপাকড়িতে দলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-১ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসও মিছিল করে। রাঙ্গাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে লিউসিপাকড়ি বাজার পরিক্রমা করে শেষ হয় কর্মসূচি।

হেপাজতে পেল না পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : অভিযুক্তের পক্ষে সওয়াল করার জন্য আইনজীবী ছিল না। তাই মাদক সরবরাহ মামলায় অভিযুক্তকে আদালতে তুলেও হেপাজতে পেল না পুলিশ। বিচারক শুক্রবার অভিযুক্তের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার ট্রাকে কাফ সিরাপ পাচারের সময় ভক্তিনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে চালক ছাত্রমান ভুজেলকে। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলার পর ধৃতকে হেপাজতে চায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। কিন্তু ছাত্রমানের কোনও আইনজীবী না থাকায় পুলিশের পরিকল্পনা আপাতত ভেস্তে গেল।

বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ১১ এপ্রিল : শিক্ষক নিয়োগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার থানা মোড়ে পথসভা করে এবিটিএ। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনায় ধিক্কার জানায় তারা। ছিলেন সংগঠনের আঞ্চলিক সভাপতি দেবজিৎ কুণ্ডু, জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু প্রমুখ।

ল্যান্ড পোর্টের জমি পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

খড়িবাড়ি, ১১ এপ্রিল : শুক্রবার বিকেলে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ইন্টগ্রেটেড ল্যান্ড কাস্টমস পোর্টের জমি পরিদর্শন করলেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান জয়ন্ত সিং। সঙ্গে ছিলেন কাস্টমস, এসএসবি, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা।

বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য রপ্তানিতে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল ভারত সরকার। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সেই সুবিধা ভারত সরকার বাতিল করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভাব পড়েছে। এরই মাঝে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান জয়ন্ত সিংয়ের সীমান্ত সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ড কাস্টমস পোর্টের কাজ জমিজটে আটকে রয়েছে। ২০১৭ সালে স্থলবন্দরের জমির জন্য আবেদন করে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয় স্থলবন্দর অথরিটি। ল্যান্ড কাস্টমস দপ্তর সূত্রে জানা যায়, স্থলবন্দরের জন্য সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ৮ একর জমি চিহ্নিত থাকলেও তার অধিকাংশ দখল হয়ে গিয়েছে। এই জমি দখলমুক্ত করতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিন খড়িবাড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে জমি পরিদর্শন শেষ করে সীমান্তের এসএসবি ক্যাম্পে এসে এসএসবি, ভূমি দপ্তর ও শুল্ক দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেন চেয়ারম্যান। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে বাইরে কোনও কথা বলেননি। পানিট্যাঙ্কি ল্যান্ড কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিত সাহা বলেন, 'পানিট্যাঙ্কি সমন্বিত স্থলবন্দর দীর্ঘদিনের দাবি। যেখানে এক ছাতার তলায় সমস্ত সুবিধাই থাকবে। পার্কিং, হিমঘর, ওজন করার ও স্ক্যানার, এসএসবি ক্যাম্প, ড্রাইভারদের বিশ্রামের জায়গা সহ একাধিক সুবিধা ইন্টিগ্রেটেড পোর্টে থাকবে। পোর্টের

পানিট্যাঙ্কিতে জমি পরিদর্শনে চেয়ারম্যান জয়ন্ত সিং।

জন্য জমি নির্ধারিত করা আছে। কিন্তু কিছু জমিজটের সমস্যা রয়েছে। সমস্যা সমাধান করে দ্রুত এই স্থলবন্দরের মানোন্নয়ন করে ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য অগ্রগতি হবে।' শুল্ক দপ্তরের তরফে এদিন চেয়ারম্যানকে একাধিক তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাঁওতাল কাউন্সিল

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের আসা অনিশ্চিত

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে দু'দিন ধরে বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের মাঠে ইন্টারন্যাশনাল আদিবাসী সাঁওতাল কাউন্সিলের তরফে আয়োজন করা হবে ইন্টারন্যাশন্যাল সাঁওতাল কাউন্সিল। কাজের খোঁজে নেপাল, ভুটান বা আমেরিকায় চলে যাওয়া সাঁওতাল প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধিদের আসার কথা রয়েছে সেখানে। বাকি দেশগুলো থেকে সকলের আসার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেও বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন কি না, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। তার কারণ হল, বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি।

অথচ এই কনফারেন্স প্রথমে বাংলাদেশেই আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল। তবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে কনফারেন্সের জায়গা বদলে তা করা হচ্ছে ফাঁসিদেওয়ায়। এখানে কনফারেন্স হলে আশপাশের দেশগুলি থেকে সকলের আসতে সুবিধা হবে। রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকেও সকলের এখানে পৌঁছাতে সুবিধা হবে। বর্তমানে ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও মাটিগাড়া- এই চারটি ব্লক মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার সাঁওতাল ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। যার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজারই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা। তাই এই জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের সদস্য এবং ফাঁসিদেওয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ছোটন কিসকু বলেন, 'সমস্ত দেশ ও রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদের দাবি রাখবেন। আমরাও আমাদের ধর্মকোড চালু এবং জমির অধিকারের দাবি সহ আরও কিছু দাবি রাখব রাষ্ট্রপতির কাছে।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁদের সমস্যা বুঝতে পারবেন বলে মনে করছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্পাদক চুনিয়া মুর্মু।

'ভূতুড়ে' র‍্যাশন দোকানে মদের ফাঁকা বোতল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১১ এপ্রিল : দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন কোনও ভূতুড়ে বাড়ি। অথচ একসময় এই বাড়ির নীল-সাদা রংটা বেশ জ্বলজ্বল করত। আট বছর ধরে ব্যবহার হয় না র‍্যাশন দোকানের মডেল ফ্রেয়ার প্রাইস শপ (ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান)। একটা নয়, একাধিক বাড়ি। বিভিন্ন চা বাগানে বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে দোকানগুলি। কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তার কোনও দিকনির্দেশ নেই। প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছেও নেই কোনও তথ্য। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, যদি ব্যবহারই না করা হবে, তাহলে সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে দোকানগুলি বানানোর মানে কী?

এর আগে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর থেকে বলা হয়েছিল, ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ড চালু হলেই এই দোকানগুলো চালু করা হবে। অথচ আট বছরেও কেন চালু করা গেল না। কেন? শিলিগুড়ি মহকুমা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক তারিক আনোয়ার চৌধুরী যেমন সাফ বলে দিলেন, 'এই দোকানগুলোর বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। এখন যে সব দোকান রয়েছে এবং নতুন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো নিয়েই আমরা ব্যস্ত আছি।' এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, তিনি এ বিষয়ে কিছু না জানলে আর কে জানবে? আর এটা কি সরকারি টাকা অপচয় নয়?

নকশালবাড়ি ব্লক সহ শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন চা বাগানে তৈরি ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকানগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও বালাই নেই। নজরদারির অভাবে বেহাল দোকানগুলি থেকে দরজা, জানলা, কাঠ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পাইপ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলেও অভিযোগ উঠছে। যদিও বিষয়টি 'জানা নেই' বলে মন্তব্য করেছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নকশালবাড়িতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান।

দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলের সব চা বাগান মিলিয়ে ১২৬টি ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যার মধ্যে নকশালবাড়ি ব্লকের ১৫টি চা বাগানের জন্য ৯টি দোকান তৈরি করা হয়। এই ধরনের র‍্যাশন দোকান তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যাতে দোকানগুলি পরিচালনা করতে পারেন। পাশাপাশি চা বাগানের বাসিন্দাদের আরও সহজে র‍্যাশন সরবরাহ করা যায়। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে প্রায় ৮১ লক্ষ টাকার টেন্ডার করে বিডিও'র মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকানগুলি তৈরি করা হয়। প্রতিটি দোকানে ছিল র‍্যাশনের খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার তিন রুমবিশিষ্ট গোডাউন। শৌচালয়, বিদ্যুৎ সংযোগ তো ছিলই। কিন্তু আট বছর হতে চলল, দোকানগুলি চালু করা যায়নি।

দোকানগুলির পরিস্থিতি কতটা শোচনীয়, বেলগাছি চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে গেলেই বোঝা যায়। এখানে থাকা ন্যায্য মূল্যের র‍্যাশন দোকানের ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গোবর। লোহার দরজা, জানলা সব গায়েব। ঘরের চারদিকে খালি মদের বোতল ছড়ানো। স্থানীয় বাসিন্দা প্রেমপ্রকাশ ওঝা রাখঢাক না করেই যেমন বলে দিলেন, 'এই ঘর সরকার বানিয়েছে নেশার আসর বসার জন্যই।'

এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইকও। তাঁর কথা, 'এই ঘরগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ব্লক প্রশাসনকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রতিটি দোকান স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি।' আদৌ দোকানঘরগুলি ব্যবহার হবে? প্রশ্ন থেকেই গেল।

STYLE BAAZAR

সেরা ফ্যাশন

FLAT 60% OFF*

*নির্বাচিত ফ্যাশনের উপর

Offer till 17 April 2025

এখন পাবেন শিলিগুড়ি তে (সেবক রোড)

₹229- এ জয় সামার রেডিয়ান্স কিট ₹499 শপিং করলেই

MRP 609

₹2299- এ হার্ড ট্রলি

₹2299 শপিং করলেই

MRP 10350 & above

Brands Available — FOR MEN — FOR LADIES — FOR KIDS — FOR HOME

মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244

মার্চেন্ট স্কোয়ারের পাসে, সরস্বতী রাইস মিল কমপাউন্ড, সেবক রোড, শিলিগুড়ি

আলিপুরদুয়ার (মারোয়াড়ি পট্টি) | ইসলামপুর (দেশবন্ধু পাড়া, নিউটাউন রোড) | কালিয়াচক (কালিয়াচক নিউ মার্কেট, জীবন রেখা নার্সিং হোমের বিপরীতে) | কোচবিহার (মা ভবানী চৌপাটি, নৃপেন্দ্র নারায়ন রোড, আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের কাছে) গাজোল (গাজোল বাস স্ট্যান্ড, ছানা মার্কেটের নিকটে) | চাঁচল (কলেজ রোড, S.B.I. ব্যাঙ্কের নিকটে) | জলপাইগুড়ি (মার্চেন্ট রোড, সমাজপাড়া মোড়, মুক্তা ভবনের নিকটে) | তুফানগঞ্জ (তুফানগঞ্জ মেন রোড, রাজ হোটেলের নিকটে) | দিনহাটা (রংপুর রোড, চওড়াহাট বাজার) | ধূপগুড়ী (কলেজ রোড, মায়েরস্থান কালি মন্দিরের নিকটে) | পাকুয়াহাট (বাস স্ট্যান্ড,পাকুয়াহাট BDO অফিসের নিকটে) | বালুরঘাট (সিটি প্লাজা মল, ডানলপ মোড়) | মালবাজার (সুভাষ মোড়) | মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, বিহানি পেট্রল পাম্পের কাছে) | রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড়, মোহনবাটি) | রতুয়া (বাস স্ট্যান্ড, চন্দনা গাডেন, SBI ATM এর বিপরীতে)

আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। চাকদহ চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বরানগর। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। মেমারী মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। রঙ্গোলি মল (বেলুড়)। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

বিশালের অ্যাকাউন্টে টাকা মিলল না

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কোটি টাকা প্রতারণা কাণ্ডে অভিযুক্ত বিশাল সাহা আগেই কি বুঝে গিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি সে পাকড়াও হতে চলেছে। তাই কি সে এলাকা ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল? পুলিশ হেপাজতে নিয়ে বিশালের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো পরীক্ষা করে, এমনই সন্দেহ হচ্ছে তদন্তকারীদের। প্রতারণার কোনও টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে নেই বলে পুলিশ তদন্ত করে পেয়েছে। তাহলে সেই টাকা গেল কোথায়? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বছরখানেক ধরে প্রতারণার জাল ছড়ানোর পর গত আড়াই মাস ধরে সুদ দেওয়ার জন্য নেওয়া টাকা, সোনার গয়না সরাতে শুরু করেছিল বিশাল। কারণ, তাঁর ঘরে তল্লাশি চালিয়েও পুলিশ কোনও সোনার গয়না বা নগদ টাকা পায়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হয়তো সেই টাকা ও সোনা কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে বা অন্য কোনও কিছুতে পুঁজি হিসেবে লাগিয়েছে বিশাল।

এদিকে, বিশালের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের সংখ্যা তিন থেকে বেড়ে চার হয়েছে। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার মিলিয়ে তিনটি অভিযোগ জমা পড়ার পর এদিন আরও একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এদিন একজন অভিযোগ করেছেন, বিশালকে তিনি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক প্রায় কোটি ছুঁইছুঁই। অন্য থানাগুলিতে বিশালের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, সে ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

দার্জিলিংয়ে দমকলমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : দার্জিলিংয়ে বড় বড় প্রচুর হোটেল হচ্ছে। কিন্তু সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। শুক্রবার দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পরে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রত্যেকটি হোটেল এবং রেস্টুরেন্টকে অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে এবং ফায়ার লাইসেন্স নিতে হবে। কিন্তু দার্জিলিংয়ে এর প্রচণ্ড অভাব রয়েছে।' মন্ত্রী এদিন দপ্তরের আধিকারিকদের শহরে অভিযান আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পুলিশ, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি, পুরসভা সবার প্রতিনিধি নিয়েই অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরকে হোটেল থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে অভিযানে নামতে হবে।'

এদিন দার্জিলিং সার্কিট হাউসে জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল সহ জেলা প্রশাসন এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রতিনিধিকে নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। পরে তিনি বলেন, 'সুখিয়াপোখরি, সোনাদা সহ দু'-তিনটি জায়গা থেকে নতুন দমকলকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব এসেছে। আমরা প্রতিটি জায়গায় জমি চিহ্নিত করার জন্য বলেছি। জমি পেলেই আমরা দমকলকেন্দ্র তৈরি করব।' তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড়ে দমকলকেন্দ্রগুলিতে গাড়িচালকের কিছু সমস্যা রয়েছে। দ্রুত এই কর্মী নিয়োগের কাজ হবে। পাশাপাশি দার্জিলিং অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের সংস্কারের কাজও করা হবে।'

চাঁদমণিতে প্রোমোটারদের তৎপরতা, নীরব প্রশাসন

স্কুলের জমিতে আবাসন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : চাঁদমণির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা দখল নিয়ে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। অভিযোগ, স্কুলের অনেকটা জমি দখল করে প্রোমোটিং হচ্ছে। বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্কুল কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্রুত স্কুলের জমি চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর দিয়ে স্কুল চত্বর ঘিরে দেওয়া হোক। শিলিগুড়ি প্রাথমিক জেলা বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপ রায় বলেছেন, 'আমিও বিষয়টি জানি। আমাদের স্কুলের নামে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, তার সিংহভাগই দখল হয়ে গিয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি প্রশাসন স্কুলের জমি চিহ্নিত করে দেবে।' দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের সঙ্গে শুক্রবার টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চাঁদমণিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি অর্ধভগ্ন ভবনে দুটি স্কুল চলছে। সকালে চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল (প্রাথমিক) এবং দুপুরে চাঁদমণি জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলের পঠনপাঠন চলে। প্রাথমিক স্কুলের নামে ১.০৯ একর জায়গা রয়েছে কাগজে-কলমে। অর্থাৎ ৬০ কাঠার বেশি জমি রয়েছে এই স্কুলের নামে। অথচ স্কুলটি একটি ছোট্ট ঢিবির ওপরে খুব বেশি হলে ৫-৬ কাঠা জমি নিয়ে চলছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের চারিদিকে বহু জমি ফাঁকা পড়ে থাকলেও কিছুদিন ধরে সেখানে একাধিক বহুজাতিক সংস্থা আবাসন তৈরির কাজ শুরু করেছে। কিছুদিন আগে এই স্কুলের পিছনদিকে একটি ফাঁকা জমিতে একটি দোতলা স্কুল ভবন তৈরি হয়। নীল সাদা রং করে ওই ভবনের সামনে চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের নামও লেখা হয়। কিন্তু জানা যায়, রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর থেকে ওই স্কুল ভবন তৈরি করা হয়নি। কোনও এক আবাসন প্রস্তুতকারী সংস্থা নিজের খরচে ওই ভবন তৈরি করে সেখানে বর্তমান স্কুলটিকে স্থানান্তর করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ স্কুল ভবনটিকে অনেকটা পিছনে সরিয়ে সামনের জায়গা দখল করে আবাসন তৈরির ছক কষেছিল ওই সংস্থা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ায় অবশেষে ওই দোতলা ভবনটি ভাঙা হয়েছে।

এবার আবার স্কুলের জমি দখল করে ঘিরে দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এদিন স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, স্কুল ভবনের দেওয়াল ঘেঁষে টিন দিয়ে ঘিরে আবাসন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা এই বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি। তবে, স্কুলে এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। স্কুলের জমি এভাবে দিনের আলোয় বেদখল হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রাও। চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ অনিলকুমার রাম বলেন, 'আমাদের চোখের সামনে স্কুলের জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা জেলা শাসক থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, সকলকেই লিখিতভাবে জানিয়েছি। এখন পর্যন্ত কোনও পক্ষ থেকেই পদক্ষেপ করা হয়নি।' চাঁদমণি জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক সাহিদুল হক বলেছেন, 'আমাদের স্কুল ভবনটি ছাড়া বাকি জায়গা আর অবশিষ্ট নেই। টিন দিয়ে ঘিরে বাকি জায়গায় কোনও সংস্থা আবাসন তৈরি করছে। অথচ কেউই কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

চাঁদমণি স্কুল। এখানেই জমিদখল করে প্রোমোটিং হচ্ছে বলে অভিযোগ।

মাফিয়ারাজ

- প্রাথমিক স্কুলের নামে ১.০৯ একর জায়গা রয়েছে কাগজে-কলমে
- সম্প্রতি ফাঁকা জায়গাগুলিতে একাধিক বহুজাতিক সংস্থা আবাসন তৈরির কাজ করছে
- আগে স্কুল স্থানান্তরের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল
- অনেক হইচইয়ের পর সেখান থেকে পিছু হটলেও বর্তমানে আবার সেখানে জমি দখলের ঘটনা সামনে এসেছে

বিধান মার্কেটে হনুমান মন্দিরে রামায়ণপাঠ। শুক্রবার। ছবি : শমিদীপ দত্ত

ঠিকাদার-জনতা বিরোধে বন্ধ কাজ

বালাসন কলোনিতে সড়ক নির্মাণে জটিলতা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ এপ্রিল : টেন্ডারে নির্দিষ্ট শিডিউলের বাইরে কাজ করতে নারাজ ঠিকাদার, রাস্তা আরও লম্বা করার দাবি স্থানীয়দের। দুই পক্ষের এমন টানাপোড়েনে বন্ধ হয়ে গেল মাটিগাড়া ব্লকের বালাসন কলোনিতে একটি সড়ক নির্মাণ। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় বালাসন কলোনির কালিদাসের দোকান থেকে টুলেশের দোকান পর্যন্ত ১৮০ মিটার লম্বা সিমেন্ট কংক্রিট (সিসি) রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বরাদ্দ ৬ লাখ ৬২ হাজার টাকার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজও শুরু হয়। কিছুদিন ধরে রাস্তায় বোল্ডার সোলিং করার কাজ চলছে। কিন্তু ওই কাজ শুক্রবার বন্ধ হয়ে গেল নতুন দাবিকে কেন্দ্র করে। এমন পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতি ঠিকাদারের পক্ষ নিলেও, জনতার পাশে থেকে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে তৃণমূল।

উত্তরবঙ্গ সফরে এসে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা কোথায় কতটা খরচ হয়েছে, তার খোঁজ নিচ্ছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার। কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করছেন তিনি। শনিবার তাঁর শিলিগুড়িতে বৈঠক রয়েছে। তার ২৪ ঘণ্টা আগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ টাকার কাজ বন্ধ হয়ে গেল মাটিগাড়ায়। কেননা, বরাদ্দ অর্থে ১৮০ মিটার রাস্তা তৈরির শিডিউল থাকলেও, অতিরিক্ত ৮০ মিটারের দাবিতে অনড় গ্রামবাসীরা। যা নিয়ে ঠিকাদার সংস্থা এবং গ্রামবাসী, দুই পক্ষের মধ্যে চরম মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এদিন। যার জেরে কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাটি কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা নন্দ বর্মন, মানিক বর্মনদের বক্তব্য, রাস্তাটি কালিদাসের দোকান থেকে করার কথা ছিল। কিন্তু হচ্ছে কালিদাসের বাড়ি থেকে। তাই আপত্তি। গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে মাটিগাড়া ব্লক-১ তৃণমূল যুবর সাধারণ সম্পাদক ক্ষিরোদ দেব বলেন, 'টেন্ডার করার আগে যা মাপা হয়েছিল, সেই মতো কাজ হচ্ছে না। এখন রাস্তা কম করা হচ্ছে। কেন এমন করা হচ্ছে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সোমবার তা মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে জানতে চাইব।'

মাটিগাড়া ব্লকের বাস্তুকার সুদীপ দাস অবশ্য বলছেন, '৮ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কাজ ২২ শতাংশ কমে ৬ লাখ ৬২ হাজার টাকায় নিয়েছেন ঠিকাদার দীপ্তেন্দু সরকার। শিডিউল অনুযায়ী ১৮০ মিটার লম্বা রাস্তা হওয়ার কথা। কিন্তু বাড়তি আরও ৮০ মিটার দাবি করছেন স্থানীয়রা। ১০-২০ মিটারের দাবি হলে ঠিকাদারকে অনুরোধ করা যেত।' ঠিকাদার দীপ্তেন্দু বলেন, 'এমনিতেই ২২ শতাংশ কমে কাজ নিয়েছি। ১৬ ফুট চওড়া করার কথা থাকলেও কিছু জায়গায় ২০ ফুট করতে হচ্ছে। এরপর অতিরিক্ত ৮০ মিটার করা সম্ভব নয়।

এই রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সান্দাকফু যাওয়ার পথে ছোট্ট গ্রাম তুমলিং। বৃষ্টির মধ্যে রডোডেনড্রনে মোড়া এই জায়গা এখন পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ।

ধৃত সীমান্তে, পরে জামিন

ফাঁসিদেওয়া, ১১ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে রাজগঞ্জের বাসিন্দা মুসা করিম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও শুক্রবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করলেন। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'সীমান্ত এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছে। তাই পুলিশ সবসময় সক্রিয়।'

বেহাল ক্লাসে পড়াশোনা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : বেহাল অবস্থার মধ্যেই ক্লাস করছে শিশুশিক্ষা নিকেতন জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বেসরকারি স্কুলের কয়েকটি ঘর নিয়ে চলছে সরকারি ওই স্কুল। সেখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চলছে। কিন্তু ক্লাসরুমগুলির বেহাল অবস্থা। করোনার পর বেসরকারি ওই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ওই স্কুল ভবনের কয়েকটি রুমে সরকারি স্কুলের ক্লাস চলছে। একেই ক্লাসরুমগুলি বেহাল হয়ে পড়েছে। স্কুলের সীমানা প্রাচীর নেই। স্থানীয়রা স্কুল চত্বরে নিয়মিত আবর্জনা ফেলছেন। অভিযোগ, গোটা স্কুল চত্বরটাই এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে চলছে ক্লাসরুমের জানলায় থাকা রড চুরি। বিষয়টি নিয়ে হতাশ শিশুশিক্ষা নিকেতন জুনিয়ার হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ রাকেশ পাসোয়ান। তিনি বলেন, 'আমরা ওয়ার্ড কাউন্সিলার থেকে শুরু করে পুলিশকে সমস্তটা জানিয়েছি। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলছেন, 'আমরা এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করার পাশাপাশি পুলিশকেও বলেছি নজরদারির জন্য।'

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ নম্বর ওয়ার্ডেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে শিশুশিক্ষা নিকেতন প্রাইমারি স্কুল। ২০১৪ সালে স্কুলটি জুনিয়ার হাইস্কুলে উত্তীর্ণ হয়। যদিও ক্লাসরুমের অভাব দেখা দেওয়ায়, ২০১৮ সালে ওয়ার্ডেরই ওই বেসরকারি স্কুলের কয়েকটি রুম নিয়ে শুরু হয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৮৫ পড়ুয়া রয়েছে। অথচ এই চারটি ক্লাস সামলাচ্ছেন মাত্র একজন। এর মধ্যেই স্কুলের আশপাশের পরিস্থিতি অবাক হতে বাধ্য করবে। স্কুল চলাকালীনই দেখা গেল, কিছু তরুণ বন্ধ ক্লাসরুমগুলোতে ঢুকে নেশার আসর বসাচ্ছে। এর মধ্যেই বাইরে থেকে ভেতরে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। এক পড়ুয়ার অভিভাবক আশিস দে বলেন, 'সত্যি কথা বলতে, যা পরিস্থিতি ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছে করে না।'

এরমধ্যেই রাতের অন্ধকারে জানলা ভেঙে রড চুরি হওয়ায় আরও বেহাল পরিস্থিতি। টিচার ইনচার্জ রাকেশ বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। নইলে যা পরিস্থিতি, যে কোনও সময় রোগভোগ ছড়িয়ে পড়বে।' বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন এলাকার এক সচেতন নাগরিক সুমন দাস। তাঁর কথায়, 'শিক্ষার জায়গায় এসব সত্যিই অবাক করে দেয়।'

দুষ্কৃতীদের আখড়া

- বেসরকারি স্কুলের কয়েকটি ঘর নিয়ে চলছে সরকারি ওই স্কুল
- ক্লাসরুমগুলি বেহাল হয়ে পড়েছে
- চারটি ক্লাস সামলাচ্ছেন মাত্র একজন
- গোটা স্কুল চত্বরটাই এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠেছে

দুর্নীতির খবর করে নিশানায় সাংবাদিক

নিউজ ব্যুরো

১১ এপ্রিল : রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্তধর্মী প্রতিবেদন লেখার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালবাজারের সাংবাদিক অভিষেক ঘোষের নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের ছেলে অশোক ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এর আগে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে খোলা চিঠি ভাইরাল হওয়ার খবর তুলে ধরেছিলেন অভিষেক। এরপর তাঁকে শাসকদলের এক নেতা এবং পুলিশের এক কর্তা আলাদাভাবে 'ফল ভুগতে হবে' বলে হুমকি দিয়েছিলেন।

অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগটি করেন একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সদস্যা। মাল থানায় তাঁর অভিযোগ, গত বুধবার মাল বিডিও অফিস চত্বরে অভিষেক তাঁকে কুপ্রস্তাব দেন। তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। দুপুর একটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। ওই মহিলা এফআইআরে যে সময়ের উল্লেখ করেছেন, তখন বিডিও অফিসের হলঘরে উৎকর্ষ বাংলার অনুষ্ঠান চলছিল। অফিস চত্বরে কয়েকশো মানুষ হাজির ছিলেন।

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হলেও অভিযোগ দায়ের করা হয় পরদিন। ওই ২৪ ঘণ্টায় বিডিও অফিসের কোনও কর্মী বা আধিকারিক, এমনকি ওইদিন অফিস চত্বরে থাকা কোনও ব্যক্তি এ বিষয়ে কোথাও কিছু জানাননি। মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলের গ্রাম পঞ্চায়েতের বিতর্কিত কাজকর্ম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পরই এমন অভিযোগ ওঠায় তৃণমূলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূলের প্রাক্তন মাল ব্লক সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তমাল ঘোষ বলেন, 'দলীয়ভাবে বিষয়টির নিন্দা করছি। সামগ্রিক বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বের নজরে আনা হয়েছে। কিছু নেতা ও মন্ত্রীর জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।'

মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে দলের আরও অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছেলের ভূমিকা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতি মন্ত্রীর বিশেষ টান রয়েছে বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী নেতারা।

নাবালিকা সহ পাকড়াও তরুণ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শেষ। অবশেষে নাবালিকা প্রেমিকাকে উদ্ধার করে, এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ, ধৃত তরুণ ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে পালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই তরুণের নাম সুমন বর্মন। নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার ওই নাবালিকার পরিবারের তরফে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, সুমন তাঁদের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করেছে। এরপর তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ তদন্ত করে খোঁজ পায় সুমন ও ওই নাবালিকা ফালাকাটায় রয়েছে। এরপর ফালাকাটায় যায় পুলিশের একটি দল। এদিকে, পুলিশ আসার খবর পেয়ে, ওই তরুণ নাবালিকাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসে। শেষমেশ বৃহস্পতিবার রাতে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় ওই তরুণকে পাকড়াও করার পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

জল জমায় পথে দুর্ভোগ কামতাগছে

ফাঁসিদেওয়া, ১১ এপ্রিল : নিকাশিনালা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতে জল জমে নাভিশ্বাস উঠছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামতাগছ এলাকার বাসিন্দাদের। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে কামতাগছগামী রাস্তার দু'পাশে নিকাশিনালা না থাকায় এই দুর্ভোগ। রাস্তাটি সিতুভিটা, বাঘমারা, সাপটিগুড়ি, মুন্ডাবস্তি সহ একাধিক গ্রামকে যুক্ত করে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষ সকলেরই এতে ভোগান্তি হয়।

বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা সরকার মানছেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে এই সমস্যা হচ্ছে। নিকাশিনালা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে, এলাকাবাসী জায়গা না ছাড়ায় তা সম্ভব হয়নি।' গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের ফের ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি দেখার জন্য পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

যদিও এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই পথে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের হুঁশ নেই। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে ফের বেহাল পরিস্থিতি হয়েছে রাস্তাটির। প্রতি বছর বর্ষায় একই সমস্যায় ভোগেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমস্যাটি জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিভা মিত্র বলেন, রাস্তার দু'পাশে নিকাশিনালা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যায়। অথচ রাস্তাটি বিধাননগর বাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য প্রধান ভরসা।

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সংগীতা কেরকেট্টার কথায়, 'বর্ষায় বাচ্চাদের নিয়ে এই রাস্তায় চলাচল করতে অসুবিধা হয়।'

নিকাশিনালা না থাকায় এভাবেই জল জমে থাকে রাস্তায়।

মাটিগাড়ায় অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে শিশু উদ্যান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : মাটিগাড়ায় মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ শিশু উদ্যানের কাজ শেষ হয়নি। অর্ধনির্মিত অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে সেটি। যা নিয়ে এলাকার মানুষ হতাশ। অভিযোগ, আগের বোর্ডের আমলে শুরু হওয়া এই কাজ বর্তমান বোর্ড আসার পরে স্থগিত করে দিয়েছে। ফলে শিশুদের খেলাধুলোর জন্য তৈরি হওয়া ওই অর্ধসমাপ্ত পার্কে এখন গোরু চরছে।

মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকার বলেছেন, 'আমরা বাকি কাজের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে টাকা বরাদ্দ করে রেখেছিলাম। কিন্তু বর্তমান বোর্ড আসার পরে সেই কাজ আর করেনি। ফলে বৃহত্তর মাটিগাড়া এলাকার শিশু-কিশোরদের কিছুটা বিনোদনের ব্যবস্থা করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়নি।' মহকুমা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'এমন কোনও প্রকল্পের টাকা রাখা ছিল বলে আমার জানা নেই। খোঁজ নেব। অর্ধসমাপ্ত কোনও শিশু উদ্যান থাকলে সেটার কাজ যাতে দ্রুত করা যায় সেই চেষ্টা করছি।'

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশুদের বিনোদনের জন্য কোনও পার্ক বা শিশু উদ্যান নেই। সেই জন্য বিগত বাম বোর্ডের আমলে ২০১৯ সালে মহকুমা পরিষদের বোর্ড তুম্বাজোতে একটি শিশু উদ্যান তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে একটি সমবায় সমিতির হাতে এক বিঘার কিছুটা বেশি নীচু জমি ছিল। সেই জমিটি এই শিশু উদ্যানের জন্য ওই সমিতি মহকুমা পরিষদকে দান করে। বিনিময়ে তাঁরা শিশু উদ্যানের ভিতরে একটি কমিউনিটি হল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল।

জমিটি হাতে আসার পর মাটি ফেলে নীচু জমিটি ভরাট করা হয়। এরপর চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে সামনে লোহার গেট বসানো হয়। এই খাতে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে খরচ করে মহকুমা পরিষদ। দ্বিতীয় ধাপে পার্কের ভিতরে ছোটদের জন্য স্লিপার, দোলনা, জাম্পিং সহ অন্যান্য সরঞ্জাম বসানোর কথা ছিল। এছাড়া ভিতরে একটি কমিউনিটি হল এবং সামনে রাস্তা তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে আরও ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থ এবং পূর্ত স্থায়ী সমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের পোর্টালে তোলা হয়। প্রাক্তন সভাধিপতির কথায়, এর পরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে আসায় ওই কাজ আর করা যায়নি। তবে, কেন্দ্রীয় পোর্টালে এই কাজের প্রস্তাব তোলা থাকায় সেটা বর্তমান বোর্ডও করতে পারত। কিন্তু তারা সেটা করেনি।

তুম্বাজোতে এই শিশু উদ্যান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা প্রতাপ সমাদ্দার, বলেন, 'এখানে একটা শিশু উদ্যান হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোর সুযোগ পেত। এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে অর্ধেক কাজ হয়েই বন্ধ হয়ে গেল।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই শিশু উদ্যান হলে শুধু তুম্বাজোত নয়, পতিরাম, মাটিগাড়া বাজার সহ আশপাশের এলাকার সবাই উপকৃত হত।

প্রাক্তন দায় চাপাচ্ছেন বর্তমানের ওপর

মাটিগাড়ার তুম্বাজোতে অর্ধনির্মিত শিশু উদ্যান।

অপরূপ।। শুক্রবারে তুষারপাতের পর শ্বেতশুভ্র সিকিম।

বসন্তের বিদায়লগ্নে তুষারপাত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : বসন্তের বিদায় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ক'দিন পরেই বঙ্গে পা রাখবে গ্রীষ্ম। এমন সময় নতুন করে শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠল সিকিম। ছাঙ্গু থেকে নাথু লা, শুধু তুষারকণার আছড়ে পড়া। ক'দিনের বৃষ্টিতে যাঁদের মন খারাপ ছিল, সেই পর্যটকরা এদিন বেজায় খুশি হঠাৎই পালটে যাওয়া পূর্ব সিকিমকে দেখে। তবে প্রকৃতি সহায় হয়নি দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে। বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার পতন ঘটলেও, তুষারপাতে খরা কাটাতে পারেনি শৈলরানি। সমতলে যথারীতি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি অব্যাহত।

উত্তর বিহারে ঘূর্ণাবর্ত রয়েইছে, তার মধ্যে উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে সিকিম এবং হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ওপরে। ফলে জোড়া ফলায় ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতে এখনই ইতি ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। দফাওয়াড়ি বৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ হওয়ার কথা পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের। বেড়াতে গিয়ে হোটেলের মধ্যে আটকে থাকতে কার মন সায় দেয়। শুক্রবারই দার্জিলিংয়ে সকাল সাড়ে আটটা থেকে পরবর্তী ৯ ঘণ্টায় ২৯ মিলিলিটার বৃষ্টি হয়েছে। দিনভরের এই বৃষ্টিতে দিন নষ্ট হয়েছে পর্যটকদের। সন্ধের পরেও বৃষ্টি চলছে বলে জানালেন রিষড়ার বাসিন্দা দেবজ্যোতি ঘোষ। তিনি বললেন, 'এমন নাছোড় বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হবে, ভাবতে পারিনি। হোটেলে থেকেই বৃষ্টির পাহাড় দেখছি।' দুপুরের বৃষ্টি শেষে অবশ্য পূর্ব সিকিমকে অন্য রূপে পেয়েছেন পর্যটকরা। এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ তুষারপাত শুরু হয় ছাঙ্গুতে। কিছুক্ষণের মধ্যে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে নাথু লা, ছাঙ্গুতে রীতিমতো ভারী তুষারপাত হয়েছে। প্রকৃতির এমন উপহারে আত্মহারা হয়ে ওঠেন ওখানে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। ছাঙ্গুতে থাকা শিলিগুড়ির দেবাশিস ঘোষ বললেন, 'সিকিমে এপ্রিলের শুরুতে তুষারপাত ঘটে। কিন্তু এসময় এখানে তুষারপাত পাব, কল্পনাতে ছিল না। বৃষ্টির জন্য মন খারাপ থাকলেও, তুষারপাতের জন্য এখন তা আর নেই।' নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবেই এসময় তুষারপাত হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তাঁর বক্তব্য, 'ঘূর্ণাবর্তের পাশাপাশি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্টি হওয়ায় সিকিমের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে আরও ক'দিন ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।' আবহাওয়ার পূর্বাভাস মিলিয়ে শুক্রবারও পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বৃষ্টি হয়েছে। হবে আগামী কয়েকদিনও।

দার্জিলিংয়ে মন খারাপের বৃষ্টি

উপহাস

প্রথম পাতার পর

এই পদাঘাতের ছবিটা ঝড় তুলেছে শাসকদলের মধ্যেও। ভাস্কর বা শর্মিষ্ঠার মতো সবাই হয়তো প্রকাশ্যে সোচ্চার নন। তবে কোচবিহার থেকে কলকাতা, তৃণমূল সমর্থক অনেকেই একান্ত আলাপে হতাশা, ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রকে পদাঘাত সমান নিন্দনীয়। ওমপ্রকাশের গায়ে ছাত্রের লাথির ওই ছবিটা বাংলার কলঙ্ক। গোটা শিক্ষককুলের অপমান। একইরকম শিউড়ে উঠতে হয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান শাসক সমর্থক পড়ুয়াদের অপছন্দের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকদের লাথি মারার ভাইরাল ভিডিও দেখে। পুলিশের লাথি পড়েছে শিক্ষকের পেটে। হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই পেটে লাথি। চাকরি চলে যাওয়া মানে তো পেটে লাথি পড়াই। অথচ মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত এই শিক্ষকদের কোনও অপরাধ নেই। অপরাধ স্কুল সার্ভিস কমিশনের। যারা যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকের ফারাক করতে পারেনি। পারেনি না ইচ্ছা করে করেনি, সন্দেহ থাকে। ওএমআর শিট পুড়িয়ে ফেলার গল্পটার বিশ্বাসযোগ্যতাও এখন প্রশ্নের মুখে। তড়িঘড়ি মিরর ইমেজ নষ্ট করার মধ্যে চক্রান্ত স্পষ্ট। অপরাধ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন, আর চাকরিহারা হলেন যোগ্য শিক্ষকরা।

বিবেক বলে তো একটা বস্তু আছে। তৃণমূলেও তাই এত ঝড়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের পাত্রী বলে পরিচিত সাংসদ সায়নী ঘোষও পুলিশের প্ররোচনার যুক্তিতে সায় দিচ্ছেন না। তাঁকে বলতে হচ্ছে, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক... যাঁদের রুজি-রুটি চলে গিয়েছে, যাঁরা যোগ্য, তাঁদের প্রতি মানবিক হওয়া উচিত।' শিক্ষকদের গায়ে লাঠি, লাথি মেরে আসলে মনুষ্যত্বের অপমান করেছে পুলিশ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের টপার কৃষ্ণমৃত্তিকা নাথের সেই হাহাকারের ভিডিওটা কি আমাকে-আপনাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিচ্ছে? কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রশ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি তুলছে, এরপর কী করবেন এই শিক্ষকরা! জীবিকা গেল, সম্মান গেল। পরিবার নিয়ে অথই জলে পড়লেন যাঁরা, তাঁরা কোন ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন? আন্দোলন, প্রতিবাদ, রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া আর কী উপায় আছে তাঁদের সামনে?

অথচ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজে আশ্বস্ত করছেন, সেখানে আন্দোলন করার দরকার কী! ঠান্ডা মাথায় ভাবুন ব্রাত্যবাবু, যাঁদের কাল থেকে বাড়িতে দু'মুঠো জোগাড়ের চিন্তায় পাগলপারা দশা, তাঁদের আশ্বস্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতি আছে কি? নিয়োগ বাতিল করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেই চাকরি ফেরানোর ক্ষমতা কোনও আইনই রাজ্য সরকারকে দেয়নি। ব্রাত্য বলছেন, রাজ্য সরকার কোনও শিক্ষককে ছাঁটাই করেনি। তো?

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে তাঁদের চাকরিতে রেখে দিতে পারবে রাজ্য সরকার? যোগ্য, অযোগ্যদের আলাদা করতে না পারলে রিভিউ পিটিশন করলেই সুপ্রিম কোর্ট রায় সংশোধন করবে? চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে ফিরতে বলেছেন মমতা। এতে আদালত অবমাননায় তিনি অভিযুক্ত হলে আইনে চাকরিচ্যুতদের নিয়েও টানাটানি পড়ে যেতে পারে। রায় অগ্রাহ্য করলে তাঁরাও আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত হতে পারেন।

স্কুলে যেতে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু বেতন? সরকারি বেতনের পোর্টালে এখনও নাম থাকলেও পরের মাসে মাইনে জোটা নিয়ে সংশয় কাটেনি। সন্দেহের কারণ, চাকরিহারাদের স্বেচ্ছাশ্রম (ভলান্টারি সার্ভিস) দিতে বলা। যাঁরা এতদিন ভদ্রস্থ অঙ্কের মাইনে পেয়েছেন, তাঁদের হঠাৎ নিজের ও পরিবারের পেটে গামছা বেঁধে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে বলা তো কার্যত শিক্ষকদের উপহাস করা। চাকরি গিয়েছে, এখন উপহাস সইতে হবে? তাছাড়া আপাতত স্বেচ্ছাশ্রম দিলে ভবিষ্যতে চাকরির নিশ্চয়তা দিচ্ছেন কি মুখ্যমন্ত্রী? তাহলে সেই ঘোষণাটা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার করে দিক। যদিও সেই ঘোষণা আবার আইনের জালে আটকে পড়বে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফলে দিদি আছেন, চিন্তা নেই বললেই কি নিশ্চিন্ত হতে পারেন চাকরিহারারা? জল্পনা, চাকরিহারাদের পার্শ্বশিক্ষক বানিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। নাকের বদলে নরুন দেওয়াটাও কিন্তু অপমানই! মেধার তো বটেই, মনুষ্যত্বের অপমান!

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ঝলসে মৃত্যু মহিলার

কিশনগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। তার সঙ্গে মারা গিয়েছে দুটি গবাদিপশুও। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জের কোচাধামন ব্লকের বগলবাড়ি গ্রামের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। অঞ্জু দেবীর (৩৫) এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন মস্তান চকের প্রধান রাস্তায়। কোচাধামন থানার আইসি রণজয় কুমারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী অবরোধ উঠিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি, মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার কুঁড়েঘরের উপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তারটি এদিন হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে। ঝলসে যান অঞ্জু এবং দুটি গবাদিপশু। অঞ্জুর স্বামী শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে রয়েছেন। তাঁদের চারটি নাবালক সন্তান রয়েছে। ঘটনার সময় সন্তানদের কেউই ঘরে ছিল না। কিশনগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য নাসির নাদীর ঘটনাস্থলে পৌঁছে সহযোগিতার সমস্ত আশ্বাস দেন।

বাজেয়াপ্ত বালি-পাথর

বাগডোগরা, ১১ এপ্রিল : প্রায় দেড় লক্ষ ঘনফুট বালি-পাথর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। তাদের যৌথ অভিযান চলে মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফুলবাড়ি পত্তনে। সুবোধ সিংহ নামে একজনের জমিতে বালাসন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি, পাথর তুলে মজুত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে সেগুলো পাচার করার পরিকল্পনা সফল হল না এই অভিযানে। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বৃষ্টিতে স্বস্তি

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : গত এক মাসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে দফায় দফায় আগুন লাগে। যার ফলে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি বাতাসে দূষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। অবশেষে বৃষ্টি দেখে যেন চিন্তামুক্ত হলেন বনকর্মীরা। বন বিভাগের সুকনা রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি বলেন, 'বৃষ্টি শুরু হওয়ার জন্য এখন আমরা অনেকটাই স্বস্তিতে। বৃষ্টির জন্য রাতে বনকর্মীদের টহলদারি কমেছে।'

জঙ্গলে ঘনঘন আগুন লাগা থেকে যে একমাত্র বৃষ্টিই রক্ষা করতে পারে, তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বনাধিকারিকরা। লাগাতার অগ্নিকাণ্ডের জেরে গত কয়েক সপ্তাহে রাতেও বনকর্মীদের টহল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও যেন ঠিকমতো মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৈকুণ্ঠপুরের রেঞ্জ অফিসার রাজা এম বলেন, 'বৃষ্টি শুরু হওয়ার জন্য আগুন লাগার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই কম।'

পুরুতমশাইয়ের

প্রথম পাতার পর

লক্ষ্মীপুজোয় দিনে ১৫-২০টা বাড়িতে পুজো করতাম। বাকি কোনও পুজোতেই একদিনে এত বাড়িতে যেতে হয়নি। কিন্তু গত কয়েকবছরে দেখছি হনুমান জয়ন্তী পালিত হচ্ছে বেশি। গতবছর তিনটি বাড়িতে মূর্তিপুজো আর পাঁচটি বাড়িতে হনুমান ঝান্ডা লাগিয়েছিলাম। এবছর তো সবাই আগে থেকেই বলে গিয়েছেন।' চাঁদমণি এলাকার পুরোহিত রামচরণ পণ্ডিতের অভিজ্ঞতাও একই। তাঁর কথা, 'আমাকে সবাই এক সপ্তাহ আগে থেকে এসে বলে গিয়েছেন।' ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন মন্দির থেকে শুরু করে বাড়িতে হনুমান জয়ন্তীর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে শনিবার শহরের কোথাও পুরোহিতদের ধরে টানাটানি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কিন্তু।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভেষজ বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ এপ্রিল : খ্যাপা খোঁজে পরশপাথর। তিনি খোঁজেন মানুষকে ভালো রাখার উপায়। একাজে তাঁর হাতিয়ার ঔষধিগুণ সম্পন্ন হাজারো গাছগাছালি। স্রেফ নিজের চেষ্টায় লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে সেখানকার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট মহাদেব পাল গড়ে তুলেছেন দুষ্প্রাপ্য সব ভেষজের আস্ত বাগান। একশোরও বেশি প্রজাতির গাছকে সন্তানস্নেহে বড় করে তুলেছেন এ পর্যন্ত। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আরও বহু। তৈরি করেছেন অভিনব হার্বাল ব্লাড ব্যাংক।

ওই বাগান দেখতে এখন প্রায়শই ছুটে আসেন স্কুল, কলেজের পড়ুয়া থেকে আয়ুর্বেদপ্রেমীরা। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার। তিনি বলেন, 'মহাদেব পালের ওই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানোর ভাষা নেই। নিজে গিয়ে দেখে এসেছি।'

শুধু ভেষজ উদ্যান তৈরি করেই থেমে নেই মহাদেব। বিলিয়ে দেন যার যেটা প্রয়োজন সেই ধরনের গাছগাছালির চারা। কোন গাছের কী উপকারিতা কেউ জানতে চাইলে অক্লেশে বলে যেতেও কোনও দ্বিধা নেই ৫৪ বছরের স্বাস্থ্যকর্মীর। গত ১২ বছর ধরে তিনি সেখানে এই কাজ করছেন।

নিজের হাতে গড়া ভেষজ উদ্যানের পরিচর্যা করছেন মহাদেব পাল।

ঔষধি গাছের রকমারি সম্ভার তৈরি শুরু করেছেন ৩ বছর ধরে। এখনই তা এলাকার একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থলে পরিণত হয়েছে। মূলত তাঁর এই উদ্যোগে সেখানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের গাছগাছালির আলাদা একটি প্লট তৈরি করা ছাড়াও সাম্প্রতিককালে তাঁর নয়া উদ্যোগ ভেষজ ব্লাড ব্যাংকের প্লটে লাগিয়েছেন লাল শাক, নটে শাক, কুলেখাড়া, পালং, নিম, আখ, ডাঁটা শাক, ধনে, গাজর, কলা ও ঢেঁকিশাক। ওই ফার্মাসিস্ট বলছেন, 'প্রতিটি গাছগাছালির শাক ও পাতাই শরীরে রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে। যারা এখানে আসে তারা গাছগুলি দেখে বিষয়টি জানতে ও বুঝতে পারে। দুঃস্থ মানুষজনের এতে দারুণ উপকার হয় বলেই মনে করি।'

তাঁর বাগানে রয়েছে আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আদা, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তুলসী, বাসক, কারিপাতা, কালোমেঘ, অশোক, গুলঞ্চ, সর্পগন্ধা, হাড়জোড়া, কালকাসুন্দি, অর্জুন, হাসনাহানু, ইনসুলিন, থাই কমলা, করমচার মতো শতাধিক গাছ।

তিনি বলেন, 'এক অর্থে প্রতিটি গাছেরই কোনও না কোনও ভেষজ গুণ রয়েছে। তাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যতটা সম্ভব বেশি গাছগাছালির সংরক্ষণের। এ কাজে আমার সহকর্মীরাও সহযোগিতা করেন।'

> প্রতিটি গাছগাছালির শাক ও পাতাই শরীরে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। যারা এখানে আসে তারা গাছগুলি দেখে বিষয়টি জানতে ও বুঝতে পারে।
>
> **-মহাদেব পাল**
> *আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিস্ট*

নিজের কাজের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় তাঁর ধ্যানজ্ঞান ওই বাগানই। সকাল থেকেই শুরু করে দেন গাছের পরিচর্যা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে ভেষজ উদ্যান গড়ে তুলতে শুরু করেছে। সম্প্রতি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন গাছের চারা নিয়ে গিয়ে সেখানে একটি উদ্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রায়শই এখানে আসেন প্রোজেক্টের নমুনা সংগ্রহে। তাঁর এই কাজকে সম্মান জানিয়েছেন লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি বিশ্বাসও।

চোলাই বাজেয়াপ্ত গ্রেপ্তার দুই

ইসলামপুর ও কিশনগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে শুক্রবার আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর। মোট ১২০ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ তাইয়াব এবং অজয় পোদ্দার। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে পুরাতনপল্লি এবং রবীন্দ্রনগর এলাকায়।

অন্যদিকে, কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার চারঘরিয়া চেকপোস্টের কর্মীরা শুক্রবার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে বিদেশি মদবোঝাই একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেন। গাড়িটি আরারিয়া যাচ্ছিল। চালক পলাতক। আবগারি দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

খুঁজবে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই এই টিমের তরফে প্রতিটি জেলায় তৃণমূলের নেতৃত্বের কাছে বুথ লেভেল এজেন্টদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। এই বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দেবে আইপ্যাক। তার পরে তাঁদের এলাকায় কাজে নামানো হবে। দু'-একদিনের মধ্যে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, শুধু ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখাই নয়, আসন্ন বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের সমস্ত জনমুখী প্রকল্পের কথাও তুলে ধরবেন বিএলএ'রা। বাড়ির সদস্য ক'জন, বাড়ির মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন কি না, বয়স্করা ভাতা পান কি না সেই সমস্ত খোঁজখবর নেওয়া হবে। কেউ জনমুখী প্রকল্প থেকে বাদ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম তালিকায় নিয়ে নেওয়া এবং প্রশাসনকে দিয়ে দ্রুত পরিষেবা পাইয়ে দেওয়া হবে।

তৃণমূলের একটি সূত্রের খবর, এর আগে সুরক্ষাকবচ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হয়েছিল। সেখানেও একইভাবে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল। এবারও নতুন কোনও নাম নিয়ে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাকি কাজগুলিও করা হবে। তবে, সবাই এখন বিএলএ'দের প্রশিক্ষণ এবং আইপ্যাকের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ফের ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : ফের তীব্র যানজট ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বুধবারের পর শুক্রবার, আবার যানজটের নাগপাশে আটকে চরম ভোগান্তিতে পড়লেন এই পথে চলাচলকারীরা। মূলত বিরিকদাড়া থেকে শ্বেতিঝোরা পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার রাস্তা চলতে দু'ঘণ্টার বেশি লেগেছে বলে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য। একেই যানজট, তার মধ্যে বৃষ্টি, দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য। কালিম্পং থেকে এদিন শিলিগুড়িতে আসছিলেন রবিন প্রধান। তিনি বলেন, 'বৃষ্টির জন্য গাড়ি থেকে নামতে পারছি না। আবার দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে বসে থাকতেও পারছিলাম না। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল এখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিন দফাওয়াড়ি রাস্তা বন্ধ রেখে এনএইচআইডিসিএলের কাজ করার শিডিউল ছিল না। এরপরেও কেন তীব্র যানজট, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যানজটে আটকে পড়ায় অনেকেই নির্দিষ্ট ট্রেন এবং বাস ধরতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতায় বিকাশ ভবনে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে চাকরিহারারা। শুক্রবার। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার রাতে মায়ের সঙ্গেই ঘুমিয়েছিল বছর দশের শিশু। সকালে ঘুম ভাঙতেই সে দেখে মা গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। এরপরই ওই শিশুর চিৎকারে জমা হন এলাকার মানুষজন। পাশের ঘরে ঘুমোনো মৃতার স্বামী উঠে কোনওভাবে দরজা ভেঙে ওই বধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়াল ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার হাউস এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, মৃত ওই তরুণীর নাম পিংকি রায়। পিংকি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। স্বামী গ্রিলের কাজ করতেন। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে আসেন পিংকির বাবা খগেন্দ্রনাথ রায়। তিনি বলেন, 'কোনওদিন ভাবিনি মেয়েকে এমন অবস্থায় দেখব।'

'গো ব্যাক' শুনেও সমাবেশে

প্রথম পাতার পর

ওই স্লোগান সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, 'চাকরিহারা শিক্ষকরা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন, একদিন যাঁকে সবাই ভগবান ভেবেছিল, তাঁর জন্য প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক কর্মচ্যুত হয়েছেন। তিনি সকলকে অযোগ্য বলে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য এই চাকরিহারাদের রাস্তায় বসতে হয়েছে।'

চাকরিহারাদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ নিয়ে আলোচনা হয়। অভিজিতের কথায়, 'মিরর ইমেজ যে প্রকাশ করা যায়, তা স্পষ্ট। কিন্তু কেন তা করা হচ্ছে না, তা বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের যে সদিচ্ছা নেই, তা এতে পরিষ্কার।' গো ব্যাক শুনেও চাকরিহারাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভয় পেয়ে সরে গেলে চলবে না। আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করব। যতদিন না মিরর ইমেজ স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করে, ততদিন আন্দোলন জোরদার হবে।'

ক্ষতিপূরণ শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

'বর্তমানে মোথাবাড়ি শান্ত। নতুন করে আগুন জ্বালাতে এসেছেন উনি।' শুভেন্দু প্রথমে যান মোথাবাড়ির বাজারপাড়ায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের এর আগে প্রশাসন কিছু আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল। এবার সাহায্য করলেন শুভেন্দু। ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম স্বপন সাহা বলেন, 'সরকারি সাহায্য পেয়েছিলাম সামান্য। আজ শুভেন্দুবাবু আর্থিক সাহায্য করলেন।'

স্থানীয় বিজেপি নেতা নিবারণ ঘোষ জানালেন, 'শুভেন্দুবাবু ক্ষতিগ্রস্তদের পাঁচ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। যাদের যেমন ক্ষতি হয়েছে, সেই হিসেবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।' দক্ষিণ মালদা বিজেপি সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'উনি আগেই বলেছিলেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সেই হিসেবে আজ টাকা দিয়েছেন।'

মালদা শহরে কিছুদিন আগে রামনবমীর মিছিলকে ঘিরে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ছবি দেখা গিয়েছিল। সেই মালদায় দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ শুক্রবার দাবি করেন, রামনবমী সম্প্রীতির নয়, হিন্দুদের উৎসব। তাঁর মুখে কার্যত হুঁশিয়ারি, হিন্দুদের বাড়ি ভেঙে জল-মিষ্টি খাইয়ে ভোলানো চলবে না। রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শনের পক্ষেও সওয়াল করলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মহরমের উল্লেখ করে তাঁর কটাক্ষ, তখন পুলিশ, বুদ্ধিজীবীরা সেই মিছিলে অস্ত্র দেখতে পায় না।

স্পষ্ট মেরুকরণ তাঁর কথায়। দিলীপ বলেন, 'যারা বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে অত্যাচার করেছিল, তারাই এপারে এসে মোথাবাড়িতে অশান্তি করেছে। এদের মদত দিচ্ছে তৃণমূল। মালদায় হিন্দুরা আক্রান্ত।'

বিরোধী দলনেতার কনভয় মোথাবাড়ি পৌঁছাতেই কিছু মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। পথে বহু মানুষ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে বাইকের পেছনে বসে রওনা দেন। রাস্তাজুড়ে মহিলারা ফুল ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। বেশ কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

মালদায় পৌঁছে শুভেন্দু বলেন, 'আসতে চেয়ে জেলার পুলিশ সুপারকে তিনবার মেল করেছি। কিন্তু আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই। আদালত আমাকে মোথাবাড়ির চারটি জায়গায় যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি।' হাইকোর্টের নির্দেশে সময়ের মধ্যে তিনি মোথাবাড়ির চারটি এলাকা ঘুরে দেখেন। মূলত হিন্দু গ্রামেই গিয়েছিলেন তিনি। মোথাবাড়ি ঘুরে বিরোধী দলনেতা বলেন, '২৪ জন প্রকৃত দোষী নয়, তবুও তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে মূল দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে পুলিশকে। আমি এনআইএ ও সিবিআই তদন্তের দাবি করছি।'

(তথ্য সংগ্রহঃ হরষিত সিং, সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল ও সিদ্ধার্থশংকর সরকার)

ওয়াকফের জেরে রণক্ষেত্র

প্রথম পাতার পর

ভাঙচুর করা হয় অফিসের মধ্যে। প্রাণে বাঁচতে হয় সাংসদকে। তিনি বলেন, 'আমি তখন শাজুরমোড় পার হচ্ছিলাম। বিক্ষোভকারীরা আমাকে ঘিরে ধরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। কোনও সংগঠনের পতাকা বা নেতা সেখানে ছিল না। পরে পুলিশ আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।'

পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে চলা সমস্ত ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত রেল নিয়েছে বলে খবর চাউর হয়। তবে এধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানান পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত। এদিন দুপুরে প্রথম সুতিতে গোলমাল শুরু হয়। নেতাজি মোড় থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে মিছিল করে এসে অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় আন্দোলনকারীদের। এসময় বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রচুর দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি বোমাবাজি হয়। তাতে ৬ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছে সংবাদমাধ্যম। পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটিয়ে সেখান থেকে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে ধুলিয়ানের ডাকবাংলো মোড়ে ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তেজিত জনতা ডাকবাংলো মোড়ে রেলগেট ভেঙে ফেলে। কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস দুপুর ১.৪৫ থেকে ধুলিয়ান স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। রাত সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনটিকে ফরাক্কায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং ঘুরপথে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘটনার জেরে দফায় দফায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক, স্তব্ধ হয়ে যায় জঙ্গিপুর-কাটোয়া রুটে ট্রেন চলাচল। এই রুটের দুটি ট্রেন বাতিল করা হলেও, দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে ফরাক্কা থেকে রামপুরহাট রুটে ঘুরিয়ে চালানো হয়। তবে চরম সমস্যায় পড়তে হয় দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের। সবমিলিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ-উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা। সুতিতে পুলিশ গুলি চালায় বলে খবর।

ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ-অশান্তি চলছে। তার প্রভাব এবার পড়ল সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায়। এদিন দুপুর তিনটা নাগাদ ধুলিয়ান গঙ্গা এবং নিমতিতা স্টেশনের মাঝে রেল অবরোধ শুরু হয়। রেল সূত্রে খবর, প্রায় পাঁচ হাজার আন্দোলনকারী রেললাইনে বসে পড়েন। আরপিএফ, জিআরপি এবং স্থানীয় পুলিশ বারবার অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও, অবরোধ ওঠেনি। যার জেরে ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ সেকশন সহ জঙ্গিপুর-কাটোয়া লাইনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল। পাঁচটি এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত রুটে ট্রেনগুলি ভায়া আজিমগঞ্জ, নলহাটি, রামপুরহাট, গুমানি হয়ে চলছে। যার মধ্যে রয়েছে হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি, কলকাতা-শিলচর স্পেশাল, শিয়ালদা-আলিপুরদুয়ার তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস, বালুরঘাট-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস।

পরে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আজিমগঞ্জ-ফরাক্কা রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রথম মালগাড়িটি ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার গতিবেগে সেখান দিয়ে যায়।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানান, 'রেলের কোনও ঘটনার জন্য অবরোধ হয়নি। অবরোধ তোলার বারবার চেষ্টা করছে আরপিএফ। যাত্রী দুর্ভোগের জন্য আমরা দুঃখিত।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ১৮-১৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০৪.২০২৫ (সিভিল ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১. টেন্ডার নং ১৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : জামালপুর ওয়ার্কশপের কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার - সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদা-র আওতাধীনে ওয়াগন পিওএইচ-এর বর্ধিত ক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওয়াগন চলাচলের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য : ৬,০৫,০১,৮৮২.৭২ টাকা। ক্র. নং ২. টেন্ডার নং ১৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : বাঁকাতে স্টিল ট্যাংক শক্তিশালী করা এবং সাহেবগঞ্জ ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে স্টিল ট্যাংক অপসারণের কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৫৭,৭১,৩৯৫.৬৬ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০১.০৫.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে (প্রতিক্ষেত্রে)। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in / ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন (প্রতিক্ষেত্রে)।

MLD-15/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

নং : সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ০৯.০৪.২০২৫

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর-এর ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিশদ: (১) অকশন ক্যাটালগ নং পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৪বি। ট্রেন : ১৫২৩৫ আপ হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস-এর এসএসএলআর-১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ১৫.০৪.২০২৫, দুপুর ১টা। (২) ক্যাটালগ নং পিসিএল-এইচডব্লুএইচ- এল২৫-৪সি। ট্রেন : ৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৩টি এসএলআর। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ২৩.০৪.২০২৫, দুপুর ১টা।

HWH-22/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

তিলডাঙ্গা স্টেশনের পয়েন্ট নং ৬৪/বি বোনীডাঙ্গা-র দিকে স্থানান্তরণের জন্য, মালদা ডিভিসনের মালদা টাউন-বারহারওয়া শাখায় বোনীডাঙ্গা ও তিলডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে ডাউন ও আপ লাইনে ১৭.০৪.২০২৫ তারিখে ১৩৪৩৩ আপ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং ১৩০৫৪ ডাউন রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার পর ৫ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লক এবং দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক) প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে : ● পুনর্নির্ধারণ : ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৪.২০২৫) শিয়ালদহ থেকে ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৪.২০২৫) শিলচর থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● নিয়ন্ত্রণ: ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৪.২০২৫) পথিমধ্যে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৪.২০২৫) হাওড়া ডিভিসনে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২২ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ চৈত্র ১৪৩১

শপথ বনাম বাস্তবতা

নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া কংগ্রেস। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্য এখন হাত শিবিরের। গুজরাটে সদ্যসমাপ্ত এআইসিসি অধিবেশনে গৃহীত ন্যায়পথ শীর্ষক প্রস্তাবে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম, নীতি ও সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির সংকল্পের উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবেন না তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হবে। জেলা কমিটি এবং জেলা সভাপতিদের কংগ্রেসের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন রাহুল গান্ধি। জেলা নেতৃত্বের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংগঠনের খোলনলচে বদলানো শুরু হবে গুজরাট থেকেই। ইতিমধ্যে তিন দফায় কংগ্রেস হাইকমান্ড দলের ৮৬২ জন জেলা সভাপতির সঙ্গে আলোচনা সেরেছে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এআইসিসি অধিবেশনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে 'ইন্ডিয়া জোট'কে শক্তিশালী করার সংকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। গত লোকসভা ভোটের পর থেকে শরিকদের সঙ্গে যে মন কষাকষি চলছিল, সেই জটিলতা কাটিয়ে আবার একসঙ্গে পথ চলার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে কংগ্রেস।

কিন্তু এত তত্ত্বকথা বিজেপি-আরএসএসের মোকাবিলায় কংগ্রেসকে কতটা সাহায্য করবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই গিয়েছে। এআইসিসি অধিবেশনে বক্তাদের ভাষণে গত ১১ বছরের মোদি জমানায় অর্থনীতি, বিদেশনীতির ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত ইত্যাদি অভিযোগ তোলার পাশাপাশি হিংসা ত্যাগ করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রস্তাবে গৃহীত কথাগুলি কার্যকর করা যে কঠিন, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের অজানা নয়। বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুত্বের মোকাবিলায় বিকল্প পথ কিন্তু এআইসিসি অধিবেশনে স্পষ্ট হয়নি। ন্যায়পথের মতো গালভরা নাম দিয়ে এবং শুধু কেন্দ্রের বিরোধিতায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছোনো সহজ নয়। খাড়গে, রাহুলরা বারবার যে সমস্যার কথা বলছেন, তার সমাধানসূত্র বের করাই অধরা থেকে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে দেশের সবথেকে বড় সমস্যা দুটি হল বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি। অবিলম্বে সমস্যা দুটির সমাধান করতে না পারলে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, এই মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান করার বদলে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। যদিও প্রশ্ন উঠছে, শাসকদল সেই চেষ্টা করলেও কংগ্রেস কেন বিষয়টিকে জনতার দরবারে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে?

সম্প্রতি বিহারে কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব শাখা পলায়ন রোকো, নকরি দো পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। অতীতে ভারত জোড়ো যাত্রা ও ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় তিনি গোটা কংগ্রেস দলটাকে দীর্ঘদিন বাদে জনতার সামনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। নির্বাচনে তার সুফল পেয়েছিল কংগ্রেস। রাহুল এবং তাঁর দলের নেতারা ভালোই জানেন যে, শাসকের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ ১১ বছর ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকার পর এতদিনে তৃণমূল স্তর থেকে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার বোধোদয় হয়েছে বটে কংগ্রেস নেতৃত্বের। কিন্তু কখনও এককভাবে, আবার কখনও জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার কথা বলে কার্যত দুই নৌকায় পা রেখে চলতে গিয়ে কংগ্রেস মাঝেমধ্যে দিশাভ্রষ্ট হচ্ছে। কংগ্রেসের এমন কোনও জাদুকাঠি নেই, যা দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে মরচে ধরা সংগঠনকে চাঙ্গা করতে পারে।

বরং 'ইন্ডিয়া জোট'-এর ছাতায় আশ্রয় নিলে কেন্দ্র বিরোধিতা আরও জোরদার হতে পারে। সব রাজনৈতিক দলের নিজের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার অধিকার আছে। কিন্তু নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে গিয়ে জোটের বাড়া ভাতে ছাই পড়লে, জোটের বড় শরিক কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

নেতারা পাশে থাকলে গুরুর কী চিন্তা!

ধর্ষক 'গুরু' রাম রহিম বারবার প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন। হরিয়ানার পদ্ম নেতারা তাঁর অস্ত্র। আইন সবার জন্য এক নয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একদল আপ্রাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া। অসীম কৌতূহল তাঁদের, লালবাজারে পুলিশকর্তাদের টেবিলে ডাক্তারদের রেখে আসা শিরদাঁড়াটা এখন কোথায়?

কোথাও রাখা আছে, না একেবারে ফেলেই দেওয়া হয়েছে?

আর একদল খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশের লাথি আর কোথাও পড়েছে কি না। লাথির বাজার এখন চমৎকার। আরেক দল খুঁজে বের করেছে অন্য লাথি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লাথি ওমপ্রকাশ মিশ্রকে মেরেছিল এক ছাত্র। একদল সেই লাথিমারা পুলিশ অফিসারকে খুঁজছে। আর একদল খুঁজে বের করেছে লাথি খাওয়া শিক্ষককে।

এসবের মাঝে দোলনায় দোল খেতে খেতে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর।

আজকের এই আবহে কে ঋষি, কে সাধু? কে সন্ত, কে মুনি? কে সন্ন্যাসী, কে যোগী?

তিনজোড়া প্রশ্নের ব্যাখ্যা খুঁজতে বসার পর খেয়াল হল, এই যে রাম রহিমের মতো বহুচর্চিত আসামি, তাঁর তো নামের সঙ্গে এসব নেই। পুরো নাম গুরমিত রাম রহিম সিং। একবার তিনি সাধু, একবার শোম্যান। একবার খুনি, একবার ধর্ষক।

রাম ও রহিম-- দুটো নাম বুদ্ধি করে মিশিয়েছেন নামের মাঝে। নিজের প্রচারে বেশ কিছু ফিল্ম ও গান বানিয়েছেন। তাতে অভিনয়ও করেছেন। কনসার্ট করতেন। নাম ছিল-- রুহানি রু-বা-রু। গিনেসে নাম তুলেছিলেন সবচেয়ে বেশি রক্তদান শিবির ও গাছ লাগিয়ে। আজকের গুরুরা জানেন, কীভাবে প্রচার নিতে যায়।

এই রাম রহিম মানে 'আরআর'-এর জীবন দেখলে এখন একবার মনে হয়, যতই ভিআইপি হও, তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে। আরেকবার ভাবি, আইন আজও আসলে সবার জন্য সমান নয়। না হলে লোকটা এত ঘনঘন প্যারোলে ছাড়া পায় কী করে? আরেকটা বিস্ময়। প্রচুর মহিলাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত রাম রহিমকে কেন ছুড়ে ফেলে না মানুষ?

মনে রাখা ভালো, রাম রহিম একদা ঘোষণা করেছিলেন, 'আমিই অতীতে ছিলাম কৃষ্ণ। আমি সবার রোগ সারিয়ে দিতে পারি।' অথচ নিজের কুকীর্তির রোগগুলোর সমাধান করতে পারেননি। রাজস্থানের যে গ্রামে তাঁর বেড়ে ওঠা, সেখানে রাজস্থান-হরিয়ানা-পঞ্জাবের সীমানা মিশেছে। ভারত-পাক সীমান্তও কাছে। সেখানে মানুষ ভক্তিরসে ডুবুডুবু। কেউ 'অতীতের কৃষ্ণ'কে ব্যঙ্গ করেননি। বরং উথলে উঠেছে ভক্তিরস।

৮ বছর আগে রাম রহিমের ২০ বছর জেল ঘোষণা করেছিল সিবিআই আদালত। প্রথমদিকে বেশ ঠিকঠাক চলছিল। ২০২০ সালের অক্টোবরে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য একদিনের প্যারোলে মুক্তি পান। সেদিন থেকে আজ, দশবার প্যারোলে মুক্তি পান। সব সরকারি উদ্যোগে। সংখ্যার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, মাঝে মাঝেই মুক্তির দিনের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। একবার ৩০ দিনের প্যারোল, একবার ৪০ দিনের, একবার ৫০ দিনের। সব মিলিয়ে ৩২৬ দিন। হরিয়ানার সিরসায় তাঁর সংস্থা ডেরা সচা সৌওদাতে উৎসব হবে বলে একবার মুক্তি পেয়েছেন ৩০ দিনের জন্য। এসব কোন পথে সম্ভব? উমর খালিদদের মতো বন্দি অ্যাকটিভিস্টরা এমন সুযোগ পান না তো!

বিরোধীরা যা হিসেব দিচ্ছে, তা ভয়ংকর। নির্বাচনের ঠিক আগে প্যারোলে মুক্তি পান রাম রহিম। তাঁর কয়েক লক্ষ ভক্তের অধিকাংশই, প্রায় সত্তর শতাংশ দলিত। তাঁদের ভোটের জন্যই আরআর-কে ফিরিয়ে আনা। হরিয়ানায় বিজেপি সরকার চলছে। তারা ঠিক কোনও কারণ দেখিয়ে বের করে আনছে। ভোট বড় জ্বালা। সরকারের তরফে সওয়াল হয়েছিল, জেলে নাকি তাঁর খুব ভালো ব্যবহার।

আরআর-এর রাজনৈতিক খুঁটির জোর কোথায়, জানতে চান? পালটা প্রশ্ন হবে, খুঁটি কোথায় নেই? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই তাঁর ভালো চেনাশোনা। মোদি প্রকাশ্যে প্রশংসা করেন তাঁর। হরিয়ানার আগের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর খাট্টার এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনিই 'আরআর'কে প্যারোলে ছুটি দেওয়ার রাস্তা সোচ্চারে বাতলে দিয়েছেন। যুক্তি সরবরাহ করেন রাজ্যের কারামন্ত্রী রঞ্জিৎ সিং চৌতালা, প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলালের ছেলে!। হরিয়ানার ক্রীড়ামন্ত্রী অনিল ভিজ একবার ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেন রাম রহিমের সংস্থার জন্য। সেখানে নাকি খেলার উন্নতিতে কিছু হবে! প্রচুর বিতর্ক ওঠে। নো তোয়াক্কা।

শেষ নয় এখানেই। কেন্দ্রের ক্ষমতাবান মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরের সঙ্গে জান পহেচান আরআর-এর। হরিয়ানার দলবদলিয়া বিজেপি নেতা (আগে তিনবারের কংগ্রেস বিধায়ক) হরমিন্দর জাসসির মেয়ের বিয়ে হয় রাম রহিমের ছেলের সঙ্গে। সেই বিয়েতে পর্যন্ত গিয়েছেন চন্দ্রশেখর।

এসব ক্ষমতাবান-যোগ শুনলেই স্পষ্ট, কুড়ি বছর জেলে ঘানি টানা সাজাপ্রাপ্ত এত ঘনঘন প্যারোলে মুক্তি পান কী করে।

কুম্ভমেলার সৌজন্যে আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সাধুর ছবি দেখলাম এবার। ল্যাপটপ বাবা, ফেসবুক বাবা, সেলফি বাবা, বুলেট বাবা, এয়ারপ্লেন বাবা, ড্রোন বাবা, আয়ুর্বেদ বাবা, মোটর সাইকেল বাবা, হেলমেট বাবা, এফ সিক্সটিন বাবা, ইন্টারনেট বাবা, ক্যামেরা বাবা, সিনেমা বাবা, গঙ্গা বাবা, গীতা বাবা, রামায়ণ বাবা, মহাভারত বাবা।

যাক, রাম রহিম অন্তত কুম্ভমেলা যেতে ৫০ দিনের প্যারোলে মুক্তি পাননি!

তাঁর সম্পত্তির তালিকায় চোখ বুলোচ্ছিলাম সেদিন। দেখলাম, মোট সম্পত্তি ১০০ কোটি ছাপিয়ে গিয়েছে বহুদিন। হরিয়ানাজুড়ে তাঁর মন্দিরগুলো তো রয়েছেই। বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত গুরুর অজস্র বিদেশি-দেশি গাড়ি। মার্সেডিজ-বেঞ্জ এবং বিএমডব্লিউও পাবেন।

এক আধ্যাত্মিক গুরুর এত গাড়ি লাগবে কেন? মানুষ কিন্তু প্রশ্ন তোলেননি। গুরুমশাই সে সুযোগও দেননি। ভক্ত মিডিয়াকে ব্যবহার করে, জনমতই বদলেছেন বারবার।

পাঁচ বছর আগে তখনও খুন-ধর্ষণের দায়ে ধরা পড়েননি হরিয়ানার মহাগুরু। তখন খবর এল, রাষ্ট্রসংঘের জলসম্পদ দপ্তর নাকি রাম রহিম ও তাঁর পালিত কন্যা হানিপ্রীত ইনসানকে বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। হইহই ব্যাপার। পরে জানা গেল, খবরটা ঠিক নয়। রাষ্ট্রসংঘের ওই বিভাগের সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করা হয়েছিল খবরটা— রাম রহিমের কত লম্বা হাত ভাবুন। তারপর মুছেও দেওয়া হয়। ততদিনে রাম রহিমের প্রচারের কাজ সারা।

সিরসায় এই গুরুর প্রধান আশ্রমে মাটির নীচে টানেল ও বাংকার রেখে দেওয়া হয়েছে অনেক। কেন এসব দরকার? বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খাট্টার ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সাইনি গুরুত্বই দেননি। চাপা পড়ে গিয়েছে ফাইল। এই ভদ্রলোক যে এত ঘনঘন প্যারোলে মুক্তি পাবেন, জেলে বসেই বিলাসী জীবন কাটাবেন, এটাও কি বলে দিতে হবে? আইন সত্যি সত্যিই সবার জন্য এক নয়।

রাম রহিম নিজে ক্লাস টেনে লেখাপড়া ছেড়ে সংসারী হয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেন হরজিৎ কাউরকে। ভদ্রমহিলা আড়ালেই থাকেন। এবার রাম রহিমের অনুপস্থিতিতে কে চালাবে তাঁর ডেরা? দুই মহিলার লেগেছে দ্বন্দ্ব। রাম রহিমের পালিতা কন্যা হানিপ্রীত ও ডেরা চেয়ারপার্সন বিপাসনা ইনসানের। হানিপ্রীতকে নিয়ে আবার প্রচুর জল্পনা। নিজের সন্তানরা থাকতে হঠাৎ পালিতা কন্যা নেওয়ার দরকার হল কেন রাম রহিমের, প্রশ্নটা বারবার ওঠে।

এখন যে এতবার তিনি জেলে যান, প্যারোল পান-- সব সময় পাশে থাকেন হানিপ্রীত। লোকে নানা কথা বলে। ওঁরা পাত্তা দেন না। তবে এটুকু জেনে রাখা ভালো, রাম রহিম গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তাঁর 'ফেভারিট অ্যাঞ্জেল' ৩৬ দিন উধাও ছিলেন। অভিযোগ ছিল, তিনি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন রাম রহিমের ভক্তদের প্রভাবিত করে।

বাস্তব সত্য হল, বহু বছর ধরে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে এমন সাধুবাবাদের সংখ্যা প্রচুর। ভক্তও অসংখ্য। তথাকথিত বাবাদের ভক্তরা মানবেনই না, এঁরা ধর্ষক। বরং সাংবাদিকদের ধরে পেটাবেন। কংগ্রেস, বিজেপি, এসপি-- সব পার্টি এঁদের ব্যাপারে নীরব থাকে। ভোটব্যাংকের কথা ভেবে।

বহু আলোচিত আসারাম বাপুই যেমন। ২০১৩ সালে তিনি এক ষোড়শীকে ধর্ষণ করেন। খবর বেরোনোর পর সাংবাদিকদের বেধড়ক মার জোটে। আসারামের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল নানারকমের। শেষপর্যন্ত জেল হয়।

আর একজন তামিলনাড়ুর নিত্যানন্দ। বিশাল অর্থ, সম্পত্তির মালিক ২০১৯ সাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রেপ্তারের ভয়ে। বেপাত্তা। দীক্ষা নিতে ধর্ষিতা হন বহু মহিলা। তামিল অভিনেত্রী রঞ্জিতার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায় তাঁকে। সে ছবি ভাইরালও হয়ে যায় পুরো দক্ষিণ ভারতে।

তাঁকে গ্রেপ্তার করা অনিবার্য ছিল। হঠাৎ গুজরাট পুলিশ বিবৃতিতে জানায়, নিত্যানন্দ বিদেশে পালিয়েছেন। তখন শোনা যায়, ইকুয়েডরে থাকবেন ভেবেছিলেন ওখানে ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই বলে। সেখানে গিয়েও তিনি ঢুকতে পারেননি। অনেক পুলিশ অফিসারই বলেন, নিত্যানন্দ ভারতেই আছেন। এবং ক্ষমতাবান নেতাদের সাহায্যে।

তালিকা বানাতে বসলে দেশে এমন প্রচুর অসৎ সাধু মিলবে, যাঁরা রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগসাজশে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছেন।

ওড়িশায় ছিলেন ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ। অনেককে ধর্ষণের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। অকথ্য গালাগাল দিতেন। তাতেও ভক্তরা তাঁকে ভগবান মানত। সাতের দশকে বীরেন্দ্র দীক্ষিত নামে এক সাধুর আশ্রম ছিল বিহারে। তাঁকে নিয়েও ছিল প্রচুর অভিযোগ।

ইন্দিরা গান্ধির গুরু ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে ঘিরেও ছিল অশেষ কৌতূহল, সীমাহীন বিতর্ক। বাড়তি ক্ষমতা পেয়ে এঁরা অজস্র নারী-পুরুষকে ভাতে মারেন। রোজগার করেন বিশাল। তারপর হারিয়েও যান। এখন যেমন লোকে জানে না, মৈথিল ব্রাহ্মণ ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর গুরুগ্রাম, জম্মু, কাটরা, মানতালাইয়ের বড় বড় আশ্রমগুলোতে কী হয়। কে চালায়।

এসব ইতিহাস আরও একবার বলে দিয়ে যায়, ভারতের আইন সবার জন্য সমান নয়।

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের ন্যায়ের দেবীর নতুন প্রতিমূর্তি, তুমি কী বলো?

আজ

১৮৮৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৭

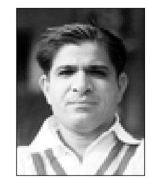

তারকা ক্রিকেটার বিনু মানকড়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

শিক্ষকদের তালা লাগানোর কথা ছিল। কিন্তু তালা লাগানো আর তালা ভাঙা এক ব্যাপার নয়। শিক্ষকদের বিক্ষোভ থাকলে আপনি কী ভাববেন? ওখানে অশান্তি হবে, কেউ কল্পনা করেনি। শিক্ষকরা আসার পর আমরা বুঝতে পারি, ওখানে বাইরের লোকও রয়েছে। অনেক বহিরাগত।

-মনোজ বর্মা
(কলকাতা পুলিশ কমিশনার)

ভাইরাল/১

কেরলের কাসারগড় উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে এক ছাত্রের পরীক্ষায় বসার টিকিটটি নিয়ে উড়ে যায় ইগল। স্কুলের জানলায় গিয়ে বসে। ভাগ্যক্রমে ঘণ্টা পড়ার আগেই পাখির ঠোঁট থেকে টিকিট পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোয় ছাত্রটি।

ভাইরাল/২

হাতির স্কুল পরিদর্শন। খাবারের খোঁজে একটি হাতি জঙ্গল থেকে গুয়াহাটির সেনা স্কুলে ঢুকে পড়ে। স্কুলের করিডরে একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গজরাজকে দেখে তুমুল হইচই। পরে নিজেই সেখান থেকে চলে যায়।

উত্তরের পাঁচালি

সাইকেল দিদি

যে মহিলা সাইকেল চালানো শুরু করতে চান কিন্তু মনে দ্বিধা আছে, তাঁর জন্য গীতা আছেন। গীতা সাহার বার্তাই হল, 'উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন না, রাস্তায় নেমে পড়ুন।' তিনি মনে করেন, কেউই জীবনের প্রথম যাত্রায় নিখুঁত হয় না। সাইকেলের প্রতিটি প্যাডেলের স্ট্রোক সব ভয় ও সন্দেহ কাটিয়ে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাই গীতা সাহা হলেন শিলিগুড়ির 'সাইকেল দিদি'। দীর্ঘদিন ধরে মহিলাদের সাইকেল চালানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি তাঁকে স্মারক, মানপত্র আর উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানাল ফুলেশ্বরী নন্দিনী পরিবার। শিলিগুড়ি সুভাষপল্লির ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের সভাঘরে এই উপলক্ষ্যে শহরের অনেক উজ্জ্বল নারী উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে এই সংস্থা সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের সম্মান জানিয়ে আসছে।

অনন্যা।। ফুলেশ্বরী নন্দিনী পরিবারের অনুষ্ঠানে গীতা সাহাকে সংবর্ধনা।

এছাড়াও এদিন ছিল ফুলেশ্বরী নন্দিনী গোষ্ঠীর মাসিক সাহিত্যসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে শুরু। পরে কথা, গান, নাচ ও কবিতায় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য। সভায় সংস্থার পক্ষে কিছু কথা নিবেদন করেন সভাপতি অনন্যা ভাদুড়ি, সম্পাদক মঞ্জু সরকার এবং মুখ্য উপদেষ্টা সুহাস বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুদীপ চৌধুরী।

- ছন্দা দে মাহাতো

নাটকই জীবন

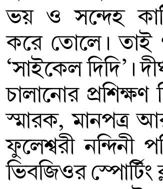

শীতেন চক্রবর্তী

শীতেন চক্রবর্তী রায়গঞ্জের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী। ওপার বাংলার বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। দেশভাগের পর রায়গঞ্জে আসা। পেশা ছিল শিক্ষকতা। তবে উত্তরে তাঁর সমধিক পরিচিতি নাট্যকর্মী হিসেবে। সেই ক্লাস এইট থেকে নাটকে হাতেখড়ি। 'সম্পত্তি সমর্পণ'–এর মধ্য দিয়ে নাটকে নিজেকে সমর্পণ। নাটকের খিদে জাগিয়েছিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। স্কুল, পাড়াতে নাটক করতে করতে এই শিল্পের সঙ্গে তাঁর সখ্য। ১৯৭১–এর ১২ জানুয়ারিতে তৈরি হয় বিবেকানন্দ নাট্যচক্র। আর সেখান থেকেই শীতেনের নাটকের জগতে ধারাবাহিক অগ্রগতি। সব ধরনের অভিনয় করলেও সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে চ্যালেঞ্জিং অভিনয় করতে। রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার বাইরে নাটকের টানে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম এমনকি দেশের বাইরে বাংলাদেশেও। সূর্য নেই স্বপ্ন আছে, বিলাসী, মুনাফা ঠাকুরের নকশা, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, তোতা কাহিনী ইত্যাদি নাটকের অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক এবং মানবিক অবক্ষয় তাঁকে বেদনা দেয়। বক্তব্য উপস্থাপনা, ভাবনা ও নির্দেশনাতে সিদ্ধহস্ত শীতেন এযাবৎ ২০টি নাটকের নাট্যরূপ দিয়েছেন। আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণেও মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। পথনাটকের মধ্য দিয়ে জনচেতনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

–সুকুমার বাড়ই

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চৈত্র সংক্রান্তি যখন বিষুমা সারান্তি হয়ে যায়

বিভিন্ন জাতি, জনজাতির উত্তরবঙ্গে বৈচিত্র্য থেকে স্পষ্ট, আদি জনজাতিদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেন্দ্র করে বেড়েছে প্রকৃতি।

শ্রাবস্তী রায়

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় লুকিয়ে আছে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। বিভিন্ন জাতি, জনজাতির সমন্বয়ে উত্তরবঙ্গে যে বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি তাতে স্পষ্ট, আদি জনজাতিদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করেছে। উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায় চৈত্র সংক্রান্তিতে সেরকমই প্রকৃতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভরসার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের সামনে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিকে রাজবংশীরা বলে থাকেন বিষুমা সারান্তি। অনেক লোকসংস্কৃতি গবেষকের মতে, বিষুমা শব্দটি সুমার থেকে এসেছে। তার মানে সাবধান হওয়া। অর্থাৎ আগত নতুন বছরে কোনও অশুভ শক্তি যেন পরিবার-পরিজন এবং সমাজের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য বছরের শেষ দিনটিতে সবরকমভাবে নিজেদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করে পুজো-পার্বণের মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত রাখাই এই পরবের মূল উদ্দেশ্য।

বিষুমা সারান্তি দিনটিতে বিভিন্ন রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে তুষ্ট করা হয়। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির তরুণরা জঙ্গল বা বন থেকে ভেষজ কিছু গাছের ডাল কেটে নিয়ে আসে তার মধ্যে অন্যতম পানি মুথারি, বিস্তি, বেত। এই গাছের ডাল বেঁধে দেওয়া হয় ঘরের দরজায়। গৃহকর্ত্রীরা বাড়িঘর লেপাপোঁছা করে তৈরি হন পুজো দেওয়ার জন্য। আর এই পুজোতে থাকে রাজবংশীদের মৌলিকত্বের ছাপ। কারণ পুজোর প্রসাদ হিসেবে ঠাকুরকে নৈবেদ্য দেওয়া হয় ভাজাভুজার আটকালাই বাটকালাই, চিঁড়ের দোভাজা, ছোলা, বুটের ভাজা, আলুর কাটখোলা, সর্ষে, পাটের শুকাতি, রসুন, পেঁয়াজ, আদা, কচি আম, কাঁঠাল, দই, চিঁড়ে প্রভৃতি। তুলসীতলা তথা ঠাকুরমারিতে বাঁশের ঝিক গেঁথে টাঙিয়ে দেওয়া হয় রসুন, পেঁয়াজ। আর সেই ঝোলানো রসুন, পেঁয়াজকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। সেজন্যই বলে...

'যেমন দ্যাও এর তেমন পূজা/ বত্তা দ্যাও এর ভাজাভুজা'

চৈত্র সংক্রান্তির দিন পুজোর ভাজাভুজাই প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরা। সঙ্গে অবশ্যই থাকে তেলানি চা যা রাজবংশীদের নিজস্ব মৌলিক রেসিপি। পুজো শেষে চলে রাজবংশীদের 'শিকার পর্ব'। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন প্রাণী শিকারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সরকারিভাবে তাই এই শিকার পর্ব একদমই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাতে খাওয়া হয় ভাত। ভাতের সঙ্গে খেতে হয় সাতশাগি। সাত রকমের শাক একসঙ্গে রান্না করা হয়। যেমন পাটশাক, হেলেঞ্চাশাক, কলমিশাক, কানশিশা, ঘিনাতিতা, থানকুনি, পুদিনা, ঢেঁকিশাক। তাছাড়াও বিষুমার দিন চাল কড়া করে ভেজে তা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে পয়লা বৈশাখের দিন খালি পেটে খেতে হয় এই চাল ভেজা জল।

রোগব্যাধি ছাড়াও অনাগত ভবিষ্যতের কোনও বিপদ থেকে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বাড়ির কর্তা এই পুজোর দিন 'বাড়ি বন' করে থাকেন। খড় পাকিয়ে বানানো হয় 'ভুতি'। তুলসীতলায় পুজো দেওয়া শেষ হলে এই ভুতিতে আগুন দিয়ে বাড়ির প্রতিটি কোণে ধোঁয়া দেন গৃহকর্তা। মুখে একগাল ভাজাভুজা তিনবার চিবিয়ে একটু জল মুখে নিয়ে সেগুলো ভুতির ওপর ফেলে দেন। এভাবেই বাড়ি বন করা হয়। রাজবংশীদের বিশ্বাস, এতে কোনও বিপদ সহজে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে পারে না।

একদিকে যখন পৃথিবীর বনজ সম্পদকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ, ঠিক তখনই প্রকৃতির এই আদি সন্তানরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও তাঁদের রক্ষাকর্তা প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাস রেখে বিষুমাপুজোর মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছেন প্রকৃতিমাতাকে।

(লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা। সংস্কৃতিকর্মী)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৩

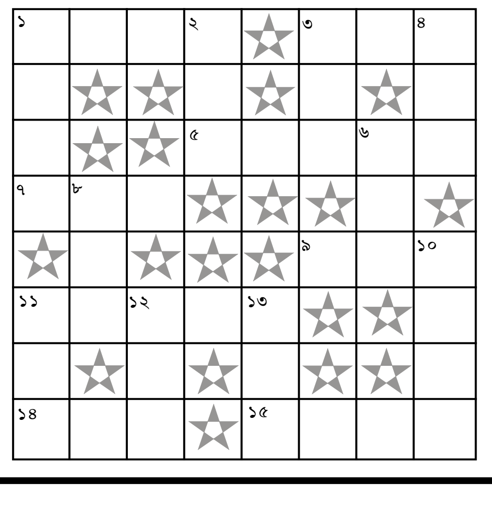

পাশাপাশি : ১। বিসদৃশরকম পেট মোটা বা মস্ত ভুঁড়িওয়ালা লোক ৩। যে পুরুষ স্ত্রীর সংসর্গ এড়িয়ে চলেন ৫। গুরুত্বপূর্ণ, আসল বা উচিত কাজ ৭। ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে- আগুন ঢুলিছে ঘুমে ৯। দূরত্ব মাপার একক ১১। অপ্রত্যাশিতভাবে বা হঠাৎ, আচমকা ১৪। অনুমোদন দেওয়া ১৫। দুই হাত জোড় করে অভিবাদন।

উপর-নীচ : ১। বনবস্তিতে থাকা অজ্ঞ মানুষ ২। বাসি নয়, সতেজ ৩। যিনি ফেরি করে জিনিস বিক্রি করেন ৪। কঠিন নয়, অনায়াস সাধ্য ৬। হাজিরা নেই, উপার্জন আছে ৮। গর্ভবতী হওয়া ১০। যে দেবতার শুঁড় আছে ১১। আয়েশ বা সুখ ১২। হোঁচট খাওয়া ১৩। সর্ষে দিয়ে তৈরি রেসিপি।

সমাধান ■ ৪১১২

পাশাপাশি : ১। ধনেশ ৩। মাছি ৫। রিঠা ৬। মামদো ৮। জীমূত ১০। পঞ্জর ১২। ধিক্কার ১৪। চাকু ১৫। নিষ্ক ১৬। লঙ্ঘন।

উপর-নীচ : ১। ধর্মধ্বজী ২। শরিয়ত ৪। ছিলিম ৭। দোলা ৯। ঢিবি ১০। পর্যাকুল ১১। রমজান ১৩। চাটনি।

বিন্দুবিসর্গ

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

সেলের বাজারে ভাটার টান

দাম কম হলেও মান নিয়ে সংশয়ে ক্রেতারা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : 'সেল, সেল, সেল! এত কম দামে আর কোথাও পাবেন না। এখনই আসুন আর নিয়ে যান আপনার পছন্দের জিনিস।' চৈত্রের শহরে এই চেনা বাক্যগুলি শুনতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ নেই। নববর্ষের আগে চৈত্র সেলের বাজারে কম দামে নিজের পছন্দের ও প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নেওয়াই রেওয়াজ। শেষ চৈত্রে শিলিগুড়ি শহরের যে কোনও মার্কেটে ঢুকলেই দোকানদারদের চিৎকার করে ক্রেতা ডাকার চেনা ছবি চোখে পড়বেই। তবে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এবছর সেই ডাককে উপেক্ষা করে ক্রেতাদের এগিয়ে যেতে দেখা গেল। সেলের শেষবেলায় নাকি শহরবাসীর আর কেনাকাটায় মন নেই। তাই দোকানদারদের ব্যবসাও ক্ষতির মুখে পড়েছে। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীকেই গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ক্রেতাদের দাবি, সেলের শেষবেলায় নিশ্চয়ই খারাপ মানের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কিংবা জামাকাপড় বা জুতোগুলিতে কোনও খুঁত থাকতে পারে বলেও অনেকের সন্দেহ। কলেজ পড়ুয়া এক ক্রেতা নিহারিকা দে'র কথায়, 'সেলে এখন যা বিক্রি হচ্ছে সেগুলি কিছু পছন্দ হয়নি। ভালো জিনিস আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।'

বছরে একবারই চৈত্র সেল আসে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এবছর সেল শুরুর প্রথম দিকে বাজারের অবস্থা এমন ছিল না। কেনাবেচা মোটামুটি ভালোই চলছিল। তবে শেষ সময়েই ব্যবসার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। একেই তো বিক্রি নেই। তার ওপর যে কয়েকটা হাতেগোনা জামাকাপড় বিক্রি হচ্ছে সেগুলোতেও যদি এত ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে লাভের মুখ দেখবেন কী করে? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতেই হকার্স কর্নারের এক ব্যবসায়ী রবি সেন বললেন, 'সারাবছর যা জিনিস তুলি তার সব বিক্রি হয় না। কোনওটা সাইজের সমস্যার জন্য থেকে যায় আবার কোনওটা কারও পছন্দ হয় না। আমি দোকানের সেই জিনিসগুলিকেই চৈত্র সেলে বিক্রি করি। যদিও সবই নতুন। তবু বহুদিন দোকানে জিনিসগুলি ফেলে রাখা যায় না। কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেকারণেই খুব সামান্য লাভ রেখে সব বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করি।'

এমনিতেই শহর এখন শপিংমলে ঠাসা। অন্যদিকে, প্রতিটি বাড়িতেই আজকাল অনলাইন শপিং-এর রমরমা বাড়ছে। ফলে দোকান থেকে জামাকাপড় কেনার ধুম অনেকটাই কম। এইসময় অনেক ব্যবসায়ী আবার শুধুমাত্র সেলে বিক্রির জন্যেও জামাকাপড় আমদানি করেছিলেন। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী প্রিয়াংকা সাহানিও তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কথায়, 'সেলে বিক্রি করার জন্য আমরা বাইরে থেকে কাপড় আনাই। এগুলি খুব বেশি দামের হয় না। সাধারণত ৪০-৫০ টাকা লাভ রেখে বিক্রি করে দিই। এটাই আসলে চৈত্র সেলের ঐতিহ্য। তবে এখন তেমন বিক্রি নেই। হয়তো সবাই অনলাইন বা শপিং মল থেকে জামাকাপড় কিনছেন।' বর্তমানে বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, হকার্স কর্নার, মহাবীরস্থানজুড়ে কোথাও ২০০ টাকায় টি-শার্ট পাওয়া যাচ্ছে আবার কোথাও ৩০০ টাকায় শাড়ি মিলছে। এছাড়া ২০০ টাকায় শার্ট, জিন্স, ৩০০ টাকায় সালোয়ার, জুতো সহ আরও কত কী। মাত্র ২০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যেই যা যা বিকোচ্ছে তা কেনার লোকেরও অভাব।

সেল থেকে এখন কিনছেন না কেন? শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে আসা এক মহিলা মৌসুমি তালুকদারকে একথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'যখন চৈত্র সেল শুরু হয় তখন গরমের কিছু জামাকাপড় কিনেছিলাম। তবে শেষবেলায় ভরসা পাই না। হয়তো সব পুরোনো জিনিসগুলো বিক্রি করবে। ছেলেমেয়েরা তাই অনলাইন থেকেই জিনিস কিনে নিয়েছে।' তাই দোকান সাজিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন ব্যবসায়ীরা। ক্রেতা টানতে ক্রমাগত চিৎকার করছেন। আরেক ক্রেতা কাঞ্চনা পাল এর আগেও সেলে কিছু কেনেননি। তাঁর মতে, 'এখনকার জিনিসগুলি কিনতেও ভয় লাগে। কাপড়গুলি ভালো হবে কিনা তাই ভাবি। শেষে সেলে কিনতে গিয়ে যদি ঠকে যাই।'

MONTE CARLO
100% Cotton T-Shirts
@ ₹ 450/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

সস্তার প্রচুর

- শিলিগুড়ির চৈত্র সেলে ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে শার্ট, টি-শার্ট, জিন্স, সালোয়ার জুতো মিলছে
- মার্কেটের অনেক ব্যবসায়ী সেল উপলক্ষ্যেই প্রচুর জিনিস আমদানি করেছেন
- নামমাত্র দামে জিনিস বিক্রি হলেও কোনও মার্কেটেই আর তেমন ক্রেতার ভিড় নেই
- সেলের জিনিস নিয়ে ক্রেতাদের সন্দেহ, শেষবেলায় খারাপ সামগ্রী কিনে ঠকতে হবে

শুক্রবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে সেলের শাড়ি দেখছেন এক মহিলা। - সংবাদচিত্র

পলিব্যাগ রুখতে বিশেষ দল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : শিলিগুড়ি শহরে পলিব্যাগ ও থার্মোকলের ব্যবহার রুখতে ফের সচেতনতা প্রচারে নামবে পুরনিগম। শুক্রবার পুরনিগমে পরিবেশ কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরকর্তারা। নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে শহরের প্রায় সব বাজারে অবাধে ব্যবহার হচ্ছে পলিব্যাগ। শিলিগুড়ির মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে যেদিকে চোখে যাবে, সেদিকে ছড়ানো-ছেটানো থার্মোকল। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা আলোচনা করেছি, পলিব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার ঠেকাতে সচেতন করা হবে সাধারণ মানুষকে। পলিব্যাগ তৈরি এবং মজুত বন্ধ করা হবে।'

বিরোধীদের দাবি, পলিব্যাগ আর থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করতে হলে আগে উৎপাদনের উৎস খোঁজা দরকার। তারপর কড়া পদক্ষেপ। কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের কথায়, 'একদিন খবরে থাকার জন্য এসব বললে চলবে না। রাস্তায় নেমে কাজ করতে হবে। আমাদের সময় পুরনিগমের আধিকারিক আর কর্মীরা পথে নেমে কাজ করেছিলেন। সেসময় বন্ধ করতে পারলে এখন কেন যাবে না।'

সবুজের স্বার্থে পলিব্যাগ ব্যবহারে কড়াকড়ির পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। মে মাসের পর থেকে শহরজুড়ে গাছ লাগানো শুরু করবে পুরনিগম। ফাঁকা জায়গা, উদ্যান, বাগান ও রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা হবে। কেউ নিজের বাড়িতে গাছ লাগাতে চাইলে, তাকে উৎসাহ দেবে পুরনিগম। এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবে বন দপ্তর। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ দেবে তারা। এদিন বৈঠকে বন আধিকারিকরাও ছিলেন।

থার্মোকল ও পলিব্যাগের ব্যবহার রুখতে দল গঠন করে বাজারে বাজারে পাঠাবে পুরনিগম। দলের সদস্যরা সাধারণ মানুষকে প্রথমে সচেতন করবেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে ডেকে সতর্ক করা হবে। তারপরেও নিয়ম ভাঙা হলে জরিমানা এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া শহরের কোথায় কোথায় পলিব্যাগ মজুত করা হচ্ছে এবং কারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাদের চিহ্নিতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম।

ব্যাগ ছিনিয়ে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : ফের শহরে ছিনতাইয়ের ঘটনা। আর তার কবলে পড়লেন খোদ এক পুলিশকর্মীর স্ত্রী। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তিনজনের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে গত ৯ এপ্রিল রাতে তিনবাত্তি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। শক্তিগড়ে মেয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিন ওই মহিলা ফুলবাড়িতে নিজের বাড়ির দিকে টোটোয় করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পেছন থেকে একটি বাইকে তিনজন এসে তাঁর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনায় ওই মহিলা টোটো থেকে পড়ে যান। এই সুযোগে ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ওই মহিলার স্বামীর নাম আনিসুর রহমান। যিনি একজন পুলিশকর্মী।

তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা শক্তিগড় এলাকারই বাসিন্দা। প্রসঙ্গত, চলতিমাসের শুরুতে মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকাতেও বাইকে করে এসে দুজন দুষ্কৃতী এক তরুণীর গলার হার ছিনতাই করেছিল। ঘটনায় ওই দুই দুষ্কৃতী পরবর্তীতে গ্রেপ্তারও হয়েছিল। দুই ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য প্রুফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর

প্রুফরিডার

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভুল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। যোগ্যতা : অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

টিআইসির ইস্তফা ফেরাতে ছাত্র বিক্ষোভ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১১ এপ্রিল : ইসলামপুর কলেজের টিচার ইনচার্জ উজাইর আহমেদের পদত্যাগ প্রত্যাহারের দাবিতে শুক্রবার কলেজে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের একাংশ। পাশাপাশি তাঁরা কলেজের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না করানোর অভিযোগও তোলেন। ওই দুজনই কলেজের ইংরেজির শিক্ষক। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ুয়া ও শিক্ষক দু'পক্ষ বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এতে কলেজে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আলি হায়দার নামে এক বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, 'একজন শিক্ষক কলেজে কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা ডিউটি করবেন। সকাল ১১টার সময় এসে দেখি কোনও শিক্ষক আসেননি। কয়েকজন ১১টা ৫০ মিনিটে এসে অ্যাটেনড্যান্সের খাতায় সই করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁদের গিয়ে বলি যে তাঁদের জন্য ছাত্ররা ক্লাসে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা মানতে চাননি।'

যদিও অভিযোগ ওঠা শিক্ষকরা বিক্ষোভকারীদের একাংশকে বহিরাগত বলে পালটা অভিযোগ করেন। এক শিক্ষক কাঞ্চন রায়ের কথায়, 'যাঁরা এদিন কলেজে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই কলেজের কেউ নন।' কয়েকদিন আগেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে কলেজের টিআইসিই তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে গভর্নিং বডির সভাপতিকে চিঠি দেন। প্রথমে কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সদস্যরা টিআইসির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। সেই অনাস্থাকে সমর্থন করে কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষক দিনভর টিআইসির ঘরে অবস্থান বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন। এরপরই টিআইসি পদত্যাগপত্র জমা দেন। যদিও গভর্নিং বডি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। এরই মধ্যে এদিন টিআইসির পদত্যাগ প্রত্যাহারের দাবিতে পড়ুয়াদের একাংশ সরব হন।

যদিও শিক্ষকদের অভিযোগ, টিআইসির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিষয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। বরং বহিরাগতদের দিয়ে কলেজে ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কলেজের কিছু পড়ুয়াদের দাবি, এদিন যাঁরা কলেজে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে অনেককেই তাঁরা চেনেন না। পাশাপাশি শিক্ষকদের অনিয়মিত ক্লাস নেওয়ার অভিযোগও মিথ্যে। শুভজিৎ দাস নামে ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্র বলেন, 'এখনও আমাদের রুটিন তৈরি হয়নি। তাই আমরা জানি না কখন কার ক্লাস। তবে গোটা কলেজে আমাদের বিভাগেই সবচেয়ে ভালোভাবে ক্লাস হয়।'

আরও ছয় মনীষীর মূর্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : আগে থেকে বসানো মূর্তির দশাই বেহাল। এরই মাঝে শহরে নতুন করে আরও ছয় মনীষীর মূর্তি বসাতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ওই তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বীর চিলারায়ের মূর্তি রয়েছে। শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু করে দেশবন্ধুপাড়া, ইস্টার্ন বাইপাস সহ একাধিক জায়গায় আরও ছয়টি পূর্ণাবয়ব এবং আবক্ষ মূর্তি বসানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পুরনিগমে মূর্তি কমিটির বিশেষ বৈঠক ডেকে ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'শহরে আমরা বেশ কয়েকটি মূর্তি বসাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসবে এয়ারভিউ মোড়ে। শিল্পী যোগেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই মূর্তি তৈরি হবে এবং বসানোর কাজ হবে।'

শিলিগুড়ির একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'শহরে আগে বসানো মূর্তিগুলিকে ভালো করে রাখা হোক। আগের মূর্তিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না। সদিচ্ছা থাকতে হবে, মূর্তিগুলি পরিষ্কার রাখতে হবে। তারপর নতুন মূর্তি বসানোর কথা ভাবা উচিত।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীর চিলারায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্রফুল্ল চাকি, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানো হবে। এয়ারভিউ মোড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসবে। মূর্তি তৈরি হচ্ছে শিল্পী যোগেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে। তৈরি করছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান। মহাবীরস্থানে উড়ালপুলের নীচে বসবে চিত্তরঞ্জন দাশের আবক্ষ মূর্তি। বাঘা যতীন পার্কে বসবে বাঘা যতীনের ফাইবারের মূর্তি। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বসানো হবে বিআর আম্বেদকরের মূর্তি। ইস্টার্ন বাইপাসে বসানো হবে বীর চিলারায়ের মূর্তি। নাতির অনুরোধে দেশবন্ধুপাড়া এলাকায় প্রফুল্ল চাকির মূর্তি বসানোর জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে চলন্তিকা কালী মন্দিরের কাছে বসানো হবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্তি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানোর জন্যে যোগেন চৌধুরী এবং তাঁর সহযোগীরা এসে শিলিগুড়ি ঘুরে গিয়েছেন। তাঁরা এলাকা পরিদর্শন করে পুরকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে গিয়েছেন। বাকি মূর্তিগুলি বসানোর জন্য জায়গা দেখবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মূর্তি কমিটি। কোথা থেকে মূর্তিগুলি তৈরি করা হবে সেগুলিও তারাই দেখবে বলে জানা গিয়েছে। মূর্তি বসানোর পর সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্যে লোক রাখা হবে। মূর্তি কমিটির সদস্যরাই মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পুরনিগমকে রিপোর্ট দেবেন। সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে।

এদিকে, যে মূর্তিগুলি আগে থেকেই শহরে রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে। কোথাও কোথাও মূর্তির গায়ে কাক এবং পাখির বিষ্ঠা লেগে থাকছে। তাই আগে ওই মূর্তিগুলি পরিষ্কার করা এবং মূর্তির ওপর শেড দেওয়ার দাবি উঠেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এগুলি সব আইওয়াশ। আগের মূর্তিগুলির কোনও সংস্কার নেই, রক্ষণাবেক্ষণ নেই। এখন আবার নতুন করে মূর্তি বসাবে বলছে।'

দেখভালের প্রশ্ন

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসবে এয়ারভিউ মোড়ে
- মহাবীরস্থানে উড়ালপুলের নীচে বসবে চিত্তরঞ্জন দাশের আবক্ষ মূর্তি
- বাঘা যতীন পার্কে বসবে বাঘা যতীনের ফাইবারের মূর্তি
- পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বসানো হবে বিআর আম্বেদকরের মূর্তি
- ইস্টার্ন বাইপাসে বসানো হবে বীর চিলারায়ের মূর্তি
- দেশবন্ধুপাড়ায় প্রফুল্ল চাকির মূর্তি বসানোর জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে

হাসমি চকে পথসভায় ভাষণ দিচ্ছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। ছবি : সূত্রধর

হুঁশিয়ারি শালিনীর

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : পুরনিগমের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'তিন বছর ধরে রাস্তা, নিকাশিনালার সংস্কার, সাফাইকর্মীর অভাবের ব্যাপারে একাধিকবার লিখিত আকারে পুরনিগমে জমা দেওয়া হলেও, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে এই সাংবাদিক বৈঠক করলাম।' তিনি আরও বলেন, 'দলের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনে সমস্ত বিজেপি কাউন্সিলাররা একত্রিত হয়ে এবার আন্দোলনে নামব। কারণ, বিরোধী ওয়ার্ড বলে আমাদের ওয়ার্ডগুলোতে কাজ করা হচ্ছে না।'

সম্প্রতি বিজেপির দখলে থাকা ৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করতে এসে একযোগে বিজেপির ওপর আক্রমণ শানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে শুরু করে মেয়র, ডেপুটি মেয়র। তাঁরা পরিষ্কার বলেছিলেন, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড পিছিয়ে রয়েছে। দুটো ওয়ার্ডেই কাউন্সিলার কাজ করতে পারছেন না। এই দুটো ওয়ার্ড বিজেপির দখলে রয়েছে। যদিও শাসকদলের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব থেকেই যে তাঁদেরই কাজ দেওয়া হচ্ছে না, সেটা এদিন পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন শালিনী। নিজের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আগে আমাদের ওয়ার্ডে ২২ জন সাফাইকর্মী ছিলেন, এখন কমে সাতজনে দাঁড়িয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'শিবাজি রোড, নন্দলাল ছাঙ্গোই রোড, কলাহাটি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভেঙে রয়েছে। বারবার চিঠি দেওয়া হলেও সেটা সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলছেন, 'শালিনী যে অভিযোগ তুলেছেন, তা একদম সত্য।' যদিও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বৈষম্যের অভিযোগ একেবারে মিথ্যে। আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই কাজ করছি।'

সিপিএমের পথসভা

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং রাজ্য সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার রাস্তায় নামল সিপিএম। শুক্রবার হাসমি চকে রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে দলের পক্ষ থেকে পথসভা করা হল। উপস্থিত ছিলেন জীবেশ সরকার, মুকুল সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতারা। দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'যোগ্য শিক্ষকরা চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। মধ্যবিত্তের কথা না ভেবে কেন্দ্র রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। আমরা এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাই।'

স্বাস্থ্য শিবির

ইসলামপুর, ১১ এপ্রিল : পুরাতনপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। শিবিরে স্থানীয় মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পান। বিনামূল্যে দেওয়া হয় ওষুধও। ইসলামপুরের চিকিৎসকরা মোট ১৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক শ্রাবন্তী কর্মকার।

রংদার

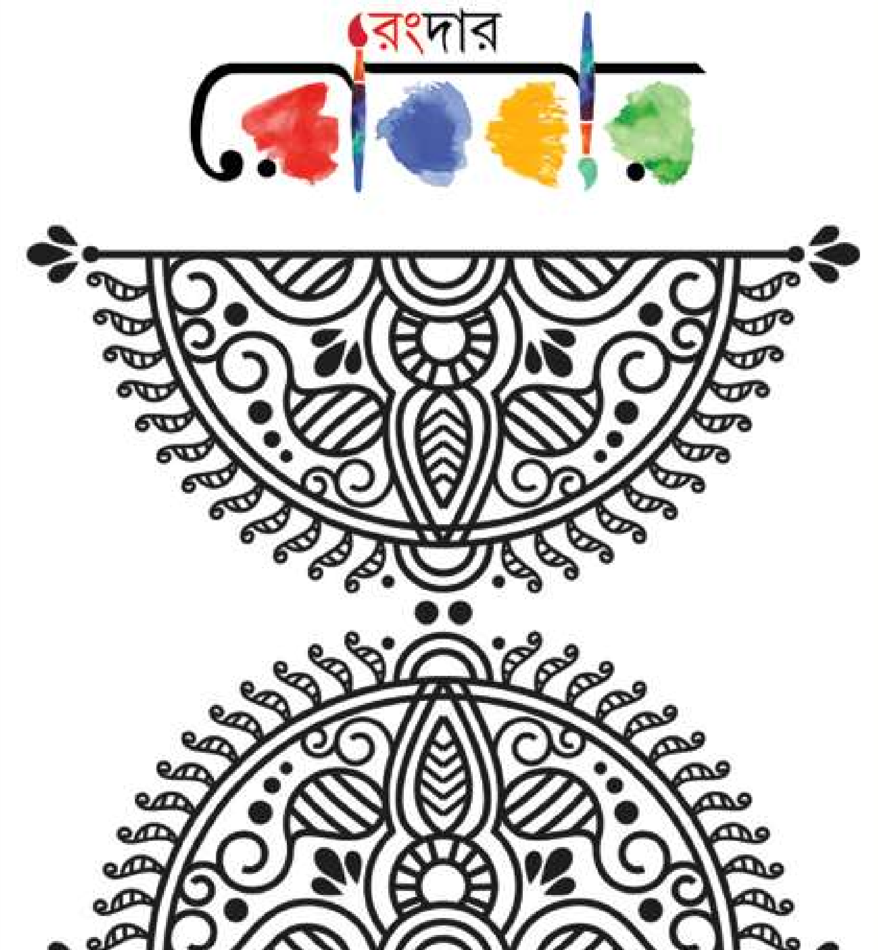

বাঙালিয়ানা

প্রায় চলেই এল পয়লা বৈশাখ। বাঙালি যেদিন বাংলা তারিখ মনে রাখে। নতুন বছরের প্রেক্ষাপটে দেখা যেতে পারে, সাহিত্য-খেলা-গানের জগতে কী জায়গায় রয়েছেন বাঙালিরা। বাঙালি মেয়েদের পরিস্থিতি কীভাবে পালটেছে।

প্রচ্ছদ কাহিনী রূপক সাহা, হর্ষ দত্ত, যশোধরা রায়চৌধুরী ও সৌমিত্র রায়
গল্প বিপুল দাস
নিবন্ধ বাংলা মুদ্রণশিল্পের পুরোধা পঞ্চানন কর্মকারকে নিয়ে সাগর সেন
কবিতা সোমা দাশ, পিয়ালী দাস দে, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ, সুকুমার সরকার, হাবিবুর রহমান, তনুশ্রী পাল ও মধুমিতা দাস
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

চিকিৎসক ধৃত

শিশু পাচারের অভিযোগে হুগলির উত্তরপাড়া থেকে পুলিশ এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে। দুটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

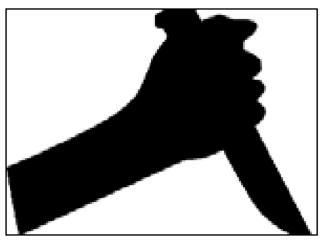

মাকে খুন

মাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ছেলেকে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজারহাটের একটি অভিজাত আবাসনে। ধৃত সৌমিক মজুমদার মানসিক অবসাদ থেকে খুন করেছেন বলে অনুমান।

বোমা উদ্ধার

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে জল প্রকল্পের একটি বন্ধ ঘর থেকে ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডাকাতি

সার্ভে পার্ক থানা এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ওই ব্যাংকেরই কর্মী। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। শুক্রবার ভাঙড়ের বাকড়ি গ্রামে নিজের বাড়িতেই তিনি মারা যান। গত কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে বাম জমানার সময় থেকেই তিনি ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছিলেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালে সিপিএম থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। তখন তিনি ভারতীয় ন্যায়বিচার পার্টি তৈরি করেন। কিন্তু ওই পার্টি বেশিদিন টিকিয়ে না রাখতে পেরে ২০১৬ সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সেই বছর ভাঙড় কেন্দ্র থেকে তিনি বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী হন। বয়সের কারণে ২০২১ সালে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন অর্ধদিবসের পর সরকারি অফিসে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

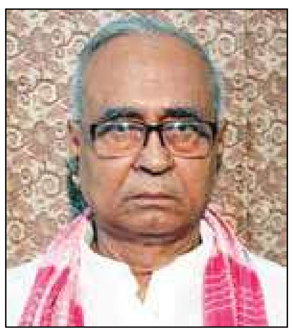

সিপিএমের এই দাপুটে নেতা ১৯৯৪ সাল থেকে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বাম আমলের শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সম্পর্কের অবনতি হয়। নিজেকে 'চাষার ব্যাটা' পরিচয় দেওয়া আবদুর রেজ্জাক মোল্লা সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধী ছিলেন। ২০১১ সালে বাম জমানার পতনের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য ছিল, 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে গিয়েছে।' সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দলের সংঘাত আরও বাড়ে। অবশেষে ২০১৪ সালে দল তাঁকে বহিষ্কার করে।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার সহকর্মী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার প্রয়াণে আমি শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি রাজ্য মন্ত্রীসভায় আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সম্মান করতাম। একসময় অন্য ধারার রাজনীতি করলেও মা-মাটি-মানুষের সরকারে তাঁর মিলিত হয়ে যাওয়া ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর প্রয়াণে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।'

ছুটির মেয়াদ নিয়ে ধাঁধা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শুরু হবে বলে শুক্রবার নির্দেশিকা জারি করল রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তর। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ছুটি চলবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, অত্যন্ত গরম পড়ার কারণে গরমের ছুটি এই বছর এগিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ১২ মে-র পরিবর্তে গরমের ছুটি শুরু হবে ৩০ এপ্রিল থেকে। তবে গরমের ছুটির কারণে পঠনপাঠনে যে বিঘ্ন ঘটবে, তা স্কুল খুললে অতিরিক্ত ক্লাস করিয়ে পূরণ করতে হবে বলে নির্দেশিকায় জানিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর।

এসএসসি অফিসের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। শুক্রবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী

নেপথ্যে 'চারমূর্তি'

এসএসসি দুর্নীতিতে দাবি সিবিআইয়ের

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে চাকরিহারাদের আন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে চার ব্যক্তিকে স্কুল সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতির অন্যতম কারিগর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২২ সাল থেকে এই দুর্নীতির তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আদালতে তারা একাধিক চার্জশিট জমা দিয়েছে। সেই চার্জশিটে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক প্রভাবশালীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে এসএসসির তিন উচ্চপদস্থ কর্তা ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক কর্তাকে মিলিয়ে 'চারমূর্তি' হিসেবে বারবার তাঁদের নাম চার্জশিটে তুলে ধরেছে সিবিআই। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের শুরু থেকে বহু অভিযোগ এনেছেন তদন্তকারীরা। উত্তরপত্র নষ্ট হওয়ার ফলে যোগ্য, অযোগ্যদের আলাদা করা যায়নি। আর এই ওএমআর শিট নষ্টের অভিযোগ রয়েছে এই চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শান্তিপ্রসাদ সিনহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, অশোক সাহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে দুর্নীতির চারমূর্তি হিসেবে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। কারণ, উত্তরপত্রে তথ্য নষ্টের কারণে যোগ্য, অযোগ্য আলাদা করতে না পারার জটিলতা তৈরির মূলে ছিলেন এই চারমূর্তি।

সিবিআইয়ের অভিযোগ, শান্তিপ্রসাদ সহ বাকিরা দুর্নীতির ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শান্তিপ্রসাদ অযোগ্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ ও টাকা তোলার জন্য মিডলম্যানদের নিয়োগ করতেন। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অযোগ্যদের জন্য জাল সুপারিশপত্র তৈরি, অযোগ্যদের বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগ, ওএমআর শিটের তথ্য নষ্ট, পার্থর নির্দেশে বিক্ষোভকারী চাকরি প্রার্থীদের বেআইনি নিয়োগও করেছিলেন শান্তিপ্রসাদ। তেমনই সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও সিবিআইয়ের বহু অভিযোগ রয়েছে।

কমিশনের সার্ভারে ওএমআর শিটের নম্বর বদলের নির্দেশ দেওয়া, অযোগ্যদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের প্রভাবিত করা, উত্তরপত্রের ব্যাকআপ ও সফটকপি নষ্টের ষড়যন্ত্র করেছিলেন সুবীরেশ। অশোক সাহার নির্দেশেও এই ধরনের বেআইনি কাজ হয়েছিল বলে দাবি সিবিআইয়ের।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে অযোগ্যদের কাছে নিয়োগপত্র পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। এছাড়াও একাধিক মিডলম্যান, এসএসসির দপ্তরে কর্মরতদের এই বেআইনি কাজে যুক্ত থাকারও অভিযোগ করেছে সিবিআই।

কাঠগড়ায় যাঁরা

শান্তিপ্রসাদ সিনহা
সুবীরেশ ভট্টাচার্য
অশোক সাহা
কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

শিক্ষকদের নিয়ে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলকে কেন্দ্র করে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরের অন্তর্দ্বন্দ্ব কার্যত প্রকাশ্যে আসছে। দল এই মুহূর্তে চাকরিহারাদের আন্দোলনের মোকাবিলায় পালটা বাম আমলের এই জাতীয় ঘটনাগুলিকে প্রচারে আনার ব্যাপারে দলের সাংসদ, বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিদের রীতিমতো প্রচারে নামার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও তাঁদের এইভাবে প্রচারে নেতৃত্ব দিতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিছু মিছিল করা হলেও তেমন ব্যাপক সাড়া মিলছে না। বিশেষ করে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে নীরব রয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্য যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষের এই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া নিয়ে দলের অন্দরে চাপা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

ওই ঘটনা নিয়ে সায়নী বলেছেন, 'পুলিশের আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল। পুলিশের সবক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়া উচিত।' সায়নীর এই প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে চাপা অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশই প্রকাশ্যে আসছে। কারণ ইতিমধ্যেই কসবার ডিআই অফিসের ওই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং আরও কয়েকজন নেতা তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'চাকরিহারারা (আন্দোলনকারীদের) ডিআই অফিসে গেলেন কেন?' পরোক্ষে ওই ঘটনায় পুলিশি 'অ্যাকশন'কেই তাঁরা সমর্থন করেছেন। আর এখানেই তৃণমূলের অন্দরে জটিলতার শুরু। একই ঘটনায় সায়নী এক প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন, অন্যদিকে দলের দায়িত্বশীল নেতারা অন্যরকম বলছেন। এই বৈপরীত্যেই চাপা দ্বন্দ্বের শুরু দলের অন্দরে।

শুক্রবার তৃণমূল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। অবিলম্বে দলের এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করে দলকে কঠিন মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর চরম আস্থাভাজন দলের রাজ্য সভাপতি প্রবীণ সুব্রত বক্সী চিকিৎসার কারণে

বক্সী ফিরলেই বৈঠক

হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটাতে কিছুটা হলেও মুখ্যমন্ত্রীকে বেগ পেতে হচ্ছে। দলের খবর, ১৭ এপ্রিল বক্সীর নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা। তিনি ফিরলে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই নিয়ে সবিস্তার কথাবার্তা হবে। যদিও দলের নিয়মিত খবরাখবর সুব্রত বক্সীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি মোটামুটি টেলিফোন মারফত যতটুকু আলোচনা করার দলের সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে তা নিয়ে কথা বলছেন।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, আরজি করের ঘটনার নিন্দা করে অভিষেক যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন, তা মোটেই মনঃপূত হয়নি দল এবং দলনেত্রীর। পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও এখন আবার চাকরিহারাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিরোধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়, দাবি সিপি'র

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : কসবা কাণ্ডে চাকরিহারাদের সঙ্গে ছিলেন বহিরাগতরাও। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীরা অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সেদিনের ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে এমনটাই দাবি করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ও যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার।

পালটা আন্দোলনকারীদের ওপর চাপ বাড়িয়ে শুক্রবার সিপি মন্তব্য করেন, 'শিক্ষকদের কর্মসূচি থেকে পুলিশকে আক্রমণ করা হবে, তা প্রত্যাশা করা যায় না। পুলিশকে মারধর করা হয়েছে। তাহলে পুলিশ কী করবে? যাঁর বিরুদ্ধে লাথি মারার অভিযোগ করা হচ্ছে, তিনি নিজেই আক্রান্ত হয়েছেন।'

তবে পুলিশের এইসব দাবি অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন চাকরিহারারা। এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে চারটি ফুটেজ সামনে আনা হয়। তাতে প্রতিটি ঘটনার সময় উল্লেখ করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ তোলা হয়। পালটা অভিযোগ অস্বীকার করেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কসবা ডিআই অফিসের তরফে পাওয়া অভিযোগ ও পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দুটি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ডিআই অফিসের তরফে করা মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের লাথি মারায় অভিযুক্ত এসআই রিটন দাসকে। পরবর্তীতে বিতর্কের জেরে তদন্তভার থেকে সরিয়ে দিয়ে এসআই সঞ্জয় সিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

> শিক্ষকদের কর্মসূচি থেকে পুলিশকে আক্রমণ করা হবে, তা প্রত্যাশা করা যায় না। যাঁর বিরুদ্ধে লাথি মারার অভিযোগ করা হচ্ছে, তিনি নিজেই আক্রান্ত হয়েছেন।
>
> **মনোজ ভার্মা** *সিপি*

পুলিশ কমিশনার এদিন দাবি করেন, 'আমরা আশা করেছিলাম, যা কর্মসূচি তাতে কেবল শিক্ষকরাই আসবেন। কিন্তু যখন ওঁরা পৌঁছোলেন, তখন আমাদের কাছে খবর এল শিক্ষকদের সঙ্গে বহিরাগতরা রয়েছেন। শিক্ষকরা ওখানে গিয়ে হিংসাত্মক কাজ করবেন, মারধর করবেন কেউ আশা করেনি। বহিরাগতদের উপস্থিতি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন। তদন্তের স্বার্থে এখনই সেটা সামনে আনা হবে না।'

অভিযুক্ত এসআইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মনোজ বলেন, 'একজন পুলিশকর্মীকে তিনদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছে। তাঁকে ১৪ দিন বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। লাথি মারায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের কুঁচকিতে আঘাত করা হয়েছে। তাঁর কানের ওপর চড় মারা হয়েছে। তাঁর কানের পর্দা ফেটে গেলে কে দায় নিত? চশমার ওপর আঘাত করা হয়েছে। তাতে তাঁর চোখ নষ্ট হতে পারত। ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেটা দেখছি। পুলিশের বিরুদ্ধে নানা বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা পুলিশকে আক্রমণ করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কী বলা হল? পুলিশকে আক্রমণ করলে পুলিশ কী করবে? আরজি করের সময়ও দেখেছেন পুলিশ কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।'

রেড রোডে হনুমানজয়ন্তী পালন নয়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : হনুমান জয়ন্তীর দিন রেড রোডে এক সংগঠনকে হনুমান চালিশা পাঠ করার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। একক বেঞ্চে তাদের আবেদন খারিজের পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চেও কর্মসূচিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের একক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, নতুন করে কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ধর্মীয় কর্মসূচি করার অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সবপক্ষকে হলফনামা আকারে বক্তব্য পেশ করতে হবে। তারপরই ওই সংগঠন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, রাজ্যের পরামর্শ মতো রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ বা শহিদ মিনারে কর্মসূচি করা যেতে পারে। তবে রেড রোডে কর্মসূচির আবেদন খারিজ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি নৌশাদের

ওয়াকফ বিল নিয়ে বৈঠকে বসছেন মমতা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে এবার বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করতে চলেছে তৃণমূল। ১৬ এপ্রিল ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম শুক্রবার বলেন, '১৬ এপ্রিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বসবেন। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরবেন। একই সঙ্গে এই আইনের বিরুদ্ধে আমরা শীর্ষ আদালতে লড়াই করব। ওয়াকফের নাম করে এই রাজ্যে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। বাংলা সর্বধর্মের তীর্থস্থান। এখানে বিশৃঙ্খলার কোনও জায়গা নেই।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করে ফিরহাদ বলেন, 'ওদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। ধর্মীয় বিভাজন করে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে। আগেরবার ওরা ২০০ পারের স্বপ্ন দেখিয়ে পগারপার হয়ে গিয়েছিল। এবার ওদের শেষ আশা, হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করা। কিন্তু বাংলা রামকৃষ্ণ দেবের তীর্থস্থান। এখানে বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।'

রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর না করতে প্রস্তাব গ্রহণ এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এই প্রস্তাব পাশ করানোর উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা উচিত।'

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় রাজপথে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে ওয়াকফ ইস্যুতে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসবে কি না, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। মুখ্যমন্ত্রী ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বৈঠক করার পর এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলেও নবান্ন সূত্রে খবর।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অসন্তোষ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকার কোর এরিয়াতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'কোর এলাকায় এই নির্মাণ হতে পারে না। এই বিষয়ে রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে হবে। এর আগে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছিলেন, ওই এলাকায় কোনও স্টোন ক্র্যাশার নেই। তাহলে এই বেআইনি নির্মাণের বিষয়টিও জেলা শাসকের দেখা উচিত। সংরক্ষিত এলাকা নজরদারির জন্য জেলা স্তরের কমিটি রয়েছে। সেই কমিটিতে নিশ্চয়ই জেলা শাসক রয়েছেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত করুক।' সংরক্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু গাইডলাইন রয়েছে। সেই গাইডলাইন কার্যকর করার জন্য রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান বিচারপতি। তবে রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, 'আপনারা পদক্ষেপ করুন। নয়তো আদালত ব্যবস্থা নেবে।'

বক্সা সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় পর্যটন ভিলেজ তৈরি হওয়ার বিরুদ্ধে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। হোম স্টে, রিসর্টগুলি বন্ধ রাখারই নির্দেশ দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, 'সংরক্ষিত এলাকায় মানুষের অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর প্রাণীরা বিপন্ন হয়েছে। মুখ্যসচিব ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছিলেন, বেসরকারি ৬৯টি ও রাজ্যের ১১টি বাণিজ্যিক হোম স্টে, রিসর্ট ছিল। রাজ্য নিয়ন্ত্রিত রিসর্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার কাছে সংরক্ষিত এলাকায় বেআইনি নির্মাণের ছবি রয়েছে। হোম স্টের নাম করে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আইন অনুযায়ী ওই এলাকার জনজাতিদের জীবনধারনের জন্য কিছু ছাড় থাকলেও তারা বেনিফিসিয়ারি হতে পারে না।' এদিন রাজ্যের আইনজীবী হিসেবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। ২১ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।

তেষ্টা মেটানো। শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই

মন্ত্রীদের জেলায় যেতে নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : নবান্নে শুধু দপ্তরে বসেই কাজ করলে হবে না। জেলায় যেতে হবে মন্ত্রীদের। দপ্তরের কাজ কীভাবে চলছে, সরেজমিনে তা দেখতে হবে। এতদিন নিজে জেলায় জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন মন্ত্রীরাও জেলায় জেলায় গিয়ে তাঁদের দপ্তরের কাজকর্ম তদারকি করুন। কোথাও কোনও সমস্যা হলে তা দূর করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নিতে হবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দেওয়ার পরে তাঁরা জেলায় জেলায় যেতে শুরু করেছেন। সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট। তার আগে আরজি কর, চাকরি বাতিলকে কেন্দ্র করে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শহর এবং বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় বিরোধীদের এই প্রচারের আঁচ যাতে না গিয়ে পড়ে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শাসকদল তৃণমূল ড্যামেজ কন্ট্রোলেরও সার্বিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের নিশ্চিত অনুমান, মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন শহর এবং গ্রাম বাংলায় সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং কাজকর্মের প্রচার তুঙ্গে উঠুক। জেলায় জেলায় দপ্তরের কাজ দেখতে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা জেলা সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগে। এমনিতেই একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দিল্লি থেকে টাকা আসা বন্ধ। রাজ্য সরকার নিজেই এই দুই ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের এই উন্নয়নমূলক দুই প্রকল্পের কাজ নিঃসন্দেহে শাসকদলের প্রচারের বড় হাতিয়ার। তাই নবান্ন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত দপ্তরের দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও বেচারাম মান্না সদলবলে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে পৌঁছেছেন। দুই জেলায় দপ্তরের কাজকর্ম কীরকম চলছে, তা সরেজমিনে পর্যালোচনা করার জন্য শুক্রবার তাঁরা প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন। বৈঠকে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েতসচিব ও দপ্তরের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক। অতিসম্প্রতি রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন একই লক্ষ্যে। নবান্ন প্রশাসন সূত্রের খবর, গুরুত্বপূর্ণ অনেক মন্ত্রীই ইতিমধ্যেই তাঁদের জেলা সফর চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে সরকার ও দলকে রীতিমতো দায়িত্বশীল অবস্থায় পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী এত ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন কর্মসূচি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। নবান্নে এদিন তাঁর সচিবালয় সূত্রের খবর, বর্তমানে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে আবার জেলা সফর শুরু করবেন।

চলতি বছরে ৪২টি নতুন সেতু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : রাজ্যের প্রায় ২২০০ সেতু ও উড়ালপুলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করবে পূর্ত দপ্তর। চলতি মাসেই এই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে পূর্ত দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাতে ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পূর্ত দপ্তরের কাছে খবর আছে, ১৭৬টি সেতুর সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন রয়েছে। বর্ষার আগেই ওই সেতুগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করে দিতে চায় পূর্ত দপ্তর।

সম্প্রতি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। সেখানেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেতু ও উড়ালপুলগুলির স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট তিনি চান। এর আগে লোকসভা ভোটের পর পূর্ত দপ্তর বেশ কয়েকটি সেতুর সংস্কার করেছিল। কিন্তু আরও ১৭৬টি সেতু ও উড়ালপুলের দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন বলেই পূর্ত দপ্তরের কাছে রিপোর্ট আছে। তাই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার আগে সেতুগুলির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

২২০০ সেতু ও উড়ালপুলের পরীক্ষা

এছাড়াও চলতি আর্থিক বছরে গঙ্গাসাগর সেতুর কাজেও হাত দিচ্ছে রাজ্য সরকার। গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য চলতি আর্থিক বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে ৪২টি নতুন সেতু তৈরি করবে। কালনা ও শান্তিপুরের মধ্যে সংযোগকারী সেতু, তেহট্টে জলঙ্গি নদীর ওপর সেতু এবং মুর্শিদাবাদে বাবলা নদীর ওপর লোহাদহ ঘাট সেতু তৈরির কথা রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের সড়ক শাখা পাহাড় ও উত্তরবঙ্গে ৬টি নতুন সেতু তৈরি করবে। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা সেতুগুলির স্বাস্থ্যপরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, অতি দুর্বল সেতুগুলির সংস্কার না করে সেখানে নতুন সেতু তৈরি করা হবে। পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'এবারের বাজেটেই আমরা নতুন সেতু তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। খুব শীঘ্রই তার টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

এই মুহূর্তে পূর্ত দপ্তরের অধীনে ২২২০টি সেতু ও উড়ালপুল রয়েছে। সেগুলির মধ্যেই ১৭৬টি সেতুর সংস্কার দ্রুত প্রয়োজন বলে মনে করছেন পূর্ত দপ্তরের কর্তারা।

ঢাকায় মঙ্গল শোভাযাত্রার নামও বদল

ঢাকা, ১১ এপ্রিল : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশে এখন সবকিছুই উলটে যাচ্ছে, পালটে যাচ্ছে। প্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। এমনকি তাঁর ইতিহাসবিজড়িত ধানমন্ডির বাড়িটিও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কট্টরপন্থী, মৌলবাদীরা। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের উজ্জ্বলতাও ইউনূস জমানায় ফিকে হয়ে গিয়েছে। এবার ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত মঙ্গল শোভাযাত্রারও নাম বদলে গেল। নতুন নাম হয়েছে বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা। শুধু বর্ষবরণের শোভাযাত্রা নয়, চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের নাম বদলেরও।

শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের কথা জানানো হয়। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে ঢাকার রাজপথ মুখরিত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রায়। বাঙালি জাত্যভিমান এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায় ওই শোভাযাত্রায়। কিন্তু হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে যেভাবে নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি লুপ্ত হচ্ছে, তাতে শোভাযাত্রার নাম বদল ঘিরে জল্পনার পারদ চড়ছিল অনেকদিন ধরেই। ১৯৮৯ সাল থেকে পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রা বেরোচ্ছে। শুরুতে নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা। কিন্তু নয়ের দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে অমঙ্গলকে দূর করে মঙ্গলের আহ্বান জানিয়ে সেই নাম বদলে রাখা হয়েছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা। ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো সেটিকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছিল।

ফের বিজেপি-এডিএমকে গাঁটছড়া

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল : মেরেকেটে ১ বছর ৬ মাস ১৭ দিন। লোকসভা ভোটের কয়েক মাস আগে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিজেপি ও এনডিএ-র সঙ্গে জোটসম্পর্কে ইতি টানে এআইএডিএমকে। কিন্তু আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে ফের ভোল বদলাল তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে বিজেপি-এআইএডিএমকে গাঁটছড়া বাঁধার কথা ঘোষণা করেন। সেইসময় তাঁর পাশেই বসেছিলেন এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক ই পালানিস্বামী এবং তামিলনাড়ু বিজেপির বিদায়ি সভাপতি কে আন্নামালাই। শা জানিয়ে দেন, সর্বভারতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ লড়লেও তামিলনাড়ুতে জোটের মুখ হবেন পালানিস্বামী। শুধু জোট মেরামত নয়, এআইএডিএমকের সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ রাখতে রাজ্যে দলের সভাপতি পদেও রদবদল ঘটানো হয়েছে। আন্নামালাইকে সরিয়ে নতুন বিজেপি সভাপতি হয়েছেন নায়নার নগেন্দ্রন।

এর আগে নয়াদিল্লিতে গিয়ে অমিত শা-র সঙ্গে প্রয়াত জয়ললিতার দলের নেতারা দেখা করেছিলেন। সেইসময় থেকেই জোট জল্পনা শুরু হয়েছিল। শুক্রবার তাতে সিলমোহর দেন শা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দ্রাবিড় রাজনীতিতে বহু চেষ্টা করেও দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ বিজেপি। বরং ডিলিমিটেশন, ত্রিভাষা নীতি নিয়ে শাসক ডিএমকের কট্টর অবস্থানের জেরে গেরুয়াশিবিরের পক্ষে তামিলনাড়ুতে হালে পানি পাওয়া রীতিমতো কঠিন হয়ে গিয়েছে।

আনন্দপুর ধামে পুজো দিলেন নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরে।

কাশী আমার, আমি কাশীর : প্রধানমন্ত্রী

নিজের লোকসভা কেন্দ্রে আবেগঘন নমো

বারাণসী, ১১ এপ্রিল : নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে মোট ৩৯০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস ও সপার বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি তাঁর আমলে বারাণসীতে যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়েছে সেই ফিরিস্তিও তুলে ধরেন মোদি। ভোজপুরি ভাষায় তিনি বলেন, 'সপা ও কংগ্রেসের মতাদর্শ হল পরিবার কা সাথ, পরিবার কা বিকাশ। কিন্তু কাশী আমার, আমি কাশীর। আমার কাশী এখন শুধু পুরোনো নয়, প্রগতিশীলও বটে। পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কাশী।'

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল প্রমুখ। বারাণসীর উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা বলতে গিয়ে ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মোদি। তিনি বলেন, 'কাশীর তরুণ সমাজ প্রস্তুত হও। অলিম্পিক আসছে।'

এদিন শুধু স্থানীয় সাংসদ হিসেবে নয়, নিজের প্রশাসনিক ভাবমূর্তিকেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি বারাণসীতে ১৯ বছরের এক তরুণীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল। বারাণসীতে পা দিয়েই

> কাশী আমার, আমি কাশীর। আমার কাশী এখন শুধু পুরোনো নয়, প্রগতিশীলও বটে। পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কাশী।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

এদিন প্রথমে ওই ঘটনার তদন্তের খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন পদস্থ আধিকারিকদের। সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, বারাণসী পৌঁছেই শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী পুলিশ কমিশনার, ডিভিশনাল কমিশনার এবং জেলা শাসকের কাছ থেকে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে চান। সবকিছু শুনে তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেইজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করতে বলেন। নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে ৭ এপ্রিল পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করে। তাতে ১২ জনের নাম রয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি রয়েছেন আরও ১১ জন।

শুক্রবার ছিল মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মজয়ন্তী। সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মোদি বলেন, 'আমাদের মন্ত্র হল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। এই মন্ত্রই আমাদের দিশা দেখায়।

কিন্তু যাঁরা ক্ষমতালোভী এবং ক্ষমতা দখলের জন্য খেলা করে তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবারের কথা ভাবেন।' মোদি জানান, ভগবান মহাদেব যে কাশীকে রক্ষা করছেন সেই কাশীই এখন পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের রথকে টানছে। বারাণসী থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরের আনন্দপুরে ধামে যান মোদি। সেখানকার গুরুজি মহারাজ মন্দিরে পুজো দেন তিনি।

ট্রাম্পের দাওয়াইয়ে চড়ল বাজার

মুম্বই, ১১ এপ্রিল : পারস্পরিক শুল্কনীতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই অপ্রত্যাশিত স্থগিতাদেশই অক্সিজেন জোগাল বিশ্বের শেয়ার বাজারকে। বঞ্চিত রইল না বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জও। শুক্রবার বাজার খোলার সময় থেকে পাল্লা দিয়ে চড়ল বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বাজার বন্ধের সময়ও সেই ঊর্ধ্বগতি বহাল ছিল। কয়েকদিনের পতনের ধাক্কা সামলে বৃহস্পতিবারের অনুপাতে ১,৩১০ পয়েন্ট চড়েছে সেনসেক্স। সূচকের দৌড় শেষ হয়েছে ৭৫,১৫৭ পয়েন্টে। নিফটিও ৪২৯ পয়েন্ট উঠে ২২,৮২৮ পয়েন্টে স্থিতিশীল রয়েছে। বিএসই স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩ শতাংশ এবং ১.৮ শতাংশ। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ট্রাম্প নয় আরও কয়েকটি কারণে চাঙ্গা হয়েছে ভারতীয় বাজার। এর মধ্যে রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ শতাংশের বেশি না হওয়ার পূর্বাভাস, গত অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে জিডিপির আশাব্যঞ্জক ঊর্ধ্বগতির ইঙ্গিত। পারস্পরিক শুল্কনীতির বাস্তবায়ন আপাতত স্থগিত রাখলেও চিনের ওপর শুল্কের হার আরও বাড়িয়েছেন ট্রাম্প। এর ফলে চিনকে টেক্কা দিয়ে বিদেশি লগ্নিকারীদের পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে ভারত।

হেপাজতে পেয়েই রানাকে জেরা শুরু

১৮ দিনের জন্য এনআইএ-র হাতে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ১৮ দিনের জন্য এনআইএর হেপাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালত। শুক্রবার তাকে জেরা করল এনআইএ। মার্কিন মুলুক থেকে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতে নিয়ে আসা হয় রানাকে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাকে পেশ করা হয় পাতিয়ালা হাউস আদালতে।

রানাকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে এনআইএ আদালতে বলে, অভিযুক্ত ২৬/১১ হামলার চক্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং ভারতের একাধিক শহরে হামলার পরিকল্পনাতেও জড়িত ছিল। মুম্বই হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে যে বৃহত্তর চক্রান্ত ছিল তা জানার জন্য তো বটেই, এমনকি তার কাছ থেকে বিভিন্ন প্রমাণ ও তথ্য বের করে আনার জন্যও তাকে অন্তত ২০ দিনের জন্য হেপাজতে রাখা জরুরি। এনআইএ আদালতে এও জানায় যে, তদন্তের স্বার্থে মুম্বই হামলার অন্যতম মূল চক্রীকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ১৭ বছর আগের ঘটনাগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া জানা দরকার, সন্ত্রাসের তহবিল কোথা থেকে জোগাড় হত। সব শোনার পর বিচারক চন্দ্রজিৎ সিং তদন্তকারী সংস্থার আবেদন মঞ্জুর করে ১৮ দিনের এনআইএ হেপাজতে পাঠান রানাকে। এদিকে রানা ইস্যুতে বিজেপির রাজনীতি করা নিয়ে সমালোচনায় সঞ্জয় রাউত।

নজরে রানা

- ভারতের একাধিক শহরে হামলার পরিকল্পনা
- ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গে যোগাযোগ
- মুম্বই হামলার আগে স্ত্রী সামরাজের সঙ্গে দিল্লি, হাপুর, আগ্রা, কোচি, আহমেদাবাদ ও মুম্বই ভ্রমণ
- এই ভ্রমণ ছিল হামলার প্রস্তুতির অংশ
- রানাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ১৭ বছর আগের ঘটনার পুনর্গঠন

আদালতের নির্দেশ, প্রতিদিন অন্তত একবার রানার স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন অন্তর রানা নিজের আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তবে দেখা করার সময় এনআইএ-র আধিকারিকদের কাছাকাছি থাকতে হবে। এছাড়া রানাকে শুধুমাত্র সফট টিপ পেন ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে আদালত।

এনআইএ-র এক আধিকারিক বলেন, 'রানার দীর্ঘ হেপাজত প্রয়োজন। কারণ, তাহলেই পুরো ষড়যন্ত্রের খুঁটিনাটি বের করে আনা সম্ভব হবে। মুম্বই হামলায় যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা অন্য শহরেও প্রয়োগের পরিকল্পনা ছিল কি না, ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গে তার যোগাযোগ কতটা ছিল, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রানাকে আদালতে পেশের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এনআইএ-র দুই ডিআইজি, এক আইজি এবং দিল্লি পুলিশের পাঁচজন ডিসিপি। হেপাজতের এই ১৮ দিনে ২০০৮ সালের ভয়াবহ হামলার পিছনে থাকা গোটা পরিকল্পনা উন্মোচনের লক্ষ্যেই রানাকে জেরা করবে এনআইএ। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সেই ভয়াবহ হামলায় ১৬৬ জন নিহত এবং ২৩৮ জনেরও বেশি আহত হন।

গোয়েন্দাদের দাবি, মুম্বই হামলার আগের দিনগুলিতে রানাকে তার স্ত্রী সামরাজ রানার সঙ্গে দিল্লি, হাপুর, আগ্রা, কোচি, আহমেদাবাদ ও মুম্বই সহ ভারতের একাধিক শহরে দেখা গিয়েছিল। এসব ভ্রমণ নিছক পর্যটন ছিল না, বরং সেগুলি ছিল হামলার প্রস্তুতির অংশ।

রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে পেরে স্বস্তিতে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। তিনি বলেন, 'আমরা তাহাউর রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণ করেছি, যাতে সে মুম্বই হামলার পরিকল্পনায় ভূমিকার জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে বহুদিন ধরে এই ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে এসেছে। আমি খুশি যে অবশেষে সেই দিনটি এসেছে।'

'পলায়ন রোকো, নকরি দো' পদযাত্রার বিক্ষোভে আটক হলেন কানহাইয়া কুমার। পাটনায়। -পিটিআই

বেলাগাম কন্যাভ্রূণ হত্যা হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিল : 'টেনশন মত লো...লড়কি হোগি তো সাফাই ভি কর দেঙ্গে। আগলি বার বেটা চাহিয়ে তো দাওয়াই ভি হ্যায়।' (অর্থাৎ, চিন্তা করবেন না...মেয়ে হলে সাফ করে দেব। পরের বার ছেলে চাইলে তার ওষুধও আছে।) কান পাতলেই হরিয়ানার নানা এলাকায়, বিশেষ করে হিসার জেলার বারওয়ালা ও হাঁসিতে এমন ফিসফাস কানে আসবে আপনার। ওইসব এলাকায় কন্যাভ্রূণ হত্যার নৃশংস চক্র এখন ওপেন সিক্রেট। সেখানে কোথায় লাগে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান!

খাতায়-কলমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে তা ওই খাতায় আর কলমেই। আইনকে 'বুড়ো আঙুল' দেখিয়ে হরিয়ানার নামী-বেনামী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রমরমিয়ে চলছিল এই ব্যবসা। বেলাগাম লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা সামনে আসার পর অবশেষে বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় নড়েচড়ে বসল সরকার। গোটা ঘটনার তদন্তে টাস্ক ফোর্স গঠন করার পাশাপাশি ৩০০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

গর্ভপাতের বেআইনি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত জনৈক রাকেশ আহুজা, ডা. অনন্ত রাম এবং স্বাস্থ্যকর্মী ঊষার নাম প্রকাশ্যে আসার পর তাঁরাই জানিয়ে দেন, কন্যাভ্রূণ গায়েব করতে রাজ্যজুড়ে কী চলছে।

তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, রাজ্যে ১৫০০টি মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি (এমটিপি) সেন্টার আছে। তার মধ্যে ৩০০টির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। এই চক্রের জাল কত দূর বিস্তৃত, কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে, তা খুঁজে বের করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে রাজ্য। স্বাস্থ্য দপ্তর, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন,

মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থার আধিকারিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে সেই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন হরিয়ানার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা চিকিৎসক বীরেন্দ্র যাদব।

গত কয়েক বছরে হরিয়ানায় মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। রাজ্যের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে যেখানে প্রতি ১০০০ ছেলের নিরিখে মেয়ের সংখ্যা ৯২৩ ছিল, সেখানে ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৯১০-এ।

২০১৫ সালে হরিয়ানার পানিপতে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তারপরেও কীভাবে সেখানে মেয়েদের সংখ্যার হার কমছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তার মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কন্যাভ্রূণ 'হত্যা'র অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গর্ভপাত করানো হয় এমন অনেক কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তারপরই সেই কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে প্রশাসন।

বিহারে দু'দিনে বৃষ্টির বলি ৬১

৩ রাজ্যে ১০২ প্রাণহানি

পাটনা, ১১ এপ্রিল : মৃত্যুমিছিল বিহারে। দু'দিনের ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতে রাজ্যে কমপক্ষে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণহানি সবচেয়ে বেশি নালন্দায়। সেখানে ২৩ জন মারা গিয়েছেন। এছাড়া দ্বারভাঙা, ভাগলপুর, বেগুসরাই, সিওয়ান, কাটিহার, জেহানাবাদ থেকেও মৃত্যুর খবর এসেছে। মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এদিকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঝড়, বৃষ্টিতে প্রাণহানির সংখ্যা গোপনের অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর দাবি, আরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবি করেছেন তেজস্বী।

আগামী ২৪ ঘণ্টা বিহারে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত শুধু পাটনা শহরেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪২.৬ মিলিমিটার। ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমেছে। শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও বেশিরভাগ এলাকা থেকে জল নামেনি। যার জেরে রাস্তাঘাটে ব্যাপক যানজট দেখা গিয়েছে। বন্যাদুর্গত জেলাগুলির প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ।

রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ২৫টি প্রাণহানির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। শুক্রবার আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৩৯ জন মারা গিয়েছেন বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিজনিত কারণে। বজ্র-বিদ্যুতের ফলে মৃতের সংখ্যা ২২। বিহার ছাড়াও ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণহানির খবর এসেছে উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড থেকে। ৩ রাজ্যে মৃতের মোট সংখ্যা ১০২।

মৃতদের মধ্যে অন্তত ২২ জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। রাজ্যের ১৫টি জেলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ফিরোজাবাদ, কনৌজ, কানপুর, আজমেঢ়, ফতেপুর, উন্নাও, গাজিপুর এবং আমেথি জেলা। চলতি সপ্তাহের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও অরুণাচলপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আটক কানহাইয়া

পাটনা, ১১ এপ্রিল : জল্পনাই সত্যি হল। শুক্রবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়লেন কংগ্রেসের ছাত্র-যুবরা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ছোড়ে। লাঠিচার্জও করা হয়। আটক করা হয় কানহাইয়া কুমার সহ একাধিক যুব কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে। তাঁদের পাটনার কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও পুলিশি বলপ্রয়োগে মনোবল ভাঙেননি কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। কানহাইয়া সহ যুব কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা থানার মধ্যে হল্লা বোল স্লোগান দেন। পলায়ন রোকো, নকরি দো পদযাত্রায় এদিন শামিল হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। তিনি নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। কানহাইয়া বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি তুলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিহার পুলিশ আমাদের ওই কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে থানায় নিয়ে আসে। এখন মাত্র দুটি পথ খোলা আছে। হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে নয়তো আমাদের জেলে পাঠাতে হবে।' এদিকে বিহারে বিধানসভা ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে আলোচনা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন শচীন পাইলট। আরজেডি অবশ্য তেজস্বীকে মুখ করার পক্ষপাতী।

আমেরিকার সঙ্গে ফের 'শুল্ক সাম্য' চিনের

বেজিং ও ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল : মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে চিনা পণ্যের ওপর ধার্য শুল্কের হারকে ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশে নিয়ে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে শুক্রবার শুল্ক ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে 'সমতা' ফেরাল চিন। সেদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর করের হার ৮৪ শতাংশ। শনিবার থেকে তা বৃদ্ধি করে ১২৫ শতাংশ করা হচ্ছে। তবে আগামী দিনে আমেরিকা ফের চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার বাড়ালেও তাঁরা যে সেই প্ররোচনায় পা দেবেন না তাও স্পষ্ট করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান।

তিনি বলেন, 'আমেরিকার অস্বাভাবিক শুল্ক বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মনীতি, অর্থনীতি এবং সাধারণ জ্ঞানের গুরুতর লঙ্ঘন। চিনকে জোর করে নিজেদের শর্তে রাজি করানোর চেষ্টা করছে আমেরিকা।' ট্রাম্পের শুল্কনীতি সম্পর্কে জিয়ানের বক্তব্য, 'এ ধরনের পদক্ষেপ অর্থনীতিতে তাৎপর্যহীন। এটা শুধু সংখ্যার খেলা। বারবার শুল্ক বাড়িয়ে আমেরিকা নিজের শক্তি প্রদর্শন করছে। ভবিষ্যতে এটা হাসির বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে।'

বুধবার চিন বাদে বাকি সব দেশের ওপর জারি করা বর্ধিত ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। 'ড্রাগন-হাতির নাচ'-এর প্রস্তাব দিয়েছেন খোদ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

চিনের সঙ্গে জোট বাঁধার বদলে পারস্পরিক শুল্কনীতির প্রভাব কমাতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটছে ধরে চিনের বাণিজ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র জিয়ান বলেছেন, 'আমরা বাণিজ্য যুদ্ধ চাই না। তবে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না। এই বাণিজ্য যুদ্ধে কেউই জিততে পারবে না। চিনের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশল কাজ করবে না।'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, বাণিজ্য

বিশ্ব বনাম ট্রাম্প যুদ্ধে কৌশলী শি

শুল্ক ৩ মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। এর ফলে চড়তে শুরু করেছে আমেরিকার শেয়ার বাজার। এই পরিস্থিতিতে চিনের মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক চাপানো থেকে স্পষ্ট যে, ট্রাম্পের চাপে নতিস্বীকার করতে রাজি নয় শি জিনপিংয়ের সরকার। বুধবারই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে চিন। আমেরিকার ওপর সমান হারে কর চাপানোর পাশাপাশি বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছে বেজিং। দিনকয়েকের মধ্যে চিনের তরফে একাধিকবার ভারত। চলতি বছরই দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। ভারতকে পাশে না পেলেও অন্যান্য বড় অর্থনীতিগুলিকে কাছে টানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চিন। ইতিমধ্যে কানাডার সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ মজবুত করেছে তারা। শুক্রবার ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বার্তা দিয়েছে চিন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, 'চিনের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচিত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এড়িয়ে না যাওয়া। ভয় না পেয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।' তাঁর কথার রেশ যুদ্ধকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেকে সর্বজনীন নেতা হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে চিন। আমেরিকাকে একঘরে করার চেষ্টা করছে তারা। চিনের কূটনৈতিক সক্রিয়তা যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে, তা স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের কথায় বোঝা গিয়েছে। বেজিং সফরে এসে সানচেজ বলেছেন, 'আমেরিকার ধারাবাহিক হুমকির মুখে সবার একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই।' যদিও চিনের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রস্তাবে এখনও সায় দেয়নি ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

সক্রিয় বেজিং

- মার্কিন পণ্যে ১২৫ শতাংশ কর
- ভবিষ্যতে করের পরিমাণ এর চেয়ে না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
- ইউরোপকে জোট বেঁধে আমেরিকার বিরোধিতা করার বার্তা
- শি'র প্রস্তাবে সায়

চপার ভেঙে মৃত ৬

নিউ ইয়র্ক, ১১ এপ্রিল : ভয়াবহ চপার দুর্ঘটনা নিউ ইয়র্কে। চপার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে প্রযুক্তি সংস্থা সিমেনস-এর স্পেন শাখার সিইও অগাস্টিন এসকোবার, তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানের। সপরিবারে নিউ ইয়র্ক বেড়াতে এসেছিলেন এসকোবার। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বেলা ৩.১৫ মিনিট নাগাদ হাডসন নদীতে ভেঙে পড়ে বেল-২০৬ চপারটি। ম্যানহাটনের স্কাইপোর্ট থেকে ওড়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সেটি। ঘটনাস্থলেই

মৃত্যু হয় চারজনের। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় আরও দু'জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন চপারের চালকও। আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও জ্বালানি ব্যবসায় পরিচিত মুখ ছিলেন এসকোবার। ২০২২-এর ডিসেম্বর থেকে তিনি সিমেনস-এর সিইও পদে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ট্রুথ সোশ্যালে শোকবার্তা পোস্ট করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এবার যুবভারতীর দখল চায় বেঙ্গালুরু

দ্বিমুকুট জয়ে মরিয়া বাগান চনমনে মেজাজে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ডাবল করাতে প্রস্তুতিতে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ছেলেদের পরিশ্রম ও মানসিকতার উপর আমার আস্থা আছে। কাপ জয়ের জন্য যা যা করা দরকার, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ওরা করবে।
-হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : রিয়াল মাদ্রিদ না বার্সেলোনা? লা লিগার সেরা দল কোনটা?

প্রশ্নটা যদি একেবারে স্পেন থেকে একেবারে ভারতবর্ষে এনে ফেলা হয়? তাহলে উত্তরটা কী হবে? মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট নাকি বেঙ্গালুরু এফসি?

সুনীল ছেত্রী থাকলে জবাবটা দিয়েই দিতেন। গুরপ্রীত সিং সান্ধু বা শুভাশিস বসুর তবু কিছুটা ধারণা আছে, কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো সাহস তাঁদের আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুই কোচই সম্ভবত জানেন না বেঙ্গালুরুর জন্মলগ্ন থেকেই কী পরিমাণ আকচা-আকচি তাদের সঙ্গে মোহনবাগানের! সে আই লিগ হোক কী আইএসএল! তাই তাঁদের কাছে বাড়তি গুরুত্ব তেমন নেই। অবশ্যই ফাইনাল এবং এই শেষ লড়াই জিততে মরিয়া দুই পক্ষই। মোহনবাগানের সামনে আইএসএলের দ্বিতীয় দল হিসাবে শিল্ডের পর কাপ জিতে 'ডাবল'-এর হাতছানি। মুম্বই সিটি এফসিকে ছুঁয়ে ফেলা যাবে এই লড়াই জিতলে। সেখানে বেঙ্গালুরু এফসি কাছে বদলার ম্যাচ। ২০২২-'২৩ মরশুমে এগিয়ে থেকেও শেষপর্যন্ত ফাইনালে হারের প্রতিশোধ নিতে তো মাঠে নামবেন গুরপ্রীতরা। সঙ্গে বহুকাল দেশের সর্বোচ্চ লিগ না পাওয়ার যন্ত্রণাকে মুছে ফেলার ম্যাচ তাঁদের কাছে! দুই দলের সমর্থকদের কাছে এই ম্যাচের গুরুত্ব একটা কাপ দিয়ে মাপা যাবে না। তাঁদের কাছে ম্যাচটা সত্যিই এল ক্লাসিকো। যা না জিতলে সেই ২০১৩ থেকেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সেসময় আই লিগ একবার বেঙ্গালুরু জিতলে পরেরবারটা তোলা থাকত মোহনবাগানের জন্য। আইএসএলের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে দুই দলই ফাইনাল খেলেছে চারবার। যার মধ্যে একবার কাপ জয়ী ও দুইবার রানার্স মোহনবাগান। এবার দ্বিমুকুট জিতলে ইতিহাসের পাতায় নাম থেকে যাবে চিরকালের মতো।

ঘরের মাঠে এবার মোহনবাগানের রেকর্ড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এখনও পর্যন্ত মোট ১৪টা ম্যাচে জয়। এই জয়ের পথে দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকার কথা বারবার স্বীকার করেছে সবুজ-মেরুন শিবির। নিজেদের শহরে দাপট দেখালেও এখানে এসে ওই 'দ্বাদশ ব্যক্তি'-কে সামাল দিতে পারেনি এফসি গোয়া-বেঙ্গালুরুর মতো দল। তবু মুখে স্বীকার করার কথা নয় বলেই সম্ভবত জেরার্ড জারাগোজা বলেছেন, 'গ্রুপ লিগে এক নম্বর দল বলে মোহনবাগান নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। এটা ওদের অ্যাডভান্টেজ। আমাদের সমর্থকরাও ফাইনালে আসবে। পরিসংখ্যান ধরলে এই মরশুমে চারবারের মধ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের এটা তৃতীয় সাক্ষাৎ। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে ও আইএসএলের দ্বিতীয় দফায় হারি। এবার দেখাই যাক না কী হয়!' সঙ্গে আরও জুড়ে দেন, '১০ বছরে চারটি ফাইনাল, বড় কম কথা নয়। আমাদেরও সুনীল-গুরপ্রীত, ভালো বিদেশিরা আছে।'

তুলনায় হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে একটু বেপরোয়া লাগে। গতবার মোহনবাগান শিল্ড জয়ের পর ফাইনালে উঠে কাপ জিততে পারেনি। এবার সতর্কতা অবলম্বন করছেন কিনা প্রশ্ন করলে মোলিনার জবাব, 'কেন ভাববো? আমি ছিলাম না সেসময়। আমি চেষ্টা করব। ছেলেদের পরিশ্রম ও মানসিকতার উপর আমার আস্থা আছে। কাপ জয়ের জন্য যা যা করা দরকার, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ওরা করবে।' এই শেষমুহূর্তটাই শেষপর্যন্তটা নাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়! দুই দলের খেলাতেই শেষপর্যন্ত হার না মানা মনোভাব নজরে পড়েছে। যার জোরেই দুই দল ফাইনালে। তবে এই শেষমুহূর্তের গোলের ব্যাপারে মোলিনার অস্ত্রের ধার বোধহয় একটু বেশি। চোট-আঘাত সারিয়ে দলের সবাই ফিট। অনুশীলনে চনমনে লেগেছে গোটা দলকে। বাড়তি তেজ এবার সমর্থকদের মধ্যেও। তাই এদিন 'কাপ চ্যাম্পিয়ন' লেখা টি-শার্ট বিকোচ্ছে দেদার। টিকিটের চাহিদা হাহাকারের পর্যায়ে চলে গেছে। বেঙ্গালুরুর হোলিচরণ নার্জারি নেই, ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন আছে সুরেশ সিং ওয়াংজাম ও রাহুল ভেকের। ফাইনালের প্রস্তুতিতে এই শেষ দুইজনকে আলাদাকরে অনুশীলন করতে দেখা গেলেও ভেকে প্রথম একাদশে থাকবেন বলেই মনে হচ্ছে।

সমস্যা যাই থাক না কেন, এই ম্যাচের উচ্চতা উপলব্ধি করেই এর ফায়দা তুলতে চাইছে এফএসডিএল। স্টেডিয়াম জুড়ে চলেছে এদিন শেষমুহূর্তের সাজগোজ। মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু যখন মাঠে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে মরিয়া, তখন মাঠের বাইরে ফাঁক না রাখতে বদ্ধপরিকর এফএসডিএল।

দ্বিতীয়বার বেঙ্গালুরু এফসি-কে আইএসএল ট্রফি এনে দিতে তৈরি হচ্ছেন সুনীল ছেত্রী। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএলে আজ

ফাইনাল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেঙ্গালুরু এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

আইএসএলে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস বনাম বেঙ্গালুরু এফসি

মোট ম্যাচ	১১
মোহনবাগান জয়ী	৮
বেঙ্গালুরু জয়ী	২
ড্র	১
মোহনবাগানের গোল	১৮
বেঙ্গালুরুর গোল	১০

শেষ ৫ ম্যাচে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস জয়ী	৩
বেঙ্গালুরু এফসি জয়ী	১
ড্র	১

তথ্য : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফাইনালে পুরো সময় চান সুনীল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : 'ও তো আমার মাথা খারাপ করে দেয়! একদম বসতে পছন্দ করে না।'

বক্তার নাম জেরার্ড জারাগোজা। বলছেন যাঁর সম্পর্কে বক্তব্য, তাঁকে কেমবেশি এদেশের সব মানুষই চেনেন। এই চল্লিশ অতিক্রম করেও তাঁর মাঠে নামার, পুরো সময় খেলার আকাঙ্ক্ষা একবিন্দুও কমেনি। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘনিষ্ঠ মহল, কোথাও একথা মানতে মোটেই দ্বিধা করেন না সুনীল ছেত্রী নিজেও। আর ২০২২-'২৩ মরশুমে দুই গোল করার পরও ফাইনালে কাপ হাতছাড়া হওয়ার হতাশা তাঁরই যে সবথেকে বেশি থাকবে, এটা জানতে সুনীলের কাছের মানুষ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। বেঙ্গালুরু এফসি-কে ফাইনালে তোলার অন্যতম প্রধান কারিগর তিনিই। তাঁর মনঃসংযোগ কোন পর্যায়ের সেটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এবার ফাইনালের আগে তিনি সংবাদমাধ্যমের থেকে প্রায় কয়েক যোজন দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলেছেন শুধুই ম্যাচ থেকে যাতে ফোকাস না নড়ে, তার জন্য।

অনুশীলনে প্রতিটি সতীর্থের দিকে তীক্ষ্ণ নজর শুরু থেকেই। শুরুর গা-ঘামানোর সময়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। পরে অনুশীলনেও তিনিই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। নিজেদের ঘরের মাঠে খেলতে পারছেন না বলে আক্ষেপ আছে। সেমিফাইনালের আগে বলেই ফেলেছেন, 'নিজেদের ঘরের মাঠে ফাইনাল খেলতে পারলে ভালো হত। প্রতিপক্ষের ডেরায় খেলা সবসময়ই কঠিন।' এফসি গোয়ার কাছে দুই গোল খাওয়ার পরেও তাঁর দল যে হার না মানা মনোভাব দেখিয়েছে তাতেই আপাতত খুশি সুনীল। গত আইএসএলের বদলা নিতে এবার তাঁর দল তো বটেই, তিনিও তৈরি। সে যদি শেষমুহূর্তে হয়, প্রতিপক্ষের ফিরে আসার সময় না থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই খুশির পরিমাণ বাড়বে।

ঘরের মাঠে খেলা বাড়তি অনুপ্রেরণা শুভাশিসদের

কাপ সামনে রেখে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও গুরপ্রীত সিং সান্ধু। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : তখন সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলন শেষ হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের সামনে অন্তত কয়েকশো সমর্থক হাজির। এমন সময় প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে এলেন বাগানের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিংস।

সমর্থকদের দেখে 'জয় মোহনবাগান' হুংকার ছাড়লেন কামিংস। প্রত্যুত্তরে বাগান সমর্থকদের গর্জনে কেঁপে ওঠে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকা। শনিবার আইএসএলের ফাইনালে খেলতে নামার আগে সমর্থকরাই বাড়তি শক্তি জোগাচ্ছে মোহনবাগানকে। দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসু তো বলেই দিলেন, 'ফাইনাল খেলব ঘরের মাঠে। নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলাটা সবসময় স্পেশাল। আমাদের মনোবল আরও বাড়বে।'

ঘরের মাঠে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলতে নামছে মোহনবাগান। গতবার লিগশিল্ড জেতার পরেও কাপ অধরাই থেকে গিয়েছিল। তাই এবার প্রত্যাশার চাপ আরও বেশি রয়েছে বাগান শিবিরে। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ চাপের সামনেও 'কুল' মেজাজে সবুজ-মেরুন শিবির। দিমিত্রিস পেত্রাতোসের শরীরীভাষা দেখে একবারও মনে হয়নি তারা চাপে রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তারই প্রতিফলন পাওয়া গেল বাগান অধিনায়কের গলায়। শুভাশিস পরিষ্কার বলে দিলেন, 'অতীত নিয়ে ভাবতে চাই না। ফাইনালে যারা নিজেদের সেরাটা দেবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। আমাদের লক্ষ্য নিজেদের সেরাটা তুলে ধরা।'

কিংবদন্তি কোচ অ্যালেক্স ফার্গুসন বলতেন, 'স্ট্রাইকার আমাকে ম্যাচ জেতাবে, কিন্তু ডিফেন্ডার আমাকে ট্রফি জেতাবে।' এই কথাটা এই মরশুমে মোহনবাগানের ক্ষেত্রে মিলে গিয়েছে। সবুজ-মেরুনের লিগ-শিল্ড জয়ের অন্যতম কারিগর জমাট রক্ষণ। আর সেই রক্ষণকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শুভাশিস স্বয়ং। দলের প্রয়োজনে গোলও করেছেন দেশের অন্যতম সেরা লেফটব্যাক। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়েও রয়েছেন তিনি।

ফাইনালে নামার আগে মোহনবাগানকে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে টানা তিনবার ফাইনালে ওঠা। এই প্রসঙ্গে শুভাশিস বলেছেন, 'তিনবার ফাইনাল খেলাটাই বড় কথা। এটাই আমাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমরা ফাইনালের জন্য তৈরি রয়েছি।' এদিন অনুশীলন শেষে কয়েকটি ফ্যান্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ফাইনালের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানানো হয় বাগান ফুটবলারদের।

অতীত ভাবাচ্ছে না মোলিনাকে

হুংকার বেঙ্গালুরু কোচ জারাগোজার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : আইএসএল ফাইনালের আগে দুই দলের কোচ একই মেরুতে। শুধু সুর আলাদা।

ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনুশীলন, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা-জেরার্ড জারাগোজা নিজেদের খোলসের আস্তরণে ঢেকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। মুখের কথার সঙ্গে শরীরী ভাষায় যেন আকাশপাতাল পার্থক্য।

অন্যদিন অনুশীলন শুরুর খানিক আগেই মাঠে চলে আসেন মোলিনা। ম্যাচের আগেরদিন একেবারে অন্য ছবি। সব ফুটবলার, সহকারীরা মাঠে নেমে যাওয়ার পর আসলেন তিনি। শুরুর দিকটায় বেশ আড়ষ্টই দেখাল তাঁকে। মুখে যতই বলুন না কেন ভিতর ভিতর যে একটা চাপ যে রয়েছে তা বেশ বোঝা গেল। সাংবাদিক সম্মেলনে আবার তিনি বেশ বেপরোয়া। কথায় কথায় বোঝাতে চাইলেন তাঁরা নয়, শনিবার চাপে থাকবে বেঙ্গালুরু। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই দলটার নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। শুধু সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ। মোলিনাও কথাতে বোঝালেন তিনি অনেকটাই চিন্তামুক্ত। ফুটবলারদের প্রতি আস্থা রাখছেন। বললেনও, 'লিগ জিততে আমরা সবটা উজাড় করে দিয়েছিলাম। সেই শিল্ড জয়ই ফাইনালে আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।' তবে বেঙ্গালুরু এফসি যে কঠিন প্রতিপক্ষ তা এককথায় মানছেন বাগানের স্প্যানিশ বস।

উলটোদিকে বেঙ্গালুরু এফসি কোচ জেরার্ড জারাগোজা ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে থেকেই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করে দেন। সবুজ-মেরুন ফুটবলার, কোচেরা বরাবরই বলে এসেছেন সমর্থকরা

ফাইনালের আগে সৌজন্য বিনিময়ে দুই কোচ জেরার্ড জারাগোজা ও হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

আমাদের দ্বাদশ ব্যক্তি। জারাগোজা তার পালটা বলেছেন, 'কলকাতা আমাদের দ্বিতীয় ঘর। ডুরান্ড কাপ সহ আইএসএলে আমরা তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলি এই শহরে। স্বাভাবিকভাবেই চেনা পরিবেশ।' প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতেই বোধহয় এই মন্তব্য। এব্যাপারে তাঁর সংযোজন, 'সমর্থকরা মোহনবাগানের দ্বাদশ ব্যক্তি ঠিকই। ওদের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে খেলা সবসময়ই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আর এই মরশুমে মোহনবাগান দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। তবে আমরাও সংঘবদ্ধ ফুটবল খেলেছি। আশা করি ফাইনালে আমরাও সেরা ফুটবলটা খেলব।'

গত মরশুমে, ঠিক এক বছর আগে আইএসএল লিগ পর্বে ঘরের মাঠে মোহনবাগানের কাছে ৪-০ গোলে হার হজম করে বেঙ্গালুরু। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে সবুজ-মেরুন কোচ মোলিনার পাশে বসেই জারাগোজার হুংকার, 'ঘরের মাঠে মোহনবাগানকে হারানো শুধু কঠিন নয়, একপ্রকার দুঃসাধ্যও বটে। তবে ওদের কাছে ৪ গোলে হার আমরা ভুলে যাইনি।' না বলেই বুঝিয়ে দিলেন ফাইনাল তাদের কাছে প্রতিশোধেরও। দুই বছর আগে আইএসএল ফাইনালে হারের বদলা নেওয়ারও যে এটাই সুযোগ। দলের অনুশীলনে সেই জারাগোজা আবার খুব সচেতন। কড়া মনোভাব।

এদিকে, আইএসএলে ঘরের মাঠে কখনও কাপ জিততে পারেনি কোনও দল। সে মোহনবাগান হোক বা এফসি গোয়া। এবার কি সেই মিথ ভাঙতে পারবে সবুজ-মেরুন? মোলিনার স্পষ্ট বার্তা, 'অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে একেবারেই ভাবছি না। ফাইনালে আমরা লড়াই করব। জয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবছিই না।' সাংবাদিক সম্মেলনে দুই কোচ হৃদ্যতা দেখালেও ভিতর ভিতর তাঁরাই ঠান্ডা লড়াইটা শুরু করে দিয়েছেন।

বাজারে এখন জমিয়ে বিক্রি হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন লেখা মোহনবাগানের জার্সি।

চ্যাম্পিয়ন জার্সির চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : শনিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট চ্যাম্পিয়ন হবে কিনা সময় বলবে। তবে ফাইনালের আগে সমর্থকদের চাহিদার তুঙ্গে 'চ্যাম্পিয়ন' লেখা জার্সি।

শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে 'চ্যাম্পিয়ন' জার্সি দেদার বিক্রি হতে দেখা গেল। লিগ-শিল্ডের ছবি দেওয়া 'চ্যাম্পিয়ন' জার্সির থেকে বেশি চাহিদা ছিল আইএসএল কাপের ছবি দেওয়া 'চ্যাম্পিয়ন' জার্সি। বিরাটি নিবাসী এক জার্সি বিক্রেতা জানালেন, আইএসএল কাপের ছবি দেওয়া 'চ্যাম্পিয়ন' জার্সি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। তুলনায় লিগ-শিল্ড ছবি দেওয়া জার্সির বিক্রি কম।

এদিন অনলাইন টিকিট তুলতে যুবভারতীতে হাজির হয়েছিলেন বাগান সমর্থকরা। টিকিট তোলার পর চ্যাম্পিয়ন জার্সিও সংগ্রহ করলেন তাঁরা। কয়েকজন বললেন, 'শনিবার আমরাই চ্যাম্পিয়ন হব। তাই ফাইনালের আগে আগাম চ্যাম্পিয়ন লেখা জার্সি কিনে রেখেছি।' আইএসএল ফাইনালের আগে মোহনবাগান জার্সির পাশাপাশি সমানতালে বিক্রি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিও।

সবুজ-মেরুন গ্যালারি তাতাচ্ছে গুরপ্রীতকে

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। বেঙ্গালুরু এফসি-র টিমবাস সবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকছে। উপস্থিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা সুনীল ছেত্রীদের দেখেই 'জয় মোহনবাগান' স্লোগান দিলেন। তবে বাসে উপস্থিত বেঙ্গালুরু ফুটবলাররা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না।

ফাইনালের আগে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজমান বেঙ্গালুরু শিবিরে। প্রতিপক্ষের কথা না ভেবে নিজেদের খেলায় মনঃসংযোগ দিয়েছেন তাঁরা। অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস ছিলেন সুনীলরা। আসলে

আমার কেরিয়ার শুরু কলকাতায়। এখানে খেলাটা সবসময়ই স্পেশাল। বাগান সমর্থকরা সবসময় বড় ফ্যাক্টর।
গুরপ্রীত সিং সান্ধু

শনিবার আইএসএল ফাইনালে লড়াইটা শুধু মোহনবাগানের সঙ্গে নয়, গ্যালারি ভর্তি মোহনবাগান সমর্থকের সঙ্গেও। সেটা খুব ভালো করেই জানেন সুনীলরা।

ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। এই পাঞ্জাবি গোলরক্ষকের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল কলকাতায়। তাই ভালো করেই জানেন এখানকার গ্যালারির পরিবেশ। সেই কথাই যেন বারবার ঘুরেফিরে এল তাঁর মুখে। গুরপ্রীত বলেছেন, 'আমার কেরিয়ার শুরু কলকাতায়। এখানে খেলাটা সবসময়ই স্পেশাল। মোহনবাগান সমর্থকরা সবসময় বড় ফ্যাক্টর। তবে ওদের দর্শক ভর্তি গ্যালারি কিন্তু আমাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা দেবে।'

শুভাশিস বসুর সঙ্গে সেলফি নিয়ে রাখছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

নিজেদের ওপর চাপ কমাতে মোহনবাগানকে এই মুহূর্তে ভারতের সেরা দল বলে অভিহিত করেছেন গুরপ্রীত। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান এখন ভারতের সেরা দল। লিগশিল্ড জয়ই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।'

এদিন বেঙ্গালুরুর অনুশীলনেও সেভাবে খোলা মেজাজে দেখা যায়নি কাউকে। সুনীলও প্রথমে খোলসে নিজেকে গুটিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস ছিলেন তিনি। কেরিয়ারের পড়ন্তবেলায় ফাইনালের আগে এভাবেই নিজেকে অণুপ্রাণিত করছেন সুনীল।

ফাইনালে একপ্রকার ভারতের দুই সেরা গোলরক্ষক গুরপ্রীত ও বিশাল কেইথের লড়াই। সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের মধ্যে দুই গোলরক্ষকের তুলনা চলছে। তবে কোনও বিতর্কে না গিয়ে বিশালকে দরাজ সার্টিফিকেট গুরপ্রীতের। তিনি বলেছেন, 'সমাজমাধ্যম তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। তবে বিশাল খুব ভালো খেলোয়াড়। কোনও ব্যক্তিগত লড়াই নেই। আমি ম্যাচেই মনঃসংযোগ করছি।' বছর দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে আইএসএল কাপ জিতেছিল মোহনবাগান। এবার সেই পরাজয়ের বদলা নিতে মরিয়া সুনীলরা।

ঘরে নতুন লজ্জা ধোনিদের

এমএসডির মঞ্চে সহজ জয় নাইট রাইডার্সের

চেন্নাই সুপার কিংস-১০৩/৯
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১০৭/২
(১০.১ ওভারে)

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল : ৬৮৪ দিন। অধিনায়ক পদে প্রত্যাবর্তন মহেন্দ্র সিং ধোনির। মুকুটে নয়া পালকও। আইপিএল ইতিহাসের বয়স্কতম অধিনায়কের নজির! শুক্রবারের চিপক স্টেডিয়ামে যখন আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে টস করতে নামেন, বয়স ৪৩ বছর ২৭৮ দিন!

'মাহেন্দ্রক্ষণ' ঘিরে চিপকে কার্যত 'মাহি উৎসব'। হলুদ রং সেজে ওঠা গ্যালারি, প্রিয় থালাকে নিয়ে হাজারো ফেস্টুন, ব্যানার। যদিও শুক্রবারের দ্বৈরথে একবগ্গা নাইট শো যে উৎসবে জল ঢেলে দেয়। কয়েন যুদ্ধে রাহানের জয় দিয়ে শুরু। কালক্ষেপ না করে জানান বোলিং নেবেন। কেন? পরের ২০ ওভারে চেন্নাই সুপার কিংসের লজ্জাজনক ব্যাটিং, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলারদের দাপটে পরিষ্কার।

টসের সময় ধোনি দাবি করেন, তিনি নাকি ব্যাটিংই নিতেন। জানান, সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে ছোট ছোট বিষয়ে মেরামতি দরকার। বাস্তব ছবিটা যদিও ঠিক উলটো। তুলনামূলক মন্থর পিচে আজিঙ্কার দুরন্ত নেতৃত্ব, বরুণ চক্রবর্তী (২২/২), সুনীল নারায়ণ (১৩/৩), হর্ষিত রানাদের (১৬/২) স্পিন-পেসের নাগপাশে একেবারে বেলাইন হলুদ ব্রিগেড।

২৬ মে, ২০২৪-চিপকেই তৃতীয় আইপিএল ট্রফি ঘরে তুলেছিল শাহরুখ খান ব্রিগেড। ফাইনালে হারিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। আজ যেন সেখান থেকেই শুরু। আরও একটা সম্মিলিত বোলিং দাপটের ছবি। যার কোনও উত্তর ছিল না ধোনিদের কাছে।

ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসকে সর্বনিম্ন ১০৩/৯ স্কোরে আটকে দিয়ে জয় সুনিশ্চিত করে দেন নারায়ণরা। লক্ষ্যটা আরও সহজ কুইন্টন ডি কক (২৩), নারায়ণ (১৮ বলে ৪৪), রাহানে (অপরাজিত ২০), রিঙ্কু সিংদের (অপরাজিত ১৫) ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে। যে পিচে শট খেলতে হিমসিম খেয়েছে প্রতিপক্ষ, সেখানে চার-ছক্কার ফুলঝুরি।

পাওয়ার প্লে-তে ৭১/১। শেষপর্যন্ত ১০.১ ওভারে ৮ উইকেটে বিশাল জয়। সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহ বধ। যার সুবাদে এক লাফে প্রথম তিনে পৌঁছে গেল কেকেআর (৬ ম্যাচে তৃতীয় জয়)। টানা পঞ্চম হারে সেখানে পিছন থেকে সেকেন্ড বয় সুপার কিংস।

নাইট একাদশে এদিন একটাই পরিবর্তন। স্পেনসার জনসনের বদলে মইন আলি। সুফল শুরু থেকেই। পাওয়ার প্লে-র চতুর্থ ওভারে ব্রেক থ্রু মইনের। ঝোলায় ডেভন কনওয়ে (১২)। রাচিন রবীন্দ্র (৪) শিকার হর্ষিতের। একই ওভারে রাচিনের সঙ্গে বিজয় শংকরের উইকেটও পাওয়ার কথা। কিন্তু শূন্য রানে সহজ ক্যাচ ফেলেন নারায়ণ। কিছুক্ষণ পর রানার বলেই বিজয়ের ক্যাচ ফেলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। কোনটা সহজ, তর্ক চলতেই পারে।

জোড়া ক্যাচ মিস হলেও রাশ আলগা হয়নি। পাওয়ার প্লে-তে চেন্নাই ৩১/২। দশে ৬১/৩। ১৩ ওভার পেরোনোর আগে ৭০/৫ চেন্নাই। অধিনায়ক মাহির প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ ঘেঁটে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ম্যাচের আগে রীতিমতো বিন্দাস মেজাজে। দীর্ঘদিনের সতীর্থ, নাইট মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে আড্ডা মারলেন। বাইশ গজে যদিও একতরফা নাইট দাপট। বল কিছুটা থমকে আসছিল। সঙ্গে টার্ন। ফায়দা তুলতে ভুলচুক করেননি বরুণ, নারায়ণরা। মন্থর পিচে বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং হর্ষিতেরও। খাতা খোলার সুযোগ পাননি রবীন্দ্র জাদেজা, দীপক হুডাও। দল ৭২/৭। মাহির প্রবেশ। কঠিন পরিস্থিতিতে বহুবার দলকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আজকের ধোনি অতীতের ছায়া মাত্র। মাহিকে ঘিরে প্রত্যাশার ফানুস খানখান নারায়ণ-শক্তিশেলে।

ডিআরএস নিয়েও তিনি লেগবিফোরের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেননি। নাইটদের দাপটে ব্রেক লাগানোর বদলে শুরুতেই শেষ মাহি ম্যাজিকের (৪ বলে ১) আশা। সাতজন দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ। শেষদিকে শিবম দুবের (অপরাজিত ৩১) হাত ধরে কোনওমতে একশো পার। তবে এড়ানো যায়নি ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন ১০৩/৯ স্কোরের লজ্জা। ম্যাচের ভাগ্য, নাইটদের বড় জয়ের স্ক্রিপ্ট কার্যত ওখানেই নিশ্চিত হয়ে যায়।

উইকেট নিয়ে উল্লাস সুনীল নারায়ণ ও বরুণ চক্রবর্তীর। তাঁদের দাপটে চেন্নাই সুপার কিংস ১০৩ রানে থেমে যায়।

'আশা করি এবার দলের চাকা ঘুরবে'

ইয়ং উইকেটকিপার মাহি, বলছেন রুতু!

নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের দিনে ১ রানে ফিরছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল : ৪৩ বছরের তরুণ তুর্কি!

ইয়ং উইকেটকিপার! আইপিএলে অধিনায়ক পদে ফেরা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে এমনই দাবি রুতুরাজ গায়কোয়াড়। কনুইয়ের চোটের জন্য বাকি আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন রুতুরাজ। অগত্যা রুতুরাজের বিকল্প হিসেবে অধিনায়ক পদে প্রত্যাবর্তন এমএসডি-র।

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের যে মাহেন্দ্রক্ষণের প্রাক্কালে রুতুরাজ বলেছেন, 'খারাপ লাগছে কনুইয়ের চোটে আইপিএল থেকে এভাবে ছিটকে যেতে। তবে সবার থেকে যেভাবে সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

এরপরই ধোনিকে নিয়ে রুতুরাজের দাবি, 'এই মুহূর্তে আমরা কিছুটা চাপে রয়েছি। প্রত্যাশিত সাফল্য আসছে না। তবে আপনারা সবাই জানেন, এখন দলকে নেতৃত্ব দেবেন একজন তরুণ উইকেটকিপার (পড়ুন ধোনি)। আশা করি, চাকাটা ঘুরবে।'

চোট-আশঙ্কা কয়েকদিন আগেই তৈরি হয়েছিল। আগের ম্যাচে চোট নিয়েই খেললেও আশঙ্কায় সত্যিই। ছিটকেই যেতে হল। রুতুরাজের ছিটকে যাওয়া নিয়ে আবার অনেকেই বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন। নিন্দুকদের দাবি, চলতি ব্যর্থতার জেরে ধোনিকে নেতৃত্বের হটসিটে ফেরাতে মরিয়া ছিল চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাই চোট-নাটকে রুতুরাজকে 'ছুটিতে' পাঠানো। বিশেষত, প্র্যাকটিসে দলের সঙ্গে রুতুরাজের ফুটবল খেলার ছবি সামনে আসা, এই বিতর্ককে উসকে দিয়েছে।

> এই মুহূর্তে আমরা কিছুটা চাপে রয়েছি। প্রত্যাশিত সাফল্য আসছে না। তবে আপনারা সবাই জানেন, এখন দলকে নেতৃত্ব দেবেন একজন তরুণ উইকেটকিপার (পড়ুন ধোনি)। আশা করি, চাকাটা ঘুরবে।
>
> **রুতুরাজ গায়কোয়াড়**

টসের সময় ধোনি অবশ্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'রুতুরাজের কনুইয়ে ফ্র্যাকচার রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক। দল মিস করবে ওকে।' সুপার কিংসের প্রকাশিত ভিডিয়োয় রুতুরাজের কথাতেও সেই সুর। পাশাপাশি দলের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'ডাগআউটে বসেই দলকে সমর্থন জানাব। আমার তরফেও চেষ্টা থাকবে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনার। তবে সবসময় সবকিছু হাতে থাকে না। আশা করি, বাকি আইপিএল দারুণ যাবে আমাদের।'

ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : এক ম্যাচ বাকি থাকতেই খেতাব নিশ্চিত। মহিলাদের ফুটবলে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল।

১৩ ম্যাচে ১১টা জয়। মাত্র একটা হার। এবারের ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে এটাই লাল-হলুদের পরিসংখ্যান। শুক্রবার ওড়িশা এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করল মহিলা মশাল ব্রিগেড। এদিন কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। ৬৭ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল ধরে তা জালে পাঠান সৌম্য গুগুলোথ। সেটাই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিল। মহিলাদের ফুটবলে ভারতসেরা হওয়ার সুবাদে জাতীয় স্তরে প্রথম সারির কোনও টুর্নামেন্টে দীর্ঘ দুই দশক পর খেতাব জিতল ইস্টবেঙ্গল। সেইসঙ্গে আই লিগ জিততে না পারার ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পারলেন রেস্টি নানজিরি, এলসাদাইরা। কাজেই বলাই যায় ছেলেরা যা পারেননি তা করে দেখালেন লাল-হলুদের মেয়েরা। অন্যদিকে, এদিন হেরে অবনমন হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা এফসি-র।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। শুক্রবার।

ওডিআইয়ে উঠতে পারে জোড়া নতুন বলের নিয়ম

দুবাই, ১১ এপ্রিল : ক্রিকেটে ব্যাটারদের আধিপত্য ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষত টি২০ ও ওডিআইয়ে। যা রুখতে এবার ওডিআইয়ে নিয়মে বদল আনার ভাবনা আইসিসি-র। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে দুইটি নতুন বল ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, এই নিয়ম উঠে যেতে চলেছে। আইসিসি ক্রিকেট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, বোলিং দল দুইটি নতুন বল দিয়েই ইনিংস শুরু করবে। কিন্তু ২৫ ওভারের পরে একটি বল বেছে নিতে হবে। তবে ২৫ ওভারের পর বাকি ইনিংস কোন বলে খেলা হবে, সেটা বোলিং দল ঠিক করবে। অর্থাৎ বাকি ওভারগুলি তাদের পছন্দের বল দিয়েই খেলা হবে। আগের মতো ২৫ ওভারের পর নতুন বলের ব্যবহারের নিয়ম উঠে যাচ্ছে।

নাইটহুড অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ১১ এপ্রিল : টেস্টে সর্বাধিক ৭০৪ উইকেট রয়েছে ইংল্যান্ডের পেসার জেমস অ্যান্ডারসনের। ১৮৮টি টেস্ট ছাড়াও ১৯৪ ওডিআই এবং ১৯টি টি২০ ম্যাচেও তিনি ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ক্রিকেটে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার জিমি নাইটহুড পাচ্ছেন। এজন্য গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের প্রস্তাব করা তালিকায় তাঁর নাম আছে।

AUTH. DISTRIBUTOR
ROHIT
FOR TRADE ENQUIRY : RITESH SHAW: 9073949600, PARTHA PRATIM SAHA : 9832307308, DEBJIT GHOSH : 9733008527
AUTHORISED CHANNEL PARTNERS — SILIGURI & DARJEELING : MONSIJ 9832064941 PAUL 8617452409 SHAH 9434019247 CHOWDHURY 9547042379 ADHAV 7679776909 HAMID 9832092011 MOHPAL & SON'S 9832010671 RAJ ELECTRONICS 9800004697 DISHTI MOB 7479266664 ORCHID 9733115649 SANJAY 8116167006 DB ELECTRONICS 9933546016 BASHAK COMPUTER 9933812948 ALIPURDUAR: GUPTA 9609871920 GALAXY 9933627447 VIDEO HOME AGENCY 9775997607 COOCH BEHAR: KANCHAN 8101262636 CITY 9434240646 NM INFOTECH 9734414141 SUMIT 9434443366 MALDA: FIROJ 7547985677 BHAI BHAI 9733265947 DAS VARITES 7076951366 RAHAN RADIO 9733010887 MASUDA 9333122816 NEW SUBHAS 9733116841 SUSMITA 8145059620 TRI JUNCTION 7908130191 SHANTI 6294138330 BACHCHAN 9635918059 E MART 9735666677

এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞায় শুভমান, শ্রেয়সরা

লখনউ ও হায়দরাবাদ, ১১ এপ্রিল : এগিয়ে চলেছে অষ্টাদশ আইপিএল। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পিচ বিতর্ক। হোম অ্যাডভান্টেজের পাশে মনের মতো পিচ চাই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে শুরু করে চেন্নাই সুপার কিংস, লখনউ সুপার জায়েন্টস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের তরফে বারবার দাবি তোলা হয়েছে, ঘরের মাঠে মনের মতো পিচ চাই।

আবদার মতো পছন্দের পিচ না পেলেই বিতর্ক। কিউরেটারের দিকে তীব্র কটাক্ষ। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতির মাঝে আজ গুজরাট টাইটান্সের শীর্ষ কর্তা কর্নেল অরবিন্দর সিং মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই তাদের পছন্দ মতো পিচের দাবি জানাতে পারে না। আইপিএল শুরুর সময় থেকেই এব্যাপারে স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর সেই নিয়ম সব দলের জন্যই সমান। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই পিচ নিয়ে স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। আমার এমন পিচ চাই, এমন আবদার করার কোনও জায়গা নেই। সব দলের জন্যই নিয়মটা একই।'

পিচ বিতর্কে নয়া মোড়

গুজরাট সিইও যেদিন পিচ বিতর্কে নয়া মোড় এনে দিয়েছেন, তারপর আগামীকালই একানা স্টেডিয়ামে লখনউয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে গুজরাট। শুভমান গিলরা চলতি মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। আপাতত লিগ টেবিলে শীর্ষে রয়েছে গুজরাট। আগামীকাল লখনউকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখার প্রতিজ্ঞা সেরে ফেলেছেন শুভমানরা। গুজরাটের ব্যাটার শাহরুখ খান আজ সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের এমন ভাবনার কথাই শুনিয়েছেন। দিনকয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় পাওয়ার পর লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থও আর পিছনে তাকাতে চাইছেন না। তিনি ঘরের মাঠেও সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর।

লখনউ বনাম গুজরাট	
ম্যাচ	৫
গুজরাটের জয়	৪
লখনউয়ের জয়	১

হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব	
ম্যাচ	২৩
হায়দরাবাদের জয়	১৬
পাঞ্জাবের জয়	৭

লখনউ বনাম গুজরাটের যুদ্ধের পাশে আগামীকাল অষ্টাদশ আইপিএলে আরও একটি ম্যাচ রয়েছে। যেখানে ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ স্বপ্নের ছন্দে থাকা পাঞ্জাব কিংসের মুখোমুখি হচ্ছে। প্যাট কামিন্সের হায়দরাবাদ প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত শুরুর পর থেকেই ক্রমাগত হারের সরণিতে। প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বে যাওয়ার ব্যাপারে রীতিমতো বেকায়দায় হায়দরাবাদ। এমন অবস্থায় আগামীকাল শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে না পারলে লিগ টেবিলে আরও তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সানরাইজার্সের। শ্রেয়সের পাঞ্জাব অবশ্য বিপক্ষ দল, তাদের হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে না ভেবে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া। শ্রেয়সরা অনেক বেশি আগ্রহী তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
গুজরাট টাইটান্স
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
পাঞ্জাব কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়ার প্লে-র ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় ধোনি

ব্রাভোর কথা রাহানের মুখে

চেন্নাই সুপার কিংস না পারলেও পাওয়ার প্লে-তে ঝড় তুললেন নারায়ণ।

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল : রবীন্দ্র জাদেজাকে ছক্কা হাঁকিয়ে রিঙ্কু সিং যখন ম্যাচে ইতি টানেন, তখনও ৫৯ বল বাকি! কলকাতা নাইট রাইডার্সের হাতে ৮ উইকেট! কে বলবে প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস, ম্যাচটা চিপকে!

শাহরুখ খান ব্রিগেডের দাপটের পাশে সুপার কিংসের চূড়ান্ত ফ্লপ শো। বলের নিরিখে আইপিএল ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে জঘন্য হার। তাও আবার মহেন্দ্র সিং ধোনির অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তনের দিনে!

চিপক ফেরত সমর্থকদের অস্ফুট যন্ত্রণার সুরটাই ধরা পড়ল এমএসডি-র গলাতেও। জানিয়ে দিলেন, পারফরমেন্সে কাটাছেঁড়া দরকার। গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পিচে চ্যালেঞ্জ ছিল। ব্যাটিংয়ের সময় বল থমকে আসছিল। কিন্তু তারপরও ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

মাহির মতে পাওয়ার প্লে-র ব্যাটিং বারবার ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছে চেন্নাইকে। দাবি, 'প্রতিপক্ষ দলে একঝাঁক দক্ষ স্পিনার। ওদের সামলানো সহজ ছিল না। তাছাড়া কোনও পার্টনারশিপও করতে পারিনি। আমাদের হাতে দুইজন ভালো ওপেনার রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, শুরুতে কিছু বিগহিট দরকার। কিন্তু পরপর উইকেট হারানোর ফলে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটছে না।'

অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে জানান, দলের একাধিক ক্রিকেটার অতীতে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছেন। চিপক সম্পর্কে ডোয়েন ব্রাভোর অভিজ্ঞতাও কাজে এসেছে। বোলারদের প্রশংসা করে বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে ১৭০-১৮০ রানের পিচ মনে হয়েছিল। বল খুব বেশি থমকে আসছিল না। আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং করেছি। মইন আলি পাওয়ার প্লে-তে রিংটোন সেট করে দেয়। মাঝের ওভারে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের দাপট। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরাও পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটাল।'

১৩ রানে ৩ উইকেট ও ১৮ বলে ৪৪। ম্যাচের সেরা নারায়ণ বলেছেন, 'প্রায় নিখুঁত পারফরমেন্স। আশা করব, পরের ম্যাচে ক্যাচও মিস হবে না। নিজের ক্ষমতার ওপর ফোকাস রেখেছিলাম। পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পাওয়ার প্লে-তে তারই প্রতিফলন।'

বেঙ্গালুরুর দখল নিয়ে বার্তা রাহুলের

বেঙ্গালুরু, ১১ এপ্রিল : ছক্কা মেরে দলকে জেতালেন। আর তারপরই অন্যরকমের লোকেশ রাহুলকে দেখল দুনিয়া।

লখনউ সুপার জায়েন্টস দলের অধিনায়ক হিসেবে শেষ মরশুমে দলের কর্ণধারের সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল তাঁর। পরবর্তী সময়ে লখনউ রিটেইন করেনি লোকেশকে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, নিলামের আসরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাঁকে নেবে। বাস্তবে সেটাও হয়নি। রাহুলকে নিলামের আসরে তুলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। আর রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে চলতি আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন তিনি।

এই ছন্দ বজায় রেখে গতকাল রাতে আরসিবি-র ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রান করে দিল্লিকে জেতালেন রাহুল। তারপরই মাঠের

'এটা আমার মাঠ'

মধ্যে ব্যাট ঠুকে হাত দিয়ে পিচের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন হতে পারে আইপিএলে তিনি দিল্লির ক্রিকেটার। কিন্তু চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম তাঁরই মাঠ। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা রাহুল দিল্লির দখল নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর এমন কথাই জানিয়েছেন দুনিয়াকে। রাহুলের কথায়, 'চিন্নাস্বামীর এই পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। ২০ ওভার উইকেটকিপিং করার সময়ই সেটা বুঝে গিয়েছিলাম। বল থমকে আসছিল ব্যাটে। তাই পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছি। আসলে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ছোট থেকে এত ম্যাচ খেলেছি যে, এখানকার পিচটা বুঝে নিতে সমস্যা হয়নি। এই মাঠ তো আমারই।'

অতীতে আরসিবি-র জার্সি গায়েও আইপিএলে খেলেছেন রাহুল। তবে আরসিবি ছাড়ার পর থেকেই সেই দলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সফল তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, আরসিবি ছাড়ার পর পুরোনো দলের বিরুদ্ধে ১৬টি ইনিংসে মোট ৭৪১ রান রয়েছে রাহুলের। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই দিল্লির অপরাজিত তকমা ধরে রেখে রাহুল বলেছেন, 'এই মাঠ আমার ঘরের মাঠ। বাকিদের চেয়ে এই মাঠের ব্যাপারে একটু বেশিই জানি আমি। হতে পারে শুরুতে ক্যাচ পড়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম, পিচে থাকতে পারলে দলের জয় নিশ্চিত করতে পারব।'

রোটারি ক্লাবের এসসিএল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের সপ্তম বর্ষ শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগ (এসসিএল) শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। আয়োজকদের তরফে জ্যোতি দে সরকার জানিয়েছেন, অংশগ্রহণকারী ১০টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি দল চারটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। প্রতি গ্রুপের সেরা দুই দল সেমিফাইনাল খেলবে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রবিবার। এদিন ৯টি খেলা হয়েছে। শনিবার রয়েছে ৮টি ম্যাচ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এসএসবি আইজি সুধীর কুমার প্রমুখ।

খো খো-য় ব্রোঞ্জ জয় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : মালদায় নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে খো খো-য় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতল শিলিগুড়ি। পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ি সেমিফাইনালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে ১৩-১৫ পয়েন্টে হেরে যায়। মহিলা বিভাগে তাদের ১০-১১ পয়েন্টে হারিয়েছে নদিয়া। কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে দুই দলই ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই একটি করে ম্যাচে জয় ও জোড়া ম্যাচে হেরে গ্রুপে রানার্স হয়ে শেষ চারে পৌঁছেছিল। মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার বলেছেন, 'আমরা আনন্দিত। আগামীদিনে ওদের আরও উন্নতির লক্ষ্যে আমরা সবরকম সাহায্য করব।'

আই লিগে ডায়মন্ড হারবার

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : আই লিগের মূলপর্বে উঠল হল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে ২-১ গোলে তারা এসএটি তিরুরকে হারিয়েছে। কিবু ভিকুনার দলের হয়ে গোল করেন পিন্টু মাহাতো ও সুপ্রদীপ হাজরা। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম দুইটি দল আই লিগের মূলপর্বে যাবে। এই জয়ের সুবাদে প্রথম দুই দলের মধ্যে থাকা নিশ্চিত ডায়মন্ডের।

আটকে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

লিয়ঁ, ১১ এপ্রিল : ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ২-২ গোলে ড্র করল অলিম্পিক লিয়ঁর বিরুদ্ধে। ২৫ মিনিটে লিয়ঁকে এগিয়ে দেন থিয়াগো আলমাদা। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে সমতা ফেরান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের লেনি ইয়োরো। পরিবর্ত জোশুয়া জির্কজি ৮৮ মিনিটে স্কোর ২-১ করেন। সংযুক্তি সময়ে রায়ান চেরকির গোলে ম্যাচ ড্র হয়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শেখ মনসুল আলম - কে 12.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 79G 09981 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন একটি সম্পূর্ণ ইউ টার্ন নিয়েছে - সংগ্রাম থেকে সাফল্যের দিকে। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমার হৃদয় ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি সুখ, তৃপ্তি এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।